হিরণ্ময়

হীরকজয়ন্তী সংকলন

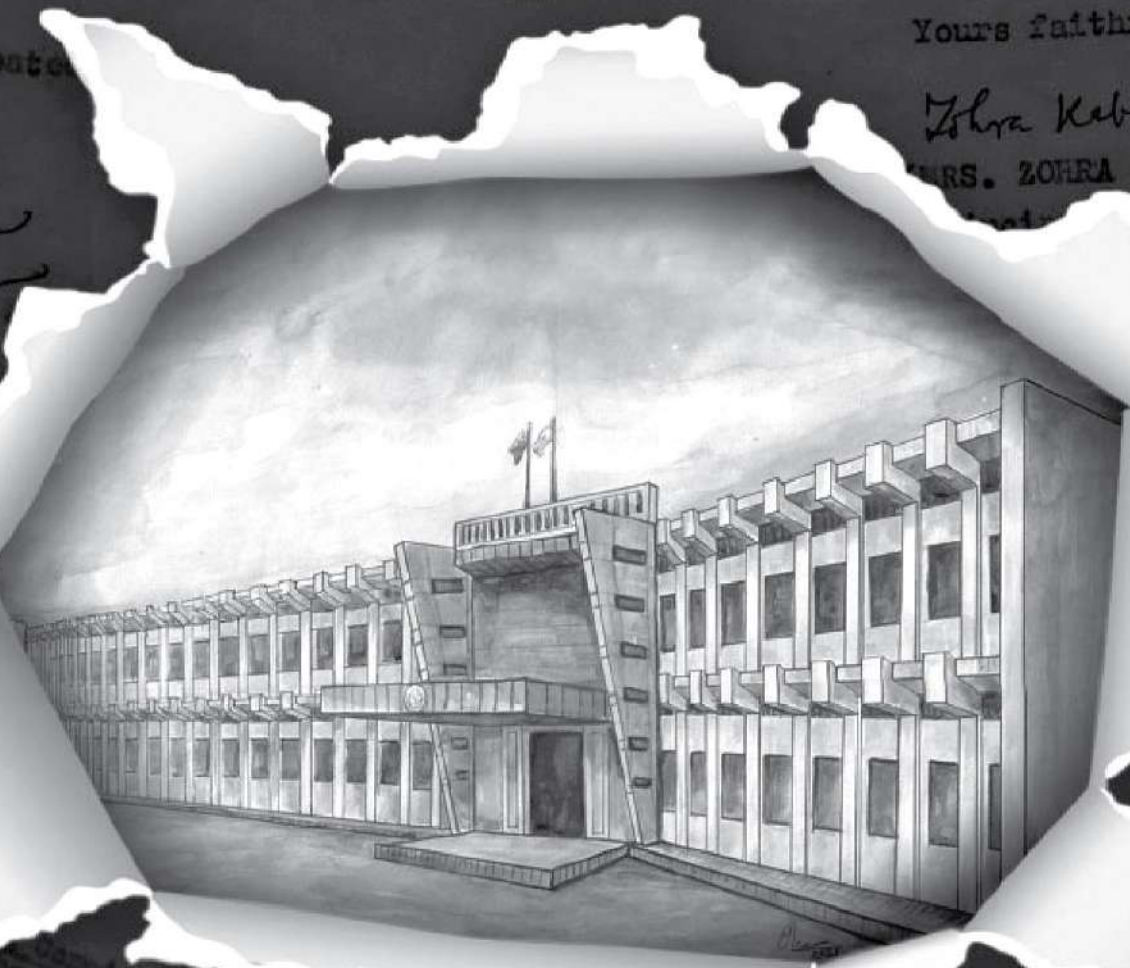

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মো. সাইফুল আবেদীন, বিএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, চট্টগ্রাম এরিয়া

পৃষ্ঠপোষক

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী ইফ্‌তেখার-উল-আলম, এনডিসি, পিএসসি
স্টেশন কমান্ডার, স্টেশন সদর দপ্তর, চট্টগ্রাম সেনানিবাস
ও
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

প্রধান উপদেষ্টা

কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার, পিবিজিএম
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

উপদেষ্টা

অধ্যাপক রাশেদা আখতার, উপাধ্যক্ষ (কলেজ)
রেশমিন আখতার চৌধুরী, সিনিয়র শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ (স্কুল)

সম্পাদক

অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক

শিপন চন্দ্র দেবনাথ
সহযোগী অধ্যাপক

ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির
সহকারী অধ্যাপক

শেখ মো. শাহিন আলম
প্রভাষক

মুহাম্মদ আসগার খান
প্রভাষক

হালিমা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ ওমর ফারুক
সহকারী শিক্ষক

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২১

মুদ্রণে
ডিজাইন মার্ট

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০০ টাকা

প্রতিষ্ঠাকালীন ৩ জন
অনুষদ সদস্য

এ.বি. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ
সিনিয়র শিক্ষক

জোহরা কবির
সিনিয়র শিক্ষক

সোফিয়া সিদ্দিকি মিঞা
সিনিয়র শিক্ষক

গড়েছিলে হে অগ্রজ তুমি
আজিকের যত গৌরব,
কালের কাননে আজও মোরা পাই
সুবাসিত সেই সৌরভ ॥

THE CONDITION OF THE SCHOOL DURING AND AFTER LIBERATION :

The disastrous war of liberation, 1971, had very badly affected the School. It had lost all its assets, including furniture; electric-fixtures; Sanitary fittings and fixtures; water connections; all the documents, records, funds, were either missing or lost or damaged. There were no members of staff or Students on its rolls, or any Committee to look after the School.

Under the circumstances, the only existing members of the teaching Staff, one male and two lady teachers, came forward to reactivate the school, who moved from pillar to post for this noble cause.

They, with the prior approval of the then Chairman, Zonal Administrative, Council, Chittagong, Professor, Nurul Islam Chowdhury, (now state minister for Nationalized Industries) through only available member, of the 'Board of Trustees', Late Abdul Jalil Chowdhury, Managing Director, Begum Rice Mills Chittagong, put themselves to hard work, to revive the School.

হীরকজয়ন্তী সংকলন সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী

শিপন চন্দ্র দেবনাথ
সহযোগী অধ্যাপক

ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির
সহকারী অধ্যাপক

শেখ মো. শাহিন আলম
প্রভাষক

মুহাম্মদ আসগার খান
প্রভাষক

হালিমা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ ওমর ফারুক
সহকারী শিক্ষক

উৎসর্গ

৬০ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যে সকল শিক্ষক
তাঁদের মেধা, মনন ও প্রজ্ঞায়
সিসিপিসিকে আলোকিত করেছেন তাঁদের উদ্দেশে।

MMM??

REGISTERED
CHITTAGONG PUBLIC SCHOOL,
CHITTAGONG CANTONMENT,
Tele: 88243
No. CPS/5/A
Date 1st Nov. '73

To:- Miss Naeema Shelly.
C/o. Chief Engineer WASA.
67. Panchlaish Res. Area.
Chittagong.

Dear ~~Sir~~/Madam,

With reference to your application dated Nil '73, I am directed by Col. Mir Shawkat Ali, BU, p.s.c. Station Commander ; Chairman Selection Committee, Chittagong Public School, Cantt Ctg. to offer you the post of Asstt. Teacher in the scale of 325-25-450-EB-40-1050 on the following terms and conditions:

1. The post is temporary at present and you will be on a probationary period for one year, extendable by further one year from the date of your appointment. During this probationary period, your service will be subject to termination by one month's notice or one month's salary in lieu of notice.

2. All matters concerning service, provident fund, leave etc., you will be governed by the school rules.

3. If you are willing to accept the appointment on the above terms and conditions, please report to the Principal, Chittagong Public School by the 10th Nov. 1973 latest.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours,
Principal.
1. 11. 73.
Chittagong Public School, Cantt. Ctg.

Copy to: 1. Accountant
File

১৯৭৩ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক নাইমা সেহেলীর নিয়োগপত্র

মুখবন্ধ

মহাকালের মহাযাত্রায় ষাট বছর খুব দীর্ঘ সময় না হলেও মানবজীবনের মতো স্বল্পায়ু সম্পন্ন শ্রেণির পক্ষে ছয় দশককাল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গড়া এবং এর ঐতিহ্যগর্বকে লালন করতে পারা নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ষাট বছর পূর্তিতে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যে সকল বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিত্ব পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে, শিক্ষকতা করে এবং চিন্তা ও শ্রম দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে আলোকিত করে গেছেন তাঁদেরকে আমরা স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধায়। আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া প্রাক্তন সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে।

আমরা এমন একটি সময়ে হীরকজয়ন্তী উদযাপন করছি যখন মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। জাতীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই শুভলগ্নের একই সমান্তরালে আমাদের হীরকজয়ন্তী তাই পরম আনন্দ ও গৌরবের।

হিরণ্ময় এই প্রতিষ্ঠানের হীরকজয়ন্তীর সংকলন স্মারক। গৌরবের এই শুভলগ্নে শুধু শিক্ষকদের বিগত দিনের লেখা এবং বর্তমানের কিছু সৃষ্টি ভাবনাকে এই সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে। *হিরণ্ময়* এর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ লেখাই প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বার্ষিকী *গিরিপ্রভায়* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠক হয়তো একই লেখকের একাধিক লেখা দেখে কিঞ্চিৎ ভাবিত হবেন। আমরা কেবল এই কাজটুকু করেছি ইতিহাস ও স্মৃতিচারণার দাবি পূরণের লক্ষ্যেই। এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। স্বাধীনতা পূর্বকাল, স্বাধীনতা সংগ্রামের সমকালের অভিঘাতে জর্জরিত প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে এর অর্থবহ অভিযাত্রার মতো ইতিহাসের সম্পূর্ণ চিত্রটিকে ধরার জন্য আমরা একই লেখকের বিভিন্ন শিরোনামের লেখাকে প্রকাশের বিবেচনা করি। শুধু ইতিহাস এবং গুরুগম্ভীর প্রবন্ধধর্মী লেখার ভারেও আমরা *হিরণ্ময়*কে ভারী করে তুলতে চাইনি। শত-সহস্র স্মৃতিকথা নির্ভর আনন্দ

বেদনার কাব্যিক রসকেও আমরা যথার্থ মূল্য দিতে চেষ্টা করেছি। শিক্ষকরাই বিগত ষাট বছরের কালের সাক্ষী এবং নিবিষ্ট পর্যবেক্ষক। তাঁদের জবানিতেই সত্য সুন্দর ইতিহাস রচিত হয়েছে। তাই এই স্মারক শুধু শিক্ষকদের লেখাকেই সযত্নে ধারণ করেছে।

হিরণ্ময় ষাট বছর পূর্তির গৌরবের স্মারক হলেও প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা *গিরিবার্তা*রই এটি একটি বিশেষ সংকলন। হীরকজয়ন্তীর মতো আনন্দ লগ্নকে আমরা বিশেষত্ব দিতেই *হিরণ্ময়* শিরোনামে এই স্মারক প্রকাশ করেছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যোগ্য, দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ বিগত ষাট বছর নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দেশের জন্য মেধাবী মানবসম্পদ তৈরির কাজ করে আসছে। বিগত দিনের কৃতি শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন স্তরে তাদের কর্মের মধ্য দিয়ে দেশ সেবার কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তারা আপন আপন কর্মগুণে বয়ে আনছে প্রভূত সম্মান। মানবিক সুন্দর পৃথিবীর জন্য যে মানুষ গড়া অত্যাবশ্যক সেই মূলমন্ত্রকে ধারণ করেই আমাদের সতত অভিযাত্রা। একটি সুন্দর-সমৃদ্ধ দেশগড়ার প্রত্যয়ে আমাদের পথচলা আরো বেগবান হবে হীরকজয়ন্তীর এই সঘন আনন্দময় মুহূর্তে এটিই আমরা আশা করি।

বর্তমান বৈশ্বিক অতিমারির এই দুঃসময়ে এমন একটি স্মারক প্রকাশ করা সহজ ছিল না। দিবারাত্রির সনিষ্ঠ শ্রমকে স্বীকার করে সম্পাদনা পর্ষদ যে অনন্য কাজটি করেছে সেজন্য তাদেরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ আরো আলো ছড়াবে, এর দীপ্তি হোক তিমির বিদারী। হীরকজয়ন্তীর সৌরভ ও গৌরব ব্যাপ্ত হোক দেশ-দেশান্তরে, কাল-কালান্তরে।

কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার, পিবিজিএম
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

সম্পাদকীয়

ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ আমাদের প্রাণের প্রদীপ্ত প্রাঙ্গণ। এই কলেজের হীরকজয়ন্তী আমাদের সগর্ব আনন্দসৌধ। গৌরবের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিষ্ঠানের ষাট বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে হীরকজয়ন্তী সংকলন হিসেবে *হিরণ্ময়* প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কিন্তু হীরকজয়ন্তীর মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একটি মানসম্মত স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে পারা আমাদের জন্য ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে কোভিড-১৯ এর প্রভাবজাত বৈশ্বিক সংকট অন্যদিকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মতো বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন ছিল সত্যি দুরূহতর ব্যাপার। তা সত্ত্বেও অধ্যক্ষ মহোদয়ের তৎপরতা ও তত্ত্বাবধান আমাদের কাজকে করে তুলেছিল সহজ ও উদ্দীপনামূলক। তাই সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই সংকলনে প্রধানত শিক্ষকদের লেখাই স্থান পেয়েছে। হীরকজয়ন্তীর এই স্মারক উৎসর্গও করা হয়েছে শিক্ষকদেরকেই। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষকদেরকে এই বিরল সম্মান প্রদানের জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। শিক্ষকদের পাশাপাশি সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশনের সদ্য প্রয়াত সভাপতি জনাব হুমায়ুন কবিরের লেখা এতে আমরা স্থান দিয়েছি বিগত ষাট বছরের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবেই। লেখা সংগ্রহের উৎস বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কলেজ বার্ষিকী *গিরিপ্রভা* হলেও দুষ্প্রাপ্য ছবি, নথি, ডকুমেন্ট এবং সকল শিক্ষকের ডাটা সংগ্রহ ছিল খুবই কষ্টলব্ধ। প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহোদয়গণের কেউ কেউ এবং প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংগ্রহে থাকা পুরানো ছবি

দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। প্রাক্তন সহকর্মীদের কেউ কেউ মৌখিক সাক্ষাৎকার দিয়েও অনেক তথ্য দিয়েছেন যা একটি সত্য ইতিহাসের নিকটবর্তী করতে সাহায্য করেছে। আমি এই সুযোগে তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্মানিত শিক্ষকগণের তথ্য উপস্থাপনে ০৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মুদ্রণ আদেশ দেওয়া পর্যন্ত সময়কে হালনাগাদ হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছি।

হিরণ্ময় শুধু শিক্ষকগণের প্রকাশিত লেখার একটি সংকলন মাত্র নয়; এতে স্থান পেয়েছে প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল শিক্ষকের যোগদান ও কর্মকাণ্ডের বর্ণনা। ফলে এই স্মারক হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সংরক্ষণের আধার। আগামী দিনে প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদযাপনের দিনেও এই স্মারক একটি ভিত্তি বা গাইডলাইন হিসেবে ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব থেকে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমাদের পথচলা। সুদীর্ঘ এই যাত্রা সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বহু বিপজ্জনক পরিস্থিতি অতিক্রম করে আমরা বর্তমানের অবস্থানটিকে স্পর্শ করেছি। চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিও বিগত ষাট বছরের ইতিহাসে আমাদের অন্যতম অর্জন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ইতিহাসের একটি কালখণ্ডে আমাদের উপস্থিতির স্বীকৃতি আছে এটি আমাদের কম প্রাপ্তি নয়। আগামী দিনেও আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সরব উপস্থিতি ধরে রাখতে সক্ষম হবো এই আমাদের হীরকজয়ন্তীর আশাবাদ।

একটি নির্ভুল স্মারক প্রকাশে আমাদের যত্ন ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও কোথাও মুদ্রণ প্রমাদ নেই এই দাবি আমরা করি না। কোনো তথ্য উপস্থাপনেও ঘাটতি থেকে যাওয়া বিস্ময়কর নয়।

পরিশেষে ধন্যবাদ দিতে চাই সম্পাদনা পর্ষদকে, যাঁদের মেধা ও নিরলস শ্রমের সম্মিলনে এই স্মারকের সুন্দর প্রকাশ ঘটলো।

অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী
সম্পাদক
হীরকজয়ন্তী সংকলন

সূচিপত্র

	লেখক	শিরোনাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৭	অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)	সিসিপিসি- শুরুর কথা	সিসিপিসি প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক ইতিহাস।
২২	মো. গোলাম ছরওয়ার চৌধুরী প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক	স্যালুট টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস 'হিউম্যান ক্যামিস্ট্রি' বড়ই বিচিত্র	পেশাগত স্মৃতিচারণা। মানবিক কিছু উপদেশ।
২৬	মো. মফিজুল আলম প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক	স্মৃতির পাতা, তবুও যেন তা মধুতে মাখা	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিষয়ক স্মৃতিচারণা।
২৮	নাইমা সেহেলী প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক	সম্পর্কে-সঙ্কট	পেশাগত জীবনে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।
৩১	অধ্যাপক রাশেদা আখতার উপাধ্যক্ষ, কলেজ	হিরণ্ময় হীরকজয়ন্তীতে আমার তিন দশকের পথচলা	ইতিহাস মিশ্রিত স্মৃতিকথা। বিশেষ করে সিসিপিসিতে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাস। (১৯৬১-২০১৮)
৩৮	অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক	মনে পড়ে	দুজন শিক্ষার্থী এবং একজন সহকর্মী বিষয়ে স্মৃতিচারণা।
৩৯	Colonel Mohammad Moniruzzaman, psc Former Principal	Covid-19 New Normal & CCPC	Outbreak of Covid-19 and the ways out. Virtual curricular and ex-curricular activities of CCPC during Corona pandemic.
৪৪	কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা (অব.) বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রাক্তন অধ্যক্ষ	ভালো মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ	মূল্যবোধ বিষয়ক লেখা।
৫৩	মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক	চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে আমার বর্ণময় ৩৩ বছর	হোস্টেলের ইতিহাস এবং পেশাগত স্মৃতিচারণা। (১৯৭৫-২০০৫)
৫৭	অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম বিভাগীয় প্রধান, বিবিএ প্রফেশনাল	সিসিপিসি এলামনাই: গৌরবময় পথচলা	এলামনাই এসোসিয়েশনের কার্যক্রম। (১৯৮৮- ২০১৭)
৬১	অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, কলেজ	উন্নয়নের ক্রমধারায় সিসিপিসি	নানাবিধ উন্নয়ন এবং একাডেমিক কার্যক্রম। (১৯৭২-১৯৯৯)

	লেখক	শিরোনাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬৬	সাইদুল হাসান খান প্রাক্তন প্রভাষক	কিছু কথা	সহকর্মীদের নিয়ে স্মৃতিচারণা।
৬৮	Rokeya Chowdhury Former Junior Teacher	Dormant Talents	Professional proficiency of the teachers in moulding students into good human beings.
৭০	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির চৌধুরী প্রাক্তন সভাপতি, সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন	সেই দিনগুলো	হোস্টেল জীবনের নানাকথা
৭৫	রেশমিন আখতার চৌধুরী সিনিয়র শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ, স্কুল	আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ	নৈসর্গিক সিসিপিসি'র বৃক্ষ, লতাপাতা, অশরীরী কিছুর স্মৃতি বিজড়িত উপাখ্যান।
৮১	মো. আবদুল কাদের মিয়া গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগার: স্মৃতির কোলাজ	গ্রন্থাগারের ধারাবাহিক ইতিহাস।
৮৬	অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম বিভাগীয় প্রধান, বিবিএ প্রফেশনাল	গৌরবের ৫০ বছর: একটি অনন্য আয়োজন এবং কিছু আশাবাদ	৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পেশাগত জীবনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ।
৮৯	অধ্যাপক মো.জাহাঙ্গীর আলম প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, কলেজ	সিসিপিসি পরিবর্তনের ২১ বছর	প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর নানাবিধ উন্নয়ন।
৯৭	নাইমা সেহেলী প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক	প্রাঙ্গণে মোর স্মৃতিগাথা	সিসিপিসির গোড়ার কথা। (১৯৬১-২০১২)
১০১	অধ্যাপক রাশেদা আখতার উপাধ্যক্ষ, কলেজ	নিভৃতে নিরজনে কী মায়াজালে	গুণী শিক্ষার্থীকে নিয়ে আবেগঘন স্মৃতিচারণা।
১০৩	অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী বিভাগীয় প্রধান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ	শিরোনামহীন অনুভূতি	তরুণ শিক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং পেশাগত স্মৃতিকথা।
১০৬	অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম বিভাগীয় প্রধান, বিবিএ প্রফেশনাল	চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ইতিবৃত্ত	প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক ইতিহাস এবং শিক্ষকের করণীয়। (১৯৬১-২০০০)
১১১		স্থিরচিত্রে বিগত ষাটের সিসিপিসি	
১৫৩	Manashi Devi Senior Teacher	English version of CCPC and the visualization of present status (Review based on SWOT)	Opening history of English version and a detailed analysis as to its upgradation are portrayed.
১৫৭	অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)	নস্টালজিকের কথা	নিয়োগ পরীক্ষার স্মৃতি, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের কিছু স্মৃতি।

	লেখক	শিরোনাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৫৮	Rokeya Chowdhury Former Junior Teacher	An Obvious Vision Which is not Wipeable	Initial history of the institution and obligations of the teachers.
১৬০	অধ্যাপক রাশেদা আখতার উপাধ্যক্ষ, কলেজ	ঝরা ফুলে গাঁথা মালা	প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসনির্ভর একান্ত অনুভূতি প্রকাশ।
১৬৭	অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম বিভাগীয় প্রধান, বিবিএ প্রফেশনাল	স্বপ্ন দেখি অনেক বড়	এলামনাইদের প্রতি মানবিক নির্দেশনা।
১৭০	নাইমা সেহেলী প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক	স্মৃতির শব্দগুলো	পেশাগত স্মৃতিকথা।
১৭৪	অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, কলেজ	ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক কথা	বার্ষিকী গিরিপ্রভার বিবর্তন বিষয়ক কথামালা। (১৯৭৬-২০১৮)
১৭৯	কাবেরী সেনগুপ্তা প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক	সত্যের মুখোমুখি	কবিতা
১৮০	আনোয়ারা বেগম প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক	প্রচ্ছন্ন স্মৃতি	স্মৃতিকথা
১৮১	Syed Asgar Hossain Former Assistant Professor	Reminiscence	The emergence of CCPC leading to the culmination of glowing success.
১৮৩	Razia S. Chowdhury Former Assistant Professor	Nostalgia	Glorious golden jubliee of the institution and best wishes to students.
১৮৪	অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী বিভাগীয় প্রধান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ	অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন: সিসিপিসির একযুগ	স্বল্প কথায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর বিষয়ে অনুভূতি।
১৮৭	নাইমা সেহেলী প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক	ফেলে আসা স্মৃতির পসরা	স্মৃতিকথা।
১৯১	রোখসানা আক্তার সিনিয়র শিক্ষক	ভালোলাগায়-ভালোবাসায়	নৈসর্গিক সিসিপিসি এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি।
১৯৩	হোসনে শামীম সহযোগী অধ্যাপক	তোমার সাথে একযুগ	পেশাগত জীবনের স্মৃতি।
১৯৪	কাজী মোহাম্মদ রেজাউল করিম সহকারী অধ্যাপক	পথের রণতরী	স্মৃতিকথা।
১৯৬	কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার পিবিজিএম	হুমকি পর্যালোচনা	প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস পর্যালোচনা।

	লেখক	শিরোনাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২০৪		হীরকজয়ন্তীতে সম্মাননা স্মারক পেলেন যাঁরা	
২০৯	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির সহকারী অধ্যাপক ও শেখ মো. শাহিন আলম প্রভাষক	সাবেক ও বর্তমান শিক্ষকগণের তথ্যাবলি	
২৫১	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির সহকারী অধ্যাপক ও মো. কবীর আহমেদ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের তথ্যাবলি	
২৫৫		CCPC Alumni Association Executive Committee	

সিসিপিসি- শুরুর কথা

অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম

কথায় বলে 'Rome was not built in a day' যার মর্মকথা হচ্ছে কোনো বৃহৎ কাজই একদিনে শেষ হয় নি। সিসিপিসি তথা আজকের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ শুরুতে যার নাম ছিল 'চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল' অনেক মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষা আর শ্রম সাধনার ফলে ধীরে ধীরে আজকের এই অবস্থানে। স্বাভাবিকভাবেই পেরিয়ে এসেছে অনেক বন্ধুর পথ।

১৯৫৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালে যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে আবাসিক স্কুল স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। কমিশন প্রাথমিক পর্যায়ে উভয় পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) একটি করে মোট দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এর একটি প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে Abbottabad Public School নামে, অপরটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় Dacca Residential Model School নামে। সামসময়িক (১৯৫৯ হতে ১৯৬২ সালের মধ্যে) তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় অংশে বেশ কিছু সংখ্যক ক্যান্টনমেন্টভিত্তিক পাবলিক স্কুল গড়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দাউদ পাবলিক স্কুল (যশোর), আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল (ঢাকা), চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল এবং ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল (কুমিল্লা) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একই প্রক্রিয়া স্বাধীনতার পরবর্তী সময় হতে আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে।

মূলত ১৯৫৯ এর শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, চট্টগ্রাম একটি পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু এতবড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থলগ্নীকরণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় গড়ে উঠে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট। ট্রাস্টটি ১৮৬০ সালের সামাজিক নিবন্ধন ধারা XXI (Socities Registration Act XXI of 1860) এর আওতায় ১৯৬১ সালের ২৩ অক্টোবর নিবন্ধিত হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, চট্টগ্রাম

সর্বাগ্রে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চারদিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত এক নৈসর্গিক পরিবেশে ২০ একর জায়গা বরাদ্দ দেয় যার তৎকালীন মূল্য ছিল ২০ লক্ষ টাকা। উপরন্তু চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পাবলিক স্কুল ফাউন্ডেশনে অনুদান হিসেবে ৩,২৫,০০০ টাকা প্রদান করে।

ঠিক এমন অবস্থায় চট্টগ্রাম সেনানিবাসের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার কর্নেল আহমেদ এ. শেখ, টি.পিকে ১৯৬১ সালের ১৭ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খান, এন.পিকে.এইচ.জে-কে আমন্ত্রণ জানান। সে মোতাবেক নির্দিষ্ট দিনে ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খান স্কুলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানটির মূল ফটকের কিঞ্চিৎ বাইরে বর্তমান ডিওএইচএস এলাকায়। এর ফলে শুরুতেই ফাউন্ডেশনটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণের নিকট থেকে আর্থিক ও নৈতিক সহায়তা পেতে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রথম একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৯ সালে যেটি বর্তমানে মূলভবন নামে পরিচিত। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঐতিহ্যবাহী এ ভবনটির নকশা তৈরি করে একজন আমেরিকান আর্কিটেক্ট। এটি নির্মাণে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উল্লিখিত অনুদান ছাড়াও যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দাতা হিসেবে অর্থ যোগান দেন তাদের মধ্যে এম.ডি ফাউন্ডেশন-চট্টগ্রাম ও গুলাম মোহাম্মদ আদমজী এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রথম পর্যায়ে আরও ৩০টি প্রতিষ্ঠান উক্ত ভবন নির্মাণে অর্থ যোগান দেন। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ব্যতীত বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৬,৪৭,২০০ টাকা।

প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ লে. কর্নেল (অব.) এম. সর্দার খান-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৬৯ সালের ২ এপ্রিল ২৪ শিক্ষার্থী ও ৩ জন শিক্ষক নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি তার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে। অধ্যক্ষ সর্দার খান ছিলেন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় একজন দক্ষ ব্যক্তি। সেনাবাহিনীর শিক্ষাবিভাগ হতে তিনি অবসর নেন এবং তিনি ক্যাডেট কলেজ ও পাবলিক কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। অধ্যক্ষ ব্যতীত তিনজন শিক্ষক ছিলেন- মিসেস জোহরা কবির, মিসেস সোফিয়া সিদ্দিকি মিয়া এবং মিসেস দিলারা ইসলাম।

মিসেস সোফিয়া সিদ্দিকি মিয়া UK হতে Montessori Teaching এর ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালের শুরুতে প্রতিষ্ঠানটিতে আরো কতিপয় শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয় যাদের অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর ভাইয়ের মেয়ে মিসেস জেরীন আলী, আমিন জুট মিলের তৎকালীন ডাইরেক্টর এর মেয়ে মিসেস ইয়াসমীন, কবি হুমায়ুন

কবির এর ভাই হাসান কবির এর স্ত্রী মিসেস রাশেদা কবির এবং মেজর নাদভীর স্ত্রী মিসেস নাদভী।

শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানে প্লে গ্রুপ হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তখন হতেই প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল ছিল। সিলেবাস ছিল ইংলিশ কারিকুলামে। হোস্টেলের হাউজ মাস্টার ছিলেন Michel Hyes নামে একজন ব্রিটিশ। তিনি ক্লাসও নিতেন। মূলত তিনি ছিলেন একজন হিপ্পী। চট্টগ্রামে তার আসাটা ছিল আকস্মিক। সেন্ট প্লাসিড স্কুলের তৎকালীন ব্রাদার পূর্ব পরিচয়সূত্রে অধ্যক্ষ সর্দার খান এর নকট তাকে প্রেরণ করেন। Michel Hyes হিপ্পীর বেশভূষা পরিত্যাগ করে হাউজ মাস্টার হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বেই এ.বি. আশরাফ উদ্দীন আহমেদ হাউজ মাস্টার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

মূল ভবনের দোতলার পূর্ব অংশে ছিল অধ্যক্ষের বাসস্থান। অধ্যক্ষ লে. কর্নেল (অব.) সর্দার খান পরিবারসহ সেখানে বসবাস করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগেই তিনি পরিবারের সদস্যদের (দুই কন্যা ও স্ত্রীকে) তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন। আর যুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি চলে যান পরিবার পরিজনদের কাছে। তিনি এতটাই কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন যে, যাবার আগে ২৭ হতে ২৯ মার্চ ১৯৭০ এই তিন দিনের যেকোনো একদিন শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের চেক প্রদান নিশ্চিত করেন। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতো দুটো বোর্ড যথা 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' এবং 'বোর্ড অব গভর্নরস' এর মাধ্যমে। বোর্ড দুটোর সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ ও ৯। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন মো. আব্দুল জলিল, পরিচালক, আমিন জুট মিল্‌স এবং বোর্ড অব গভর্নরস এর প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন লে. কর্নেল আহমেদ এ.শেখ টি.পিকে, স্টেশন কমান্ডার, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট। 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' এবং 'বোর্ড অব গভর্নরস' দুটো বোর্ডেরই অধিকাংশ সদস্য ছিলেন বেসামরিক ব্যক্তি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। আসবাবপত্র, নথিপত্র, ফান্ড সংক্রান্ত দলিলাদি সবই হারিয়ে যায়। পানি সংযোগ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা সবই অচল হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে হাউজ মাস্টার এ.বি.আশরাফ উদ্দীন আহমেদ প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনে এগিয়ে আসেন। তিনি শিক্ষকদেরকে কাজে যোগদানের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মিসেস জোহরা কবির ও মিসেস সোফিয়া সিদ্দিকি মিয়া কাজে যোগদান করেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখতে পান। সিঁড়িসহ বিভিন্ন স্থানে রক্তের দাগ দেখা যায়। সামনের মাঠে কানের দুলসহ ছোট ছোট গহনা, গ্রেনেড ইত্যাদি পাওয়া যায়। শিক্ষকগণ ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষকে এসব

জমা দেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বেই প্রতিষ্ঠানের একটি বাস ও একটি টয়োটা কার ছিল যা স্বাধীনতার পর ক্যাম্পাসে পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপর ক্যান্টনমেন্টে ভারতীয় সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। বাস ও টয়োটা কারটি ক্যান্টনমেন্টে তাঁদের তত্ত্বাবধানেই ছিল। শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের প্রচেষ্টায় টয়োটা কার ও বাসটি (Blue Book সহ) সেনানিবাস হতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধার করেন। এছাড়া এতদঅঞ্চলের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত হতে কিছু আসবাবপত্র উদ্ধার করা হয়। এরপর তাঁরা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করেন।

স্বাধীনতার পরে প্রতিষ্ঠানটি বন্দি কয়েদিদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসময় একটি ব্রিটিশভিত্তিক এনজিও এটাকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত পরবারের শিশুদের জন্য এতিমখানা হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ বিল্ডিং -এর অর্ধেকাংশ তাদেরকে বরাদ্দ দেবার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন। একই সময়ে শিক্ষকগণ Social Welfare এর কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করলে তারাও এতিমখানার অজুহাতে স্কুল করতে দেয়া হবে না বলে মত প্রকাশ করেন। এ সময় স্থানীয় একটি পত্রিকা (দৈনিক স্বাধীনতা) প্রতিষ্ঠানটিকে 'শ্বেতহস্তী' উল্লেখ করে খবর ছাপে।

ইতোমধ্যে ২/৩ জন প্রাক্তন আবাসিক ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। শিক্ষকগণ তৎকালীন ডিসি জনাব এ.সামাদ এর কাছে যান এবং তার সহায়তা চান। তিনি পত্রিকার নিউজ এর কথা উল্লেখ করেন এবং ভর্তিকৃত ছাত্রদের এবং শিক্ষকদেরও ক্যাডেট কলেজে আত্তীকরণের কথা বলেন। একই সাথে তিনি স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর বিশিষ্ট শিল্পপতি মরহুম মো. ইউসুফ সাহেবের ছেলে জনাব মো. শাহনেওয়াজ-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাথে যোগাযোগ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই তৎকালীন আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল, চট্টগ্রাম-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর নুরুল ইসলাম চৌধুরী ব্রিটিশ এনজিওকে ক্যাম্পাস ত্যাগের নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার কর্নেল (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) মীর শওকত আলী, বিইউ, পিএসসিকে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে ব্রিফিং দেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। তাঁর উদ্যোগের ফলেই স্কুলটি ১৭ মার্চ ১৯৭২ এ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় শিক্ষকগণের প্রাণান্ত চেষ্টায় ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহের পালা। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের সম্বন্বিত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যেতে থাকে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে ছয় জন শিক্ষার্থী

এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ছিল ৫ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী। ৪ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীও ছিল। এদের মধ্যে হুমায়ুন, সিরাজ, জাহিদ হোসেন ও তাহের এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ইতোমধ্যে সুবর্ণজয়ন্তী পার হয়ে প্রতিষ্ঠানটির বয়স এখন ৫৬ বছর। প্রতিষ্ঠানটি আজ পরিণত হয়েছে এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে। ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিলাভ কিংবা চলতি বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম অঞ্চলের কলেজ পর্যায়ের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হবার গৌরবোজ্জ্বল অর্জন প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রার কৃতিত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে। ভালো মানুষ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এ প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর পথচলা- সফল হোক, সার্থক হোক- এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০১৬

তথ্যসূত্র:

সাক্ষাৎকার পর্ব : *মিসেস জোহরা কবির, প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক*
নথিপত্র : *চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম*
এমইও অফিস, চট্টগ্রাম সেনানিবাস।
ইন্টারনেট: *ওয়েবসাইট- Abbottabad Public School*
Dhaka Residential Model College

লেখক: প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

স্যালুট টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস
'হিউম্যান ক্যামিস্ট্রি' বড়ই বিচিত্র

মো. গোলাম ছরওয়ার চৌধুরী

"হ্যালো স্যার আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি উর্মিলা শ্রাবন্তী কর, আপনার ছাত্রী চিনতে পেরেছেন?" পাশে থাকা একজন উর্মিলার কাছ থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে বলল, " আস্‌সালামু আলাইকুম স্যার, সাইফুল বলছিলাম চিনতে পারছেন? ... " বুকের ভেতর কেমন যেন চিনচিন করে উঠল; মা তার হারানো সন্তানকে স্বপ্নে দেখার পর হঠাৎ জেগে উঠে যেমন ছটফট করতে থাকেন, অলংকার টু বিশ্বরোডের কোন একটি টেম্পুতে ফোনটি রিসিভ করে আমার মধ্যেও তেমন ছটফটানি কাজ করছিল। মনে মনে ভাবছিলাম স্বপ্ন দেখছি নাতো? চোখের কোণে খানিকটা জলও এসে গেলো। এ আর কোনো কিছুর জন্য নয় আমার হারানো চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এর জন্য। যার বর্তমান নাম চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ।

আমি গোলাম ছরওয়ার চৌধুরী ওরফে জি.এস.সি স্যার চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে আমার পেশাগত জীবনের শুভ সূচনা হয়। একজন সার্বক্ষণিক বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়ানো (যার ছিঁটেফোটাও বাস্তবে আমার মধ্যে নেই) কড়া শিক্ষক হিসেবে। অষ্টম শ্রেণির গণিত ক্লাস দিয়েই অভিষেক হয়। কোনো একটি ক্লাসে বীজগণিত অনুশীলনী ৩.১ (সমাধান) করছি। ১২ কি ১৩ নং অংকে এসে ডানপক্ষের রাশিটিকে বামপক্ষের রাশি দ্বারা দুটি পদে ভাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমি ছাত্রছাত্রীদের একটি টেকনিক শিখাচ্ছিলাম যাতে তারা সহজে ভাঙার কাজটি করতে পারে। এমতাবস্থায়, জুবায়ের দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার আমি অন্য একটি টেকনিক ফলো করি, টেকনিকটি আপনি একটু যাচাই করবেন?" আমি তার টেকনিকটি শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। টেকনিকটি ছিল অত্যন্ত সহজ এবং সঠিক। সেই থেকে আমি জুবায়েরের ছাত্র বনে গেলাম এবং সর্বদাই আমি জুবায়ের শিখানো টেকনিকটি ফলো করতে থাকলাম।

স্যালুট টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট জুবায়ের:

নবম শ্রেণির ছাত্র রাকিব, যার বাবা-মা (যাঁদের আমি নিজের বাবা মায়ের চেয়েও বেশি সম্মান করি) দুইজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। 'মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ' অধ্যায়টি পড়াতে গিয়ে সে আমাকে প্রশ্ন করল "মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের কোনো দুটি বস্তুকণার পারস্পরিক আকর্ষণ বল যা আর এ বলের যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে তো সকল বস্তুকণা মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকতো? কিন্তু বাস্তবে আমরা তা দেখি না। তা হলে মহাকর্ষ বল কি ভুল অথবা শুদ্ধ হলে এর কারণ কী?" ১৯৮৮ সালের পর হতে মহাকর্ষ বল সম্বন্ধে আমি নিজে পড়াচ্ছি এবং অন্যদের শিখাচ্ছি। অথচ কী আশ্চর্য সেদিন আমি তার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। আমি তার কাছে সময় চেয়ে নিয়ে আমার সব বিজ্ঞ পরিচিতজনদের কাছে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। সবাই সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিশেষে আমরা রাকিবের বাবা মো. রেজাউল হক খাঁন স্যার, বিভাগীয় প্রধান, ফলিত পদার্থবিদ্যা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর শরণাপন্ন হই এবং সঠিক সমাধান পাই। আমার নিজের সামনেই আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়, কত কম জেনে আমরা শিক্ষকতার মতো এ মহান ব্রতকে পেশা হিসেবে বেছে নিই। সেই থেকে 'মহাকর্ষ' অধ্যায়টি পড়ানোর সময় রাকিবের এ প্রশ্নটি আমি সবার সামনে উন্মোচন করি এবং স্যারের দেয়া সমাধানটির মাধ্যমে মহাকর্ষ বলের ভিতরকার বিষয়গুলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হই। স্যালুট টু মাই ডিয়ার টিচার (ডিয়ার, স্টুডেন্টও বটে) রাকিব দশম (বিজ্ঞান) শ্রেণির ছাত্র সায়েম ও ... (খুবই দুঃখিত, তোমায় মনে করতে পারছি না, আমায় ক্ষমা করে দিও, যদিও শিক্ষকের নাম মনে না রাখার জন্য আমার শাস্তি হওয়া উচিত, ইদানিং কেন যেনো স্মরণশক্তিটা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে, আশা করি ক্ষমা করেছো।) কোনো একটি মডেল টেস্ট পরীক্ষা চলছে কলেজ বিল্ডিংয়ে; দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইনভিজিলেটর এর দায়িত্ব পালন করছি। সেদিন অজ্ঞাত কোনো কারণে (কারণটি আমার মনে পড়ছে না) পরীক্ষার হল চলছিল খুব ঢিলেঢালাভাবে। 'সায়েম' আর '...' একই টেবিলে বসা। আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে খেয়াল করছিলাম, তারা দুজন কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে লিখে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে আমি তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "সবাই পরস্পর মত বিনিময়ের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, তোমরাও এ সুবিধাটা নিতে পারো, নিচ্ছনা কেন? উত্তরে দুজন বলল, "সুযোগ থাকলেও সুযোগের অন্যায় ব্যবহার করতে আপনিই আমাদের নিষেধ করেছিলেন, তাই আমরা আমাদের রিপুকে দমন করতে সমর্থ হয়েছি এবং প্রতিজ্ঞা করেছি কখনো স্বেচ্ছায় অন্যায়ে অভ্যস্ত হবো না" তাদের সৎশিক্ষার কাছে আমার শিক্ষকতা, সততা সেদিন ম্লান হয়ে গিয়েছিল। স্যালুট 'সায়েম' ও '...' মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস।

দশম (বাণিজ্য) শ্রেণির ছাত্র তানভীর। কোনো একটা ক্ষীণ অপরাধের বিপরীতে একাধারে পাঁচটি চড় দিয়েছিলাম, ভাবলে আমার নিজের গা শিউরে ওঠে এখনও। তার দুটো শুভ্র গাল লাল টকটকে হয়ে গিয়েছিল, এতটুকু প্রতিবাদ তার চেহারায় ভেসে ওঠেনি, অবলীলায় বিনাক্লেশে চড়গুলো হজম করলো। কেন যেন দুষ্টু ছেলেগুলোকে মনের অজান্তেই আমি খুব পছন্দ করতাম। (আমি নিজেও খুবই দুষ্টু ছিলাম, এখনও কম যাই না তাই হয়তো)। হঠাৎ একদিন দেখি কোন এক চ্যানেলে গুলমাল এভিনিউ নামক মেগা সিরিয়ালে তানভীর অভিনয় করছে, আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম, 'স্বপ্নে দেখছি না তো?' খুব ব্যথা পেলাম এবং বুঝতে পারলাম স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে আমার এই প্রাণপ্রিয় ছাত্রগুলোই। আমার বউ আর বাচ্চাকে দৌড়ে ডেকে আনলাম আর দেখালাম আমার শিক্ষকতা জীবনের সেই অব্যক্ত প্রাপ্তির দৃশ্যপট। আমি দারুণ শিহরিত হলাম। ইদানীং দেখলাম একটি বিজ্ঞাপনে চিত্রনায়িকা মৌসুমীর বিপরীতে অভিনয় করছে তানভীর। অধ্যবসায় এবং একাগ্রতা কীভাবে মানুষকে স্বপ্ন-সিঁড়ি অতিক্রম করতে সাহায্য করে তা আমি শিখলাম তানভীরের কাছে।

স্যালুট টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তানভীর

এভাবে বলতে গেলে আমি আমার স্বল্প শিক্ষকতা জীবনের প্রাপ্তিগুলো (ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া) বলে শেষ করতে পারবো না। ভুলতে পারবো না শহীদুলের আমার খবরাখবর নেয়ার স্মৃতি, সাইফুলের হাসিমাখা মুখ দিয়ে সব অন্যায় পানি করে দেয়ার দৃশ্য। ... (ক্ষমা করো দিও নাম মনে আসছে না) নাম্নী পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর বিচারে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মনোনয়ন সাপেক্ষে কলম গিফ্‌ট পাওয়ার দৃশ্য, কাবেরী দি, রোকসানা আপা, অমলেন্দু স্যারের মা-বাবার মতো স্নেহ করার স্মৃতি, কম্পিউটার আলম, অর্থনীতি আলম, মাহফুজ স্যারেরা বড় ভাইয়ের মতো আগলে রাখার অসাধ্য সাধনের চেষ্টা, আমার সব কলিগদের সাথে পিকনিক করা ও ক্রিকেট খেলার শিহরণ, জাহাঙ্গীর স্যার, বাহার স্যার, রেশমিন ম্যাডামের সাথে অন্যায় একগুঁয়েমির স্মৃতি, জসীম, ফরিদ স্যারদের লাঠিপেটার দৃশ্য ... ইত্যাদি ইত্যাদি (যাঁদের নাম লিখতে পারিনি, তাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি)।

১। আজ আমি একটি ছোট্ট ঔষধ ফ্যাক্টরির কোনো একটি কোণে বসে সিডিউল কাজে ব্যস্ত থাকি, আদর্শের বিপরীতে আমার সবগুলো কাজকে বিচার করে দায়িত্ব পালন করি না, সবার সাথে খোলা মনে কথা বলার সাহস করি না, বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে ছুটে বেড়াই না, মনের কোনো সুন্দর 'অতীত কর্মজীবন' হারানোর ব্যথাগুলোকে পুঁজি করে নীরবে কষ্ট পাই, বেশিরভাগ কর্মই আদর্শের বিপরীতে করি যার জন্য তখনকার মতো পীড়ন অনুভব করি না।

২। কি বিচিত্র হিউম্যান ক্যামেস্ট্রি! একসময়কার আদর্শের বুলি আওড়ানো 'জি.এস.সি স্যার' এখন বেশিরভাগ কাজ করে আদর্শের বিপরীতে, অকর্মার ঢেঁকি 'তানভীর' এখন নামকরা অভিনেতা, পরীক্ষায় বরাবর খারাপ করা ছাত্রগুলোই আজ অধ্যবসায়ের গুণে বড় বড় চেয়ারগুলোর অধিকর্তা, পরীক্ষায় ভালো করা কতিপয় ছাত্রের নেশাগ্রস্থ/সন্ত্রাসী হওয়ার করুণ দৃশ্য।

৩। আজ যাকে ভালোবাসে বিয়ের দুদিন পর তাকেই মনে হয় অপাঙক্তেয়, দুর্বল যার ছাত্রজীবন কর্মজীবনে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র।

৪। সবশেষে একটি আদর্শ কথা না বলে পারছি না, কারণ- "মানুষ অভ্যাসের দাস।" শুনেছি কুকুরের লেজ ১২ বছর চোঙে ভরে বের করার পর দেখা যায় তা আবার বেঁকে গেছে। তাই বলছি, 'মহামানব' বা 'অতিমানব' হবার দরকার নেই। চলুন আমরা সবাই 'শুধু মানুষ' হই। মানুষ হবার সবগুলো মৌলিক গুণই আমাদের জানা, কেবল সেগুলো আত্মস্থ করে ধীরে ধীরে চর্চা করা, অন্যের দায়িত্বে অবহেলা দেখে ভ্রু না কুচকিয়ে নিজের দায়িত্ব পালনে কোনো ঘাটতি হচ্ছে কিনা তার হিসেব রাখা আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের দায়বদ্ধতাগুলো পূরণ করা। আমাদের পরিচয় যেন হয় শুধুই 'মানুষ', সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব-মানুষ।

৫। 'উর্মিলা'/'সাইফুল' --- সুখ স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ করে দেবার জন্য তোমাদের যে কীভাবে আমি ধন্যবাদ দেব, প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। আমি প্রার্থনা করি, "তোমরা/আমরা সবাই যেন কেবল মানুষ হই, শুধুই মানুষ।"

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা-২০১১

লেখক: সহকারী শিক্ষক (প্রাক্তন), কর্মকাল: ২৫ মে ২০০০ থেকে ১০ মার্চ ২০০৬।

স্মৃতির পাতা তবুও যেন তা মধুতে মাখা

মো. মফিজুল আলম

ক) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপম আধার চট্টগ্রামের গর্ব "চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ"-এর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব হচ্ছে শুনে আনন্দবোধ করছি এবং প্রাণপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির যোগফলে এ প্রয়াসের পূর্ণতা কামনা করছি।

খ) সার্বজনীন দাবি- বিদ্যালয় সমাজের চাহিদাপূর্ণ করবে। এই দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জীবনের সবচেয়ে প্রিয় প্রতিষ্ঠান "চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ" সে ধারাবাহিকতায় এগিয়ে যাচ্ছে তা দেখে সত্যিই বিমোহিত।

গ) শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ জি.জে.এন. মুর্শিদ এর পুরস্কার ও তিরস্কারের কঠিন বাস্তবতায় রাজিয়া ম্যাডামের স্নেহভাজন মফিজ সাহেব সম্বোধন সাথে সেহেলী ম্যাডামের গুরুজনসুলভ শাসন ও সৈয়দ আজগর স্যারের সি.এম.সি পড়ুয়া আন্দালিবের বাবা হিসাবে সত্যিই স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে সমাজে বর্তমান।

ঘ) বস-ইনজিকাস-এর মতো সামাজিক বাজপাখিদের অতীত ও বর্তমান রূপ কষ্ট দিলেও সাথে সাথে আনন্দ পাই, যখন দেখি আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের বীরদর্পে সমাজ সেবায় ও ডি.এম.সি, সি.এম.সি, ল্যাবএইড, এ্যাপোলো, বুয়েট, চুয়েট এর মতো প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় ও চিকিৎসা সেবায় ডিজিটা দেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকায়।

ঙ) জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। "Education is the acquisition of the art of utilization of Knowledge" শিক্ষার্থীদের শুধু জীবন কেন্দ্রিক ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করলে চলবে না। সাথে সাথে জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন ও কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারে ব্রতী হতে হবে।

চ) জাতীয় চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা-দুর্নীতিকে জয় করে বাস্তবায়নাধীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কঠিন প্রাপ্তির জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলকে এগিয়ে আসতে হবে যাতে মাধ্যমিক স্তরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরে রূপান্তরিত করা যায়।

দুর্ভাগ্য হলো, গেড়ে বসা ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রশাসনে প্রতিবন্ধকতা ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রশাসনে এখনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত পেতে অধীর আগ্রহে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। উল্লিখিত কারণে অনৈতিকভাবে গড়ে উঠা ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন লাগামহীনভাবে বাড়ছে তেমনি কমছে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মানসম্মত পাঠদান এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো ছাত্র-ছাত্রী।

ছ) শিক্ষক হিসেবে বলতে পারি- আগ্রহ না থাকলে কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো বিশেষ পাঠ্য বিষয়ে পাঠদান সম্ভব নয়। এটা মনে রেখে শিক্ষকদের পাঠদান কার্যকারিতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা সময়ের সামাজিক দাবি।

জ) স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, বুদ্ধি, গাণিতিক সামর্থ মানসিক ক্ষমতার সমগ্রতা স্বীকৃত হয় এবং উপযুক্ততা ও পছন্দ অনুযায়ী বিষয় অধ্যয়ন করা উচিত।

ঝ) শিক্ষকরা যদি আগ্রহ, মনোভাব পরিমাপের আদর্শায়িত প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আগ্রহ পরিমাপে সক্ষম হতাম তাহলে সমাজে শিক্ষার গুণগত মান অনেক দূর এগিয়ে যেত।

পরিশেষে ক্ষমার মহান চিরায়িত প্রেক্ষিতে ২৪ ঘণ্টার গাণিতিক সংখ্যার সমর্থনে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এর সকল সম্মানিত সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রীদের একরাশ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লাল গোলাপ শুভেচ্ছা, সালাম, নমস্কার সুযোগ পেয়ে উৎসর্গ করলাম।

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা - ২০১১

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ থেকে ০৮ মার্চ ২০০৪।

সম্পর্কে-সংকট

নাইমা সেহেলী

মানুষ আসঙ্গলিপ্সু প্রাণী, তাই প্রতিটি মানুষ অন্যের সঙ্গ কামনা করে থাকে - কি কর্মক্ষেত্রে কি সামাজিক অবস্থানে। এর বিপরীতে যারা অবস্থান করেন তারা অসামাজিক বা আত্মকেন্দ্রিক মানুষ বলেই বিবেচিত হন অন্যদের কাছে। জীবনের বিভিন্ন ধাপের কথা যখন মনে করি তখন দেখা যায় - কি স্কুল জীবন, কি কলেজ জীবন এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও আমরা বন্ধুসঙ্গ বেশ উপভোগ করতাম, পড়ালেখা প্রধান উদ্দেশ্য হলেও - যেন বন্ধুদের সাথে দেখা হবে - হবে কথা আর তা ভেবে মন ভরে উঠতো অপার আনন্দে। জীবন তখন ছিল সহজ সরল চাওয়া-পাওয়া বোধ করি সে সময় মাথা চাড়া দিয়ে তেমন ওঠেনি। পাঠপর্ব শেষ করে যোগ দিলাম কর্মজীবনে আমার কর্মস্থল হলো দেশের স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠান - তৎকালীন "চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল।" কর্মজীবনে সহকর্মীরা সবাই হয় না সহপাঠী কিংবা সমবয়সী। তবুও কেমন যেন একটা সুন্দর মায়াময় সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে। সে সময়ে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না, একটা আন্তরিক পরিবেশে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কে প্রত্যেকেই ছিলাম প্রত্যেকের আপনজন। এমন কি আমাদের সন্তানদের প্রতিও ছিলোনা কারও কোনো আত্মপরভেদ। নিজ সন্তানের মতোই দায়িত্ব পালন করতেন প্রত্যেকেই আনন্দচিত্তে। জীবনের এ পর্যায়ে এসেও সে বোধটুকুর হয়নি কোনো পরিবর্তন। আর তা সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুস্থ, সুন্দর মানবিক পরিবেশ আর সবার জন্য কর্তৃপক্ষের আন্তরিক মনোযোগের কারণে। তখন সময়টাও ছিল সুস্থির। মানুষের জীবন ছিল সহজ সরল - চাহিদা ছিল অপ্রতুল। তাই কেউ কাউকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাবে এমন বোধের বোধ করি তখন জন্মই হয়নি।

সদ্য পাশ করা আমি বয়সে ছিলাম নবীন, কিন্তু প্রবীণ সহকর্মীরা আমাকে কাছে টেনে নিলেন আন্তরিকতার সাথে। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে - সে সময় ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়ার জন্য কোনো পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল না। সকালে বাসা থেকে প্রতিষ্ঠানে যেতে তেমন কোনো সমস্যা হতো না, কিন্তু

ফেরার সময় দেখা দিত যত বিপত্তি। ছুটি হতো দুপুর দেড়টায়। মাথার ওপরে গনগনে সূর্যকে রেখে পথ চলতে হতো মূল সড়কে গিয়ে বাহনের অন্বেষণে। বর্তমানের মতো রাস্তাঘাট বাহনে বাহনে সয়লাব থাকতো না বলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। পরে কিছু একটা জুটলে তাতে চড়ে বাসায় ফিরতাম। আমার এ দুরবস্থা কোনো সুহৃদ সহকর্মী অধ্যক্ষ স্যারকে জানানো মাত্রই উনি একটা নির্দিষ্ট টাকা বেতন থেকে কর্তন করে নেবার শর্তে স্কুলের একমাত্র বাহন - উনার গাড়িটি দিয়ে আমার আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপারটি যে আমার জন্য কতটা উপকার হয়েছিলো - সে আমিই জানি। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সেই সহকর্মীদের আর তৎকালীন অধ্যক্ষ আশরাফ স্যারকে। এই সহৃদয়তার জন্য আমার সেই সহকর্মীদের আজও মনে করি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

আমাদের সময়টা ছিল সুন্দর, সহকর্মীদের মধ্যে ছিল আন্তরিকতা ও সৌজন্যবোধ। কারও বিপদে-আপদে আমরা জড়ো হতাম, আলাপ আলোচনা করে সমস্যার সমাধানে সবাই হতাম সচেষ্ট। বর্তমানে বসে ভাবতে গেলে মনে পড়ে সে সময়ের কথা, আর প্রাক্তন সহকর্মীদের সাথে যখন কথা বলি তখন সেদিনগুলোই যেন উথলে ওঠে সে সময়কার আনন্দের ব্যাপ্তি নিয়ে।

আজকাল কর্মস্থলে সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ খুব একটা দেখা যায় না। কারণ জীবনের টানা-পোড়নে সবাই ব্যতিব্যস্ত নিজেকে নিয়ে - নিজের জীবনকে নিয়ে। ফলে কারও কথা মনে উদিত হলেও তা নিয়ে ভাবার অবকাশ মেলে খুবই কম। এর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে সবসময় দায়ী করা যায় না। এর দায় বর্তমানের পরিবেশের ওপরেই বর্তায়। তবে একটা কথা না বললেই নয় -

আমাদের সময়েও টাকা ছিল - কিন্তু তা ছিলো অপ্রতুল। মানুষের প্রয়োজনও ছিল সীমিত। প্রয়োজনের নিরিখেই ব্যবহৃত হতো টাকা। কিন্তু এখন টাকা সর্বস্ব সমাজে মানুষের সম্মানটাও যেন টাকার উপর নির্ভর করে। তাই মানবিক সম্পর্কগুলো এখন অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে - "টাকা পয়সা উত্তমভৃত্য, কিন্তু খুব খারাপ মনিব"। তাই টাকাই যদি জীবনে মানের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে তখন মানুষের মূল্য কি আর মানুষের কাছে থাকে? তখন মানবিক সম্পর্কগুলো হতে থাকে ম্লান। আর অনেকটা এ কারণে মানুষের সম্পর্কে ধরে চিড়। কয়জন আর মানুষের মূল্য বোঝে- ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের কথাকে মনে রাখে?

"মানুষ আপন, টাকা পর
যত পারিস মানুষ ধর।"

আসলে এখনকার সময়টা হচ্ছে প্রতিযোগিতার, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ কম প্রতিযোগী বেশি - আর তাই হৃদ্যতার সম্পর্ককে ম্লান করে ফুটে উঠে স্বার্থসর্বস্বতার

ছবি। আবার অনেকের মধ্যে কাজ করে উচ্চাশা - কাউকে হারিয়ে কাউকে দমিয়ে হোক - এ প্রবণতাটাও সহকর্মীদের মধ্যকার সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ককে বিঘ্নিত করে - বিঘ্নিত হয় পরিবেশ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে - একজন শিক্ষক একটি জাতির আলোকবর্তিকা, ভবিষ্যতের রূপকার আর শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষক ও তার সহকর্মী অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যকার সুসম্পর্ক সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্ব বহন করে। শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে, কারণ একটা শিক্ষা উপযোগী আবহ তৈরি করার মাঝেই শিক্ষকদের গৌরব ও সম্মান নিহিত।

মুক্তবাজার, বিশ্বায়ন প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে শিক্ষায় যেভাবে বাণিজ্য প্রাধান্য পাচ্ছে তা শিক্ষকদের সম্পর্কের মাঝে একটা প্রতিযোগিতামূলক দূরত্ব সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারেও শিক্ষকদের সচেতন থাকতে হবে - প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্য - ছাত্রদের সুন্দরভাবে উত্তোরণের সহায়তার জন্য।

প্রতিষ্ঠানে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কথাবার্তায় সংযমবোধে সচেতন হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার, সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে সচেতন থাকলে কখনও পরিবেশ বিঘ্নিত হয় না। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সকলের প্রতি আন্তরিকতা, সহকর্মীদের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী হওয়া - সর্বোপরি প্রাণবন্ত ও হাসিখুশি থাকলে পরিবেশও হয় আনন্দময়।

সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার জন্য জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ও সমমর্যাদার সবার সাথে সৌজন্য বজায় রেখে আচরণ করা গেলে পরিবেশ হয় সবার জন্য মঙ্গলজনক। কাজ করতে গেলে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। সেই ভুল স্বীকার করা ও সংশোধন করা একটি মানবিক গুণ।

আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশ নিয়ে আমি এখনও গর্ব করি। এ এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে সহকর্মীদের মাঝে রয়েছে একটা আন্তরিক যোগ। তবে প্রতিষ্ঠানটি বড় হওয়াতে মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকতে পারে। আর এসব সমস্যার সুন্দর সমাধান - সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে, যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে সহকর্মীরাই করে নিতে পারেন।

আমার উত্তরসূরি সকল সহকর্মীর জন্য রইলো আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৮১ থেকে ২৭ জুলাই ২০০৯।

হিরণ্ময় হীরকজয়ন্তীতে
আমার তিন দশকের পথচলা

অধ্যাপক রাশেদা আখতার

বর্তমান সিসিপিসি একসময়ের সিপিএসসি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ ষাট বছর তথা পাঁচটি স্বর্ণযুগ পার করেছে। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠানের যেমন কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বেড়েছে এর সুনাম ও সমৃদ্ধি। আমরা যারা এ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেরা এক সময়কার নবীন শিক্ষকরাও প্রবীণ থেকে প্রবীণতম হয়েছি তারাও ভাগীদার হয়েছি এই সুনাম ও সমৃদ্ধির। দেশে-বিদেশে যেখানেই কোন শিক্ষাকার্যক্রমে অংশ নিয়েছি সবখানেই নিজ প্রতিষ্ঠানের নাম উচ্চারণ করেছি সগর্বে সপ্রতিভ ভঙ্গিমায়। নিজেকে ধন্য মনে হয় যখন বিদেশের মাটিতে বসে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কো-অর্ডিনেটর পুরো কোহোর্টের সামনে বলেন, "Your College is a specialized & extraordinary institution" তখন সত্যিই গর্বে এবং অহংকারে বুক ভরে যায়। আজকের এই অবস্থানে আসতে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ ছয় দশক (ষাট বছর)। এই পথ চলায় হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। সিসিপিসির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হলেও প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের শুরু হয় শুধু স্কুল সেকশন দিয়ে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এর কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই পরিবর্ধন ও সংযোজনের ধারায় ১৯৯১ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ স্যার এবং জি টু এডুকেশন মেজর নজরুলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খোলা হয় কলেজ সেকশনের কমার্স শাখা বা বাণিজ্য শাখা। যার অনুমোদন পাই ২৮/০৭/১৯৯৩ ইংরেজি তারিখে তৎকালীন কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে। যা কিনা প্রতিষ্ঠাকালের ঠিক ত্রিশ বছর অর্থাৎ তিন দশক পরের সংযোজন। সেই সাথে বাণিজ্য শাখার ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে আমার যোগদান হয় ১৯৯২ সালের ০১ জুলাই তারিখে। সেই সময় আমি, ফোরকান স্যার (হিসাববিজ্ঞান), রফিকউল্লাহ স্যার (পরিসংখ্যান) এ তিনজনই মূলত বাণিজ্য শাখার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হই। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো ভার্সিটিতে আমরা তিনজনই ছিলাম

ব্যাচমেট। সিপিএসসিতে (তৎকালীন) এসে হয়েছিলাম বন্ধুপ্রতিম সহকর্মী। আমাদের শতকাজের ভিড়েও আমরা খুব এনজয় করতাম সিপিএসসির কর্ম পরিবেশ। তখন ছিল সবাই আমার সিনিয়র আর আজ সিসিপিসিতে সবাই আমার জুনিয়র। প্রায় ত্রিশ বছরের পথ পরিক্রমায় কখন যে নবীনতার ছাপ মাড়িয়ে প্রবীণতম হয়েছি পিছন ফিরে তাকালে তা সবটাই গল্প মনে হয়। যে দিন প্রথম যোগদান করতে আসি সেদিন দু'জন ব্যক্তিকে দেখে অভিভূত হয়ে গেছি তাঁদের মার্জিত ব্যবহার, সৌম্য, কান্তি ও পোশাক পছন্দ দেখে। তঁদের একজন হলেন পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত সৈয়দ আজগর হোসেন স্যার এবং দ্বিতীয় জন হলেন আর কেউ নন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব জি জে এন মুর্শিদ স্যার। উনাদের দেখে আমার সেদিন মনে হয়েছিল এতদিন যত লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে তাদের তুলনায় এনারা একটু আলাদা। প্রিন্সিপাল হিসেবে মুর্শিদ স্যার যেমন ছিলেন কঠোর আবার তেমনি অসাধারণ। অভিভাবক হিসেবেও আমি তাঁকে পেয়েছি অনন্য হিসেবে। স্যারের কাছ থেকে আমি শিখেছি অনেক। শুধু আমি কেন আমরা যারা স্যারের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত তারা কখনও স্যারের নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা ভুলিনি এবং ভুলবোও না। স্যার আপনি যেখানেই থাকবেন আল্লাহ আপনাকে যেন খুব ভালো রাখে, শান্তিতে রাখে। আমার মনে পড়ে আমাদের নিয়োগের সময়ই শিক্ষকদের পরিবারের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ (প্রায় ১২/১৪ পাতা) লিখে জমা নিতেন স্যার। সেই সুবাদে একজন শিক্ষকের প্রায় চৌদ্দপুরুষের ইতিহাস জানা থাকতো কর্তৃপক্ষের। এই কাজটা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। আমার মনে হয় ভালো অভ্যাস বা কাজগুলো প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখাই ভালো। এই প্রতিষ্ঠানে আমি এ পর্যন্ত পনেরো জন অধ্যক্ষকে পেয়েছি। উনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি ভালো জিনিসটা শেখার চেষ্টা করেছি। এটা বলতে দ্বিধা নেই প্রতিটা মানুষই স্বমহিমায় মহিমান্বিত। আমাদের উচিত লোকের ভালোটাকে গ্রহণ করা।

সিপিএসসিতে যেদিন প্রথম শ্রেণিকক্ষে আমাকে পাঠদানে পাঠানো হলো, আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে ঢুকে পাঠদান করতে করতেই মনে মনে শপথ নিয়েছি এই প্রতিষ্ঠানে যদি থাকি তবে অনতিবিলম্বে আমাকে পাসকোর্স চালু করতেই হবে। কারণ হলো আমি এ কলেজে যোগদানের আগে অন্য একটি কলেজে (আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ) ১ বছর ৬ মাস শিক্ষকতা করে এসেছি। সেখানে আমার নিয়োগই ছিল বিকম পাস কোর্সের শিক্ষক হিসেবে। যখন সিপিএসসিতে প্রথম দিনই আমাকে পাঠানো হলো ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ দানের জন্য তখন আমারতো বোধগম্যই হয়নি কি হচ্ছে এসব। ক্লাস শেষে তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল আবদুল মতিন স্যারের সাথে দেখা করলে তখন স্যার জানালেন এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনেকটা ক্যাডেট কলেজের মতো। কলেজ শিক্ষকরা সকলেই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শ্রেণিতে পাঠদান

করে থাকেন। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলাম। কী আর করা, কারণ আমার লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক ও ডেমোনেস্ট্রেশন সব একদিনেই হয় এবং সেই দিনই নিয়োগপত্রও দিয়ে দেন। যেই দিন যোগদান করি তার পরদিন পূর্ববর্তী কলেজ থেকে অব্যহতি পত্র এনে জমা দিতে হয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। আমার শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে উঠেপড়ে লাগি উচ্চ মাধ্যমিক বিকম পাসকোর্স খোলার জন্য। অবশেষে ১৯৯৫-৯৬ সেশন থেকে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ হয় উন্নয়নের আরেকটি ধাপ।

প্রথম ব্যাচ থেকে কোনো ছাত্র মেধা তালিকায় স্থান পায়নি সেই ফলাফল দেখে আমি কেঁদেছিলাম অনেক। কারণ এর আগের কলেজে আমার হাতে যে দুটি ব্যাচ আমি পড়িয়েছিলাম তাদের মধ্যে তিনজন বোর্ডের মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছিল, একেবারে নতুন কলেজ হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু সিপিএসসিতে প্রথম ব্যাচ মেধা তালিকায় না আসলেও দ্বিতীয় ব্যাচ থেকে ক্রমাগত শুরু হয় প্রতিবছর ২- ৪ জন করে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া। তৃতীয় ব্যাচ থেকে কাজী ফারহানা হক বাণিজ্য বিভাগে তদানীন্তন কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সেদিনও আমি কেঁদেছিলাম খুশিতে। এরপর থেকে বাণিজ্য বিভাগে ধারাবাহিকভাবে মেধাতালিকায় ১ম, ২য়, ৪র্থ বিভিন্ন পজিশনে বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের অর্জন এ প্রতিষ্ঠানকে এনে দিয়েছে সুনাম ও সুখ্যাতি। আমার মনে আছে তখন কমার্স কলেজ থেকে ছাত্ররা লুকিয়ে আমাদের কলেজে ক্লাস করতে আসতো। আমি দু-এক দিন লক্ষ করার পর যখনই ভাবছিলাম বিষয়টি প্রিন্সিপাল স্যারকে জানাবো ঠিক তখনই একদিন দেখি পিয়ন হুমায়ুন এসে আমাকে বলছে- স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আমিতো ভয়ে ভয়ে গেলাম স্যারের রুমে, (এখানে বলে রাখি, স্যার সালাম দিয়েছেন বললে, আমরা মনে মনে দোয়া-সুরা পড়ে স্যারের রুমে ঢুকতাম) তারপর স্যার একথা-সেকথা বলার পর বলা শুরু করলেন, ''ম্যাডাম অপনার ক্লাসে কি বহিরাগত কেউ বসে ক্লাস করে? আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? তখন আমি সাহস পেয়ে বলে ফেললাম - জি স্যার ২/৩ জন ছাত্রকে খেয়াল করলাম যারা রোল কল করার সময় কোনো রেসপন্স করেনি। তখন আমার সন্দেহ হয় (এ ঘটনার কিছুদিন আগে আমি আমার বড় ছেলের জন্ম হওয়ায় মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলাম)। তখন স্যার হেসে উঠে বলেছিলেন "ওরা অপনার ছাত্রদের কাছে গল্প শুনে আপনার ক্লাস করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি অনুমতি দিয়েছি।" কথাটি শুনার পর মনে মনে খুশি হলেও স্যারকে প্রকাশ করিনি।

এতসব কিছুর পরেও আমার মনে প্রায়ই বিকম পাসকোর্স খোলার স্বপ্নটা রয়েই গেল। উচ্চ মাধ্যমিকে দু'বার বোর্ডে প্রথম হওয়া এবং ক্রমাগত ভালো ফলাফলের

কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসকোর্স খুলতে আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। আমরা জাতীয় বিশ্বাবদ্যালয়ের ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষা বর্ষের অধিভুক্তির চিঠি পাই ০৮/০১/১৯৯৬ ইংরেজিতে। অবশেষে ১৯৯৫-৯৬ সেশনে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ হয় আরেকটি উন্নয়নের সোপান। সিপিএসসিতে প্রিন্সিপাল মুর্শিদ স্যারের হাতেই খোলা হয় স্নাতক পাসকোর্স শিক্ষা কার্যক্রম। সে আরেক যুদ্ধ, সেই সুবাদে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে একঝাঁক নবীন তরুণ শিক্ষক। আমার মনের আশাও পূরণ হয়। প্রতিটি শিক্ষকের চোখে-মুখে ভেসে উঠে আলোর ঝলকানি। কে না চায় তার উন্নতি? সেই থেকে দীর্ঘ আট বছর সাফল্যের সাথে স্নাতক শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম চলার পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তা বন্ধ ঘোষণা করতে বলা হয়। সেই সময়ে শেষ ব্যাচেও বিকম ও বিএ তে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমান ছিল। এটা হলো ২০০৪-২০০৫ সালের ঘটনা। আমরা ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিকম (পাস) কোর্সের অধিভুক্তি বাতিলের চিঠি পাই ০৮-০২-২০০৫ তারিখে। সেই সময় স্বল্প সময়ের জন্য হলেও (আটমাস) আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন ব্রিগেডিয়ার মাওলা স্যার। পরবর্তীতে স্যার ডিজি অব এডুকেশন হয়ে ঢাকা বদলি হয়ে যান। সেই সময় স্যারের নির্দেশনায় জনাব মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী স্যার ও কম্পিউটার অপারেটর আনোয়ার হোসেন-এর সহযোগিতায় আমরা চার বছর মেয়াদি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্মান শাখা এবং বিবিএ প্রফেশনাল খোলার জন্য কাগজপত্র তৈরি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করি। এখানে উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে সম্মান শাখা খোলার প্রস্তুতি নেয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া স্যার। অনার্স খোলার ব্যাপারে স্যারের আন্তরিকতাই আমাদের পথকে আরও সুগম করে দেয়। সেই দিনগুলোর কথা মনে করলে স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমি আর কম্পিউটার অপারেটর আনোয়ার হোসেন অনার্স ভবন-২ এর তিন তলায় কলেজ ছুটির পর কাজ শুরু করে রাত ১১:০০-১১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রমের ফর্ম ও কাগজপত্র তৈরি করতাম পরদিন আনোয়ার সেইসব কাগজপত্র নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রওয়ানা হতো। অপরদিকে ইউসুপ স্যার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে ভর্তি কার্যক্রমের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে ছুটাছুটি করেছেন। ডিসেম্বর ২০০৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় টিম কলেজ পরিদর্শন করতে আসে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন টিমের প্রধান আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক জাহেদ হোসেন সিকদার স্যার পরিদর্শন কাজে আমাদেরকে ব্যাপক সহযোগিতা করে। পরিদর্শন রিপোর্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়ার পর ২০০৫ এর প্রথম দিকে অধিভুক্তির আপডেট নেয়ার জন্য অনেক

বার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় ইউসুপ স্যারকে। পরবর্তীতে অধিভুক্তি পেতে দেরি হওয়ায় তৎকালীন অধ্যক্ষ কর্নেল শাহ মর্তুজা আলী স্যারের নির্দেশে তিনি একবার এক সপ্তাহের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। স্যারের প্রতিদিনের কাজ ছিল সকালে জাবি'তে গিয়ে সারাদিন বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরাঘুরি করে বিকালে অধ্যক্ষ মহোদয়কে রিপোর্ট করা। ইউসুপ স্যার সারাদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করতেন। এভাবে অবশেষে রবিবারে গিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবস্থান করে দুটি বিষয়ে অধিভুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন পত্র নিয়ে চট্টগ্রাম ফেরৎ আসেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে অধিভুক্তির জন্য প্রতি বছর ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো জাবি'তে বিবিএ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধিভুক্তির আবেদন জমা দিতে যাই ১৯ অক্টোবর ২০০৪ সালে। কলেজের কম্পিউটার অপারেটর মো. আনোয়ার হোসেনসহ ইউসুপ স্যার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে জানতে পারলেন আবেদনের তারিখ পার হয়ে গেছে এখন জমা নেয়া হবে না। এ কথা শোনার পর হতাশ হয়ে গেলাম। কলেজ পরিদর্শন দপ্তর বলল আবেদন কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অনেক দপ্তরে যোগাযোগ করে কোনো সদুত্তর না পেয়ে পরের দিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে একজন সহকারী রেজিস্ট্রারের পরামর্শে জাবি প্রধান ফটকে সুন্দরবন কুরিয়ারের একটা অফিসে গিয়ে কুরিয়ারের মাধ্যমে আগের তারিখে রিসিভিং দেখিয়ে অধিভুক্তি আবেদনপত্রটি কুরিয়ার সার্ভিস-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সেই স্মৃতিগুলো মনে করলে এখন অবাক লাগে। সত্যিই ইচ্ছা থাকলে বেশি মানুষ লাগে না। সত্যিকারের সদিচ্ছাই এনে দিতে পারে বিরাট সাফল্য। আমাদের রাতদিনের কষ্টের ফসল আজকের এই সম্মান শাখা বা অনার্স সেকশন। প্রথম ব্যাচ অনুমতি দেরিতে পাওয়ার কারণে আমরা তেমন ভালো ছাত্র নিতে পারিনি। দুই বিভাগেই ৪৯ জন করে ছাত্র ভর্তি হয়, তাও অনেকেই রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে। কিন্তু সেইসব শেষ লটের ছাত্র বা কুড়িয়ে পাওয়া (কারণ ততদিনে ভালো ছাত্ররা সব সরকারি বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে) ছাত্ররাই চতুর্থ বর্ষের শেষে চূড়ান্ত ফলাফলে গিয়ে দেখালো চমক। আর সেটা হলো প্রথম ব্যাচের ৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে শতভাগ পাশ এবং ১৩ জন ১ম বিভাগ বা ফার্স্ট ক্লাস (৬০%) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। সে সময় আমি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে থাকার পাশাপাশি ঐ ব্যাচের শ্রেণি শিক্ষকও ছিলাম। তখনকার ওই ফলাফল আমাদের এই সিসিপিসিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন অধিভূক্ত কলেজের কাছে সুপরিচিতি এনে দেয়। কারণ ওই বছর সারাদেশে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১ম শ্রেণি পাওয়ার শতকরা হার খুবই কম ছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সম্মান শাখার দুই বিভাগের ফলাফলই বেশ কয়েকবার সারাদেশে প্রথম বা

যুগ্মভাবে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে আসছে। এ বছর করোনাকালীন সময়েও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শতভাগ ছাত্র সিজিপিএ তথা তারও বেশি পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। যা সারাদেশের ফলাফলের বিচারে খুবই বিরল একটি ফলাফল। আমরা যারা এই ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা সকলেই ভীষণভাবে গর্বিত মনে করছি নিজেদেরকে। একটাই চাওয়া এ ফলাফল যেন অক্ষুণ্ন থাকে আগামীতেও।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক সময়কার ছাত্রী হিসেবে এবং বর্তমানে দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর (পূর্বের কলেজসহ) শিক্ষকতা করে চাকুরিজীবনের শেষ প্রান্তে এসে আব্রাহাম মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের শেষ সোপানে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে। এই শেষ সোপান হলো আত্মপূর্ণতা। আমাকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়ার আগে পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় সভাপতি আমার সাক্ষাৎকার নেন, সেদিন প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য আর কী করা যায় জানতে চাইলে আমি শুধু একটি প্রস্তাবনাই দিয়েছিলাম। আর সেটি হলো প্রতিষ্ঠানে এমবিএ কোর্স চালু করা। যা কিনা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এনে দিবে পরিপূর্ণতা। সেই ক্ষেত্রে আমার সাথে সাথে অন্যান্য সহকর্মীদের স্বপ্নেরও বাস্তবায়ন হবে। তবে আমাদের এই স্বপ্ন আজকের নয়, এমবিএ কোর্স চালু করার পরিকল্পনা শুরু হয় ২০১২ সাল থেকে। আমরা এমবিএ কোর্স নিয়ে কাজ শুরু করি মূলতঃ ২০১৫-১৬ থেকে। এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অনার্স সেকশনের ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের ৭৪তম সভায় আইটেম-১৫ (তারিখ ০৮/০৬/২০১৬) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিএ (প্রফেশনাল) কোর্স খোলার অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এমবিএ কোর্সের জন্য জাবি'র প্রতিনিধির অনুমোদনক্রমে শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত বইসহ সেমিনার তৈরি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের ২১/০৩/২০১৭ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এমবিএ কোর্সের জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিগত ১১/১১/২০১৮ তারিখে জাবি'র অধিভুক্তি কমিটির ৮৫তম সভার অনুমোদনক্রমে এমবিএ (প্রফেশনাল) কোর্স খোলার প্রাথমিক অনুমোদ প্রদান করে। সেই অনুমোদন পত্রে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও সভাপতি মহোদয়ের যৌথ স্বাক্ষরে অঙ্গীকারপত্র, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল মূল সনদ ও অধিভুক্তি ফি প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি ফি জমা দিয়ে এমবিএ কোর্স চালুকরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়নের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ আমরা সফল হবোই এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং এটা চাকুরিকালের আমার শেষ স্বপ্ন। এমবিএ কোর্স চালু করার ব্যাপারে আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল

আবু নাসের মো. তোহা স্যার। স্যারের ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণেই আমরা এমবিএ কোর্স চালু করার পথে অনেক দূর এগিয়ে যাই। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম বিভিন্ন কারণে স্থবির হয়ে পড়ে। আমাদের বর্তমান সভাপতি মহোদয় এবং অধ্যক্ষ মহোদয়ের পূর্ণ সহযোগিতার কারণে আমাদের এই স্বপ্ন চূড়ান্তরূপ পেতে যাচ্ছে, ইনশাল্লাহ। আমরা অচিরেই সেই স্বপ্নচূড়ায় উন্নীত হতে পারবো। আমি আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয়কে কয়েকদিন আগেই কাজের ফাঁকে বলেছিলাম ''স্যার আমি থাকতেই এই স্বপ্ন যেন চূড়ান্ত রূপ পায়''। Sir it's my dream project. আশা রাখি আমাদের এ স্বপ্ন যেন বাস্তব রূপ পায়। সিসিপিসি যেন শুধু বিভাগেই পরপর চার বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে থেমে না থাকে। ক্রমাগত পুরো দেশে এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সুখ্যাতি। সিসিপিসি "We are the best" এই স্লোগান যেন অক্ষুণ্ন থাকে আজীবন।

লেখক: উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৯২ থেকে অদ্যাবধি।

মনে পড়ে

অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য এটি একটি বিশাল ঐতিহ্যের এবং গৌরবের বিষয়। এ মহান প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় প্রায় আটাশ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। চলার পথের নানা স্মৃতি আজ মনের দরজায় ভিড় জমিয়েছে। সব স্মৃতির কথা বলতে গেলে দীর্ঘ ইতিহাস হয়ে যায়।

সংক্ষেপে দু'একটি কথা উল্লেখ করতে চাই, এইচএসসি ৮৫ ব্যাচের প্রিয় ছাত্র আলি আজমের কথা মনে পড়ে। আলি আজম যেমন মেধাবী তেমনি দুরন্ত ছিল। খেলাধুলায় ছিল কলেজে সেরা। নেতৃত্বগুণ ছিল প্রশংসনীয়। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোন ঘাটতি ছিল না। আলি আজম বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে আজ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। যখন ফোনে কথা হয় মনে হয় আলি আজম এখনও যেন ৮৫ ব্যাচের ছাত্রটি। একই ব্যাচের মেধাবী আলেয়ার কথা মনে পড়ে। সে বর্তমানে সরকারি সিটি কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। আলেয়ার মেয়ে রেহনুমা ২০১৩ এর এইচএসসি পরীক্ষার্থী, মেধায় আলেয়ার মতো না হলেও রেহনুমার মাঝে আমি মেন্ডেলের জিনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বেড়াই এবং তথ্যটির বাস্তবতা খুঁজে পাই। মনে পড়ছে অনেক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীর কথা। যারা বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী হিসাবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রিয় প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের সুনাম ও গৌরব বৃদ্ধি করছে। নব্বই এর প্রথম দিকে দশম শ্রেণির ছাত্রদের দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে। ইসলামিয়াতের শিক্ষক মুজিবুর রহমান স্যারের ক্লাসে জীববিজ্ঞানে ব্যবচ্ছেদের জন্য আনা জীবিত কুনোব্যাঙ ছেড়ে দিয়ে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল সেই কথা অনেক সময় মনে পড়ে। এরকম কত কথা এখনও মনে নস্টালজিয়া তৈরি করে।

এ প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য কৃতি মানুষ তৈরির বিশাল কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করতে পেরে গর্বিত মনে হয়।

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান প্রাক্তনদের অনেকের সাথেই মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবো, এটাই কামনা করছি।

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা-২০১৮

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ১৮ জুলাই ১৯৮৪ থেকে ২৩ মার্চ ২০১৬।

Covid-19
New Normal & CCPC

Colonel Mohammad Moniruzzaman, PSC

The current pandemic situation caused by Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is globally known as Coronavirus pandemic, in short, COVID-19 Pandemic. Identified first in Wuhan, China in December 2019, it spread very fast throughout the world and was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) in March 2020. As of 13 November 20, the number of confirmed cases due to COVID-19 reached more than 52.6 million with 29 million deaths globally. The first three cases were reported in Bangladesh on 08 March 2020 whereas the first death on 19 March 2020. As of November 2020, the number of confirmed cases in Bangladesh crossed 427 thousand, and confirmed death cases reached more than 6100.

The pandemic has not only led to a dramatic loss of human lives worldwide but also presented an unprecedented challenge to public health, the food system, and the world of work. The economic and social consequences of the pandemic are beyond imagination. It has put tens of millions of people at the risk of extreme poverty; millions of enterprises are fighting for existence.

One of the hardest-hit sectors in this pandemic is the education sector . The COVID-19 pandemic has affected educational systems worldwide, leading to near-total closures of schools, colleges and universities. Chattogram Cantonment Public College (CCPC), one of the best educational institutions in the country, actually tried its best to adapt to the changed scenario and adopted several actions so that the students get a quality education.

COVID-19 mainly spreads through the air, when people are near to

each other, primarily via small droplets or aerosols, as an infected person breathes, coughs, sneezes, or speaks. It can spread as early as two days before the infected person shows symptoms (pre-symptomatic) and from asymptomatic (no symptom) individuals. People remain infectious for up to 10 days in moderate cases, and two weeks in severe cases. Common symptoms include fever, cough, fatigue, breathing difficulties, and loss of smell and taste. Complications of it may include pneumonia and acute respiratory distress syndrome. Several vaccines being in the process of development, there is actually no specific antiviral medication.

So, currently the treatment is mainly symptomatic. (Source: Wikipedia)

With the breakout of the COVID-19 pandemic, people around the world started taking some protective measures at individual ends to remain safe. These protective measures include social distancing (keeping at least 6-foot distance between two persons), wearing masks, washing hands frequently, avoiding touching face (eye, nose, and mouth) with unwashed hands, covering coughs and sneezes, avoiding crowded places and limiting time in enclosed spaces, disinfecting touched objects and surfaces at regular interval and finally isolating yourself from others if feeling unwell and seeking care, if needed. Governments around the world also imposed a curfew and complete lockdown to enforce practicing these protective measures by the people and minimize the risk of spreading the infection.

Again long-term lockdown takes a heavy toll on the economy of the country. When the economy can no longer afford to keep the businesses and work close, people start to come out into the streets. Businesses and transportations start to normalize. It increases the risk of COVID-19 pandemic transmission. To keep the transmission surge under control, it is expected that the people would abide by all the protective measures mentioned previously. Of late, the term `New Normal' has become a buzzword. New Normal is a state to which human behavior, economy, society, et cetera settle following a crisis. Practicing the protective measures at the individual end and adhering to the health advisories while going out is often referred to as New Normal. People should understand that the pandemic has not ended yet and the risk of getting infected is more in the public. The new normal attributes would remain in

place so long as there is an effective vaccine available for all the people and there is herd immunity in the community. Hence all should understand and follow the new normal guidelines and make these practices part of daily lives.

When the world was experiencing the start of the pandemic, most government decided to close the education institutions in an attempt to reduce the spread of COVID-19. Bangladesh followed suit and declared the closures of all educational institutions on 17 March 2020. An uncertainty actually prevailed as to when the institutions would reopen with no defined timeline of reopening in the vicinity, the CCPC authority was in a dilemma as to how the educational curriculum could be started. Though the Department of Secondary and Higher education (DSHE) Ministry of Education started the digital class 'Amar Ghore Amar School' (আমার ঘরে আমার স্কুল) for the students of class 6 to 10 on Sangshad Bangladesh Television from 29 March 2020, it was found to be inadequate and CCPC felt the necessity of incorporating additional academic activities for the students.

In late March 2020, CCPC was actively considering starting academic activities on a digital platform, where maximum students would participate. Several options were open regarding the modus operandi of the academic activities before the authority. The options were; firstly, conducting the online class on the Zoom platform. Secondly, making small videos on the lesson topics and then uploading those on either Youtube or WhatsApp group of the class. There was an apprehension of less participation in the online class on Zoom as it requires the availability of smart devices, such as laptops, tablets, or smartphones, and the participants are to be online during the whole duration of the class. It also consumes more data. On the other hand, making and uploading a video on either YouTube or WhatsApp would certainly cost less as the participants do not have to remain online throughout the tenure of the class. CCPC finally decided to conduct online classes on Zoom from class 5 to 12 at the first go, and subsequently for the undergraduate level students as well. The reason behind this was that online class on Zoom is interactive, and the participants can communicate among themselves. Both the teacher and the students feel that they are in their regular classrooms. But it was understood that the teachers should be adequately conversant with the Zoom

app before the class commenced. Accordingly, two separate training sessions on the Zoom app were organized, one each for the teachers of college and school sections. With only two days of online training, all the teachers got workable knowledge and were confident in taking classes on the Zoom app.

College section first started taking online classes on Zoom from 04 April 2020 for the students of class 12. The students' participation gradually increased and within two to three weeks, more than 80 percent of students joined the class. The class continued till mid-November and almost all the syllabuses of the higher secondary level were completed in due time. As per the direction of the National University, classes of undergrad students started from 09 May 2020. Students of class 11 joined the online class from 01 October 2020 immediately after their admission to CCPC. To retain the maximum participation of the students in online classes, teachers had to establish extensive communication with the guardians. It was felt that some forms of examinations were required to understand the level of knowledge of the students gained on the subjects. The first multiple-choice question (MCQ) test was conducted on Google form from 13 August 2020 for class 12 students. Later, more MCQ tests were conducted for them. The first special test containing both subjective and objective portions would make place from 16 November 2020 for class 12.

On the other hand, the first online class in the school section started on 08 April 2020 for the students of class 8, 9 and 10 on Zoom. Subsequently of classes 5, 6 and 7 also joined Zoom class from 02 May 2020. It was felt that the Zoom class would not be feasible for the students of class 4 and below. However, CCPC did not forget the students of Nursery to class 4 and a different approach was planned for them. Small videos containing the lessons were uploaded in their respective WhatsApp group by the class teachers and guardians were briefed to take care of them. This method proved to be very effective for those minor students. It was discouraged to conduct half-yearly examination for the students by DSHE, so detailed homework was given to all the students covering the syllabus for the particular class. Later, it was decided to conduct MCQ based test for the school section also and the first test was conducted from 07 September 2020 for the students of class 5 to 10 using Google form. Second round of tests was conducted from 01 October 2020 using the same platform. A subjective test was

conducted for the students of class 10 using Google classroom from 07 November 2020.

It was felt that the students got bored doing the online classes only. Hence CCPC organized different online co-curricular competitions; such as cultural competition, math olympiad, quiz competition, et cetera very successfully. It also telecast a live program on National Mourning Day using Zoom and Facebook live. A separate live program was also organized on freshers' reception for the students of class 11. CCPC feels that these online programs actually broke the monotony of the class activities and instilled zeal and enthusiasm in all its members. This is how CCPC adopted its new normal during this COVID-19 pandemic.

It is still very much uncertain when the COVID-19 pandemic would end and when an effective vaccine would be available for all. Till then, it is expected that all would follow the new normal guidelines and health advisories and remain safe. CCPC would also continue with its new normal educational activities to keep its students better prepared for the future.

References:

a) COVID-19 Pandemic, Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki /- COVID-19_pandemic
b) COVID-19 Pandemic in Bangladesh, Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/COV- 10-19 _pandemic_in_Bangladesh
c) COVID-19:'New Normal'; Retrieved from: https://www.who.int/westernpaci-fic/emer-gencies/covid-19/information/covid-19-new-normal
d) Impact of the COVID-19 Pandemic on Education, Retrieved from: http://en.wiki-pedia.org/wiki/impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_education
e) The New Normal and Coronavirus; Retrieved from: https://www.hopkinsme dicine.org/ health/ conditions and diseases/coronavirus/coronavirus-new-normal
f) The New Normal: Retrieved from: https://www.moreincommon.com/newnormal

Source of the Write-up : Giriprova-2020

Writer: Former Principal. Term of Office: 16 February 2018 to 24 February 2021.

ভালো মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা (অব.), বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ (সিসিপিসি) "আল্লাহ আমায় জ্ঞান দাও" এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে ১৯৬১ সালে যাত্রা শুরু করে। ভালো মানুষ গড়ার প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে চলা এ প্রতিষ্ঠানটি আজ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ এ প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হয়। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে নার্সারি থেকে অনার্স পর্যন্ত শ্রেণি কার্যক্রম যেখানে চার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য ভালো মানুষ গড়া। যা অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয়: শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা। প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ডে এ তিনটি বিষয়ের পরিপূর্ণ অনুশীলন ও সার্বক্ষণিক চর্চার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সিসিপিসি পরিবার।

শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রমকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। এর একটি পাঠ্যক্রম, অন্যটি সহপাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রম হলো শ্রেণির সিলেবাসভুক্ত বিষয়সমূহ যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যক্রম এবং এর উদ্দেশ্য হলো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জন ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণেরর রাজ্যে ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সনদ অর্জন। এ অধ্যয়ন প্রক্রিয়ায় ফলাফলের চেয়েও মৌলিক বিষয়ে সঠিক ধারণা পাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আধুনিক উপায়ে পাঠদান করে থাকেন। বছরের শুরুতেই সারা বছরের কার্যক্রমের ওপর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয় এবং প্রতিটি ক্লাসের প্রতিটি বিষয়ে সিলেবাস নির্ধারণ করা হয়। এ দুটির সমন্বয়ে শ্রেণি শিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক পাঠ বিভাজন প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিটি ক্লাসে

নির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনাসহ পাঠদান করেন। পাঠদান শুরুর পূর্বে শিক্ষকগণ প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করার চেষ্টা করেন যে, শিক্ষার্থীবৃন্দ নির্দিষ্ট পাঠটি পড়ে এসেছে কি না। নির্দিষ্ট পাঠটি দুই-তিন ভাগে ভাগ করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রয়োজনে বিরতি পেয়ে সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে পারে। যা পড়ানো হয় তা অবশ্যই চার্ট, কাট মডেল অথবা মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশনের মাধ্যমে দেখানো হয়। কনফুসিয়াসের দর্শন "I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand" এর মর্মকথাকে প্রতিষ্ঠানে প্রায়োগিক দিক থেকে অনুসরণের চেষ্টা করা হয়। শ্রেণিকার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে অষ্টম শ্রেণি থেকে অনার্স পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে। জুনিয়র সেকশনের ক্লাসগুলোর জন্য স্থাপন করা হয়েছে পৃথক দু'টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর রুম। কলেজ ও অনার্স পর্যায়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সুবিধার্থে অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম চালু রয়েছে। ক্লাস পরিচালনার সময় পঠিত অংশের বাস্তব উদাহরণ দেয়া হয় এবং বাস্তব জীবনে এসবের প্রয়োগ দেখানো হয়। ক্লাস শেষে পঠিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ উল্লেখপূর্বক পরবর্তী দিনের পাঠ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় এবং বাড়ির কাজ প্রদান করা হয়। বাড়ির কাজ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ পাঠের ঐদিনের নির্ধারিত অংশটি পুনরায় পাঠ করতে বাধ্য হয়। কোনো বিষয়ের বাড়ির কাজ এমনভাবে প্রদান করা হয় যেন তা সম্পন্ন করতে ত্রিশ মিনিটের বেশি সময় না লাগে এবং একজন শিক্ষার্থী যাতে তার সমস্ত পড়াশুনা শেষ করে রাত এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়, তারা যেন প্রাত্যহিক পড়াশুনার জন্য নিয়মিত সন্ধ্যায় পড়তে বসে এবং রুটিন অনুসরণ করে সেদিনে যা পড়ানো হলো সে অংশটুকু যেন পরীক্ষা দেয়ার মতো করে প্রস্তুত করে। একই সাথে পরবর্তী দিনে পাঠের যে অংশগুলো পড়ানো হবে বাসায় যেন তা পাঠ করে, যাতে পরবর্তী ক্লাসে পাঠসমূহ ভালোমতো বুঝতে পারে এবং না বুঝা অংশগুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। অন্যান্য ক্লাসগুলোতে ফলাফলের চেয়ে বিষয়টি সঠিকভাবে বোধগম্য হয়েছে কি না তাতে গুরুত্ব দেয়া হলেও পঞ্চম, অষ্টম, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির যথাক্রমে পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি'র ফলাফলকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এর জন্য সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সিলেবাস সম্পন্ন করা হয়। এরপর "দুই সপ্তাহে তিন বিষয়" পদ্ধতিতে বিশেষ কোচিং ও মডেল টেস্টের মাধ্যমে সকল বিষয়ের পাঠকে বার বার পুনরালোচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে দুই সপ্তাহের জন্য তিনটি বিষয়, যার মধ্যে একটি কঠিন, একটি মধ্যম ও একটি সহজ নির্ধারণ করা হয়। প্রথম সপ্তাহে তিনটি বিষয়ে প্রতিদিন এক অথবা দেড়ঘণ্টা ব্যাপী তিনটি পিরিয়ডে পুনরালোচনা করা

হয়। রুটিনে প্রতিদিন প্রতিটি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট অধ্যায় উল্লেখ করে দেয়া হয়। নির্দিষ্ট ক্লাসের শুরুতে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের ওপর শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এরপর শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনরালোচনা করেন এবং শেষে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় অনুশীলন করানো হয়। এভাবে প্রথম সপ্তাহে তিনটি বিষয়ের পুনরালোচনা সম্পন্ন করা হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে ঐ তিনটি বিষয়ের ওপর সপ্তাহের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম দিনের মডেল টেস্ট গ্রহণ করা হয়। এ বিশেষ কোচিং এর মাধ্যমে সবগুলো বিষয়ে কোচিং এবং মডেল টেস্ট সম্পন্ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্বে দুই-তিনটি পর্বে বিশেষ কোচিং এবং প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে প্রস্তুত করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সকল বিষয়ে প্রতিটি অধ্যায় পাঠ শেষ হলে কুইজ টেস্ট গ্রহণ করা হয়। এতে শিক্ষার্থীবৃন্দ পড়াশুনায় নিয়মিত থাকে এবং এইচএসসি পরীক্ষার পর ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির জন্য যে ধরনের প্রশ্নপত্রের সম্মুখীন হবে তা দুই বছর ব্যাপী অনুশীলন করে। সকল বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিমিত অনুশীলনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে সকল সুবিধা সংবলিত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং স্কুল ও কলেজের জন্য পৃথক দুইটি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি। এছাড়াও স্কুল সেকশনের শিক্ষার্থীদের সুন্দর হাতের লেখা লিখন, নামতা মুখস্থ করা এবং বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের দুর্বলতা বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের হোয়াইট বোর্ডে প্রতিদিন অর্থসহ একটি ইংরেজি শব্দ লেখা হয় যা শিক্ষার্থীবৃন্দ সারাদিন চর্চা করে। এছাড়াও ইংরেজি বলতে পারার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পাসে সকলের ইংরেজিতে কথা বলা আবশ্যিক করা হয়েছে।

সহপাঠ্যক্রম শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । সহপাঠকার্যক্রম একজন শিক্ষার্থীকে জোগায় সাহস, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, যোগাযোগ ও যেকোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং সর্বোপরি পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের দক্ষতা। প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে সহপাঠকার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত গুণাবলি বা যোগ্যতাগুলো ছাড়া পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান মূল্যহীন। ফলে এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের সাথে নানাবিধ সহপাঠকার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে এসব বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সহপাঠকার্যক্রম ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির একজন ছাত্র 11th Asian Pacific Astronomy

Olympiad 2015 এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। দ্বাদশ শ্রেণির তিন জন ছাত্র 5th National Earth Olympiad 2016 এ জাতীয় পর্যায়ে প্রথম, দশম ও একাদশ স্থান অধিকার করে এবং দুইজন জাপান গমন করে 10th International Earth Scienec Olympiad 2016 এ অংশ নিয়ে দু'জনই ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। অপরদিকে দ্বাদশ শ্রেণির তিনজন ছাত্র 11th National Astronomical Olympiad 2016 এ অংশ নিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও আঠারতম স্থান অধিকার করেছে এবং ডিসেম্বর ২০১৬ তে 10th International Olympiad on Astronomy and Astro Physics 2016 এ অংশ গ্রহণ করার জন্য ভারত গমন করবে। এছাড়া যুক্তরাজ্যভিত্তিক কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলের জন্য আয়োজিত "International Inspire-Aspire Poster Competition 2016" এ বাংলাদেশের প্রথম তিনটি অবস্থান অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানের কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ। "Queen's Commonwealth Eassy Compitition 2016"-এ অংশ নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের দুই জন স্বর্ণ, একজন রৌপ্য ও চার জন ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানে বিএনসিসি'র মোট তিনটি প্লাটুন রয়েছে। এর মধ্যে স্কুল শাখায় একটি জুনিয়র প্লাটুন এবং কলেজ শাখায় একটি পুরুষ প্লাটুন ও একটি মহিলা প্লাটুন রয়েছে। প্রতি বছর এ প্রতিষ্ঠানের সেরা বিএনসিসি ক্যাডেটবৃন্দ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ভ্রমণে যাচ্ছে। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের রেডক্রিসেন্ট, রোভার স্কাউট, রেঞ্জার, বয়েজ স্কাউট, গার্ল গাইডস, কাব স্কাউট ও হলদে পাখি সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় শিক্ষাপ্তাহ ২০১৬-এ প্রতিষ্ঠানের রেঞ্জার গ্রুপ দেশের সেরা রেঞ্জার গ্রুপ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের ক্লাব কার্যক্রম চালু আছে। এক ধরনের ক্লাব কার্যক্রম শ্রেণিভিত্তিক ও চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং একাদশ শ্রেণির জন্য আবশ্যক। এ ক্লাব কার্যক্রমটি শিক্ষকদের দ্বারা সুনির্দিষ্ট রুটিন ভিত্তিতে পনেরো দিনে একবার পরিচালিত হয়। অন্য ক্লাব কার্যক্রমটি কেন্দ্রীয়ভাবে সকল শ্রেণির শুধু আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তারা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। উভয় ধরনের ক্লাবে বিতর্ক, বিজ্ঞান, কুইজ, গণিত, সংগীত ও নৃত্য, সাংস্কৃতিক, ফটোগ্রাফি, চারু ও কারুকলা, কম্পিউটার ও কোরআন শিক্ষা ক্লাব অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি তৃতীয় ভাষা হিসেবে ফরাসি ভাষা শিক্ষার জন্য স্থানীয় আঁলিয়াঁস ফ্রাঁসেস এর তত্ত্বাবধানে এ প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে একদিন ফ্রেন্স ল্যাংগুয়েজ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রথম ব্যাচের আঠারো জন শিক্ষার্থী সফলভাবে লেভেল-২ পরীক্ষা পাশ করে লেভেল-৩ তে অংশ গ্রহণ করছে এবং দ্বিতীয় ব্যাচের প্রায় আশি জন শিক্ষার্থী লেভেল -১ এ অংশ নিচ্ছে। নিজের বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন

জরুরি বিধায় পনেরো দিনে একবার বক্তৃতা অনুশীলন সকলের জন্য আবশ্যিক করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় সকল শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বছরে কমপক্ষে একবার নির্ধারিত বক্তৃতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও বিতর্কে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণের জন্য পনেরো দিনে একবার শ্রেণিভিত্তিক লাইব্রেরি ক্লাস রাখা হয়েছে। এজন্য নার্সারি হতে অনার্স শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী উপযোগী প্রায় বারো হাজার বই সংবলিত একটি সুসজ্জিত বিশাল লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ষষ্ঠ শ্রেণির উওপরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য "বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র" এর বইপড়া কর্মসূচি প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে, যেখানে সকল শিক্ষার্থী বছরে ষোলটি বই পাঠ করছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বইপড়া কার্যক্রম প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য চালু আছে যেখানে তারা বছরে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত চারটি বই আবশ্যিকভাবে পাঠ করে থাকে। ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত বইপড়া কর্মসূচি প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুকুমারবৃত্তি ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য এ প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক "Connecting Classroom" কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেখানে যুক্তরাজ্য থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ এসে অংশগ্রহণ করে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক "Duke of Edinburgh International Award Program" নামক আত্মোন্নয়নমূলক এবং নেতৃত্ব অনুশীলনমূলক কার্যক্রমটি এ প্রতিষ্ঠানে চালু আছে। "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল" বিধায় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের জন্য অতি আবশ্যকীয় একটি বিষয়। কোনো কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পনেরো দিনে একবার দুই পিরিয়ড এবং কোনো কোনো শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহে একবার এক পিরিয়ড খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা ভিন্ন দু'টি মাঠে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানে সুসংগঠিতভাবে ছাত্রদের জন্য ফুটবল-কোচিং, ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের জন্য ক্রিকেট ও কারাতে-কোচিং চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমাদের আঠারো জন্য শিক্ষার্থী কারাতে প্রশিক্ষণে সবুজ বেল্ট, দশ জন কমলা বেল্ট ও দশ জন হলুদ বেল্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের ফুটবল ও ক্রিকেট দল শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ক্লাসের সাথে নিয়মিত প্রীতি ম্যাচ খেলছে এবং সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে। শীঘ্রই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য তায়কোয়ান্ডো কোর্স চালু করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য টেবিল-টেনিস, দাবা, কেরাম খেলার ব্যবস্থা সংবলিত ছেলে ও মেয়েদের জন্য দু'টি পৃথক কমন রুম চালু আছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা যাচাই ও বিকাশের জন্য এ প্রতিষ্ঠানে বছরে ষোলটি আন্তঃহাউজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেগুলো হলো- ব্যাটমিন্টন, ইন্ডোর গেম্স, ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, গণিত অলিম্পিয়াড, হাম্দ-নাত ও আজান, দেয়াল পত্রিকা, বিজ্ঞানমেলা, বক্তৃতা ও বিতর্ক, কুইজ, চারু ও কারুকলা, সাংস্কৃতিক, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও বার্ষিক ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা। এছাড়াও প্রতিবছর বার্ষিক পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের লেখনী প্রতিভার বিকাশের জন্য তাদের লেখা দিয়ে প্রতি বছর বার্ষিক কলেজ ম্যাগাজিন *গিরিপ্রভা* ও প্রতি তিন মাস পরপর কলেজের ত্রৈমাসিক পত্রিকা *গিরিবার্তা* প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার জন্য এবং নির্মল আনন্দের জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাসফর, পিকনিকের আয়োজন করা হয় এবং সকল জাতীয় ও বিশেষ দিবসগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের জন্য প্রতি বছর নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির সর্বমোট চব্বিশ জনকে স্কুল ও কলেজ লিডার, হাউজ লিডারসহ বিভিন্ন ধরনের নিয়োগ দেয়া হয়। বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের জন্য বছরের শুরুতে এবং মাঝামাঝি সময়ে যথাক্রমে স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের আয়োজন করা হয়, যেখানে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, এই সময়ের বিপদসমূহ ও তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় এবং ছেলেদের জন্য ইভটিজিং বিষয়ক আলোচনা করা হয়। প্রাইমারি সেকশনের শিক্ষার্থীদের জন্য দু'টি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় শিশুপার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

শৃঙ্খলাহীন প্রতিভা সমাজের কোনো ভাল কাজে না লেগে বরং তা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক হয়। তাই ভালো মানুষ গড়ার দ্বিতীয় বিষয় বিবেচনা করা হয় শৃঙ্খলাকে। শৃঙ্খলা ছাড়া ভালো মানুষ, ভালো পরিবার, ভালো সমাজ তথা একটি সুন্দর দেশ গড়া সম্ভব নয়। ভালো মানুষ তথা সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য এ প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত কঠোরভাবে শৃঙ্খলার মান বজায় রাখে। প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাসেম্বলি অথবা ফর্মমিটিংয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। তার পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের মূল ফটক বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আর কোনো শিক্ষার্থীকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। প্রতি সপ্তাহের রবিবার সম্মিলিত অ্যাসেম্বলি, সোমবার ও বুধবার কলেজ অ্যাসেম্বলি ও মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার স্কুলের অ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি দ্বারা অ্যাসেম্বলি পরিচালিত হয় যাতে সকলেই অ্যাসেম্বলি সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণি দ্বারা অ্যাসেম্বলি পরিচালিত হয় যাতে সকলে অ্যাসেম্বলি সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং অধ্যক্ষ প্রেষণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার কলেজের জন্য এবং সোম ও বুধবার স্কুলের জন্য অ্যাসেম্বলির পরিবর্তে ফর্মমিটিং অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মূল্যবোধ ও প্রশাসনিক বিষয়াদি আলোচনা করা হয়।

নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম, চুল ও নখকাটা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সিনিয়র ভাই বোনদেরকে সালাম প্রদান আবশ্যক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গড়ে ওঠার জন্য প্রতি মাসে প্রথম বৃহস্পতিবার সকল শিক্ষার্থী "পরিচ্ছন্ন থাকি-পরিচ্ছন্ন রাখি" লেখা সংবলিত হাউজভিত্তিক গেঞ্জি পরিধান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং শ্রেণিকক্ষ, ওয়াশরুমসহ সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস পরিষ্কার করে। মাদক ও ধূমপানবিরোধী কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি মাসের একটি নিয়মিত কর্মসূচি। প্রতিটি শ্রেণিতে তিন মাসের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় যারা প্রতি মাসে প্রথম ফর্ম মিটিংয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত মাদক ও ধূমপানবিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করায় এবং সকল শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। এর মাধ্যমে সকলের মধ্যে মাদক ও ধূমপানবিরোধী মানসিকতা ও বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়। শৃঙ্খলা কমিটি ও পর্যবেক্ষক দল দ্বারা শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালীন কঠোরভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয় এবং যেকোনো শৃঙ্খলা পরিপন্থী ঘটনা ঘটলে তদন্ত সাপেক্ষে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

'Knowledge without character will destroy us'- মহাত্মা গান্ধীর এই অমর বাণীর আলোকে লক্ষ্য অর্জনের তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নৈতিকতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে "সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টির বাইরে কোনো কিছুই নয়, সকল ঘটনাই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাধীন এবং সৃষ্টিকর্তা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক"- এ তিনটি বিষয় সকল শিক্ষার্থীকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর "যার দ্বারা মানবতা উপকৃত হয় মানুষের মধ্যে সেই উত্তম" টমাস ফুলার এর "ধর্মের মূল কথাই হলো মানুষ হিসেবে মানুষের সেবা করা", এবং স্বামী বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যে জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর" অমর বাণীগুলো দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এ প্রতিষ্ঠানের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে "কখনো কারো কোনো ক্ষতি করবো না, দিনে একটি হলেও ভালো কাজ করবো।" এই স্লোগানটি সকালে অ্যাসেম্বলির শপথসহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের মুখে বার বার উচ্চারিত হয় এবং অনুশীলন করানো হয়। নৈতিকতা বা মূল্যবোধ অনুধাবন ও অনুশীলনের জন্য প্রতি সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট একটি বাণী সপ্তাহের বাণী হিসেবে প্রদান করা হয়। বাণীটি অধ্যক্ষ কর্তৃক রবিবারের অ্যাসেম্বলিতে ঘোষণা ও ব্যাখ্যা করা হয়। বাণীটি প্রতিটি ক্লাসে হোয়াইট বোর্ডে সপ্তাহব্যাপী লেখা থাকে এবং প্রতিদিনের প্রথম পিরিয়ডে শ্রেণিশিক্ষক সেই বাণীটি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দেয়ালে মনীষীদের ছবিসহ জীবনী এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও মনীষীদের নৈতিকতা বিষয়ক বাণী লেখা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে

হোয়াইট বোর্ডের ওপরে ঐ শ্রেণির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দশটি মূল্যবোধ বিষয়ক লেখাযুক্ত পোস্টার টাঙানো আছে, যা থেকে প্রতি ফর্ম মিটিংয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি শ্রেণির জন্য ঐ শ্রেণির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যবোধ বিষয়ক শিরোনাম তালিকা তৈরি করা আছে, যা থেকে ফর্ম মিটিংয়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্বাচিত একটি বিষয় আলোচিত হয়। মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়টিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয় এবং সকল কর্মকাণ্ডে উদাহরণসহ শিক্ষার্থীদের তা বুঝানো হয়। শিক্ষার্থীদেরকে "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করানোর জন্য দান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে চারটি বাক্স স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে লেখা আছে, তোমার অব্যবহৃত কাপড়/খেলনা/শিক্ষা সামগ্রী/ঔষধ দান করো। প্রতিমাসে একটি করে শ্রেণি এবং বিএনসিসি, রোভার, রেডক্রিসেন্ট ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দল কোনো বস্তি অথবা গরিব মানুষের বসতি এলাকায় সংগ্রহকৃত দ্রব্যাদি বিতরণের মাধ্যমে দান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও সপ্তম শ্রেণি থেকে সম্মান শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের একে একে বিশেষ শিশুদের প্রতিষ্ঠান 'প্রয়াস'-এ শিক্ষাসফর করানো হয়, যাতে সকলে অনুধাবন করতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা চাইলে তারাও দরিদ্র অথবা বিশেষ শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পারতো। তাদের প্রেষণা প্রদান করা হয় যেন এই বোধ থেকে তারা সকল দরিদ্র মানুষ ও বিশেষ শিশুদের সম্পর্কে সচেতন ও সমব্যথী হয়ে গড়ে ওঠে।

শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এ ত্রয়ীর সমন্বিত প্রয়াসে অর্জিত হতে পারে ভালো ফলাফল। এ বিশ্বাসকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানের প্রেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি শ্রেণির জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে অভিভাবক দিবসের আয়োজন করা হয়। তবে পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য প্রতিটি পরীক্ষার আগে ও পরে বিভিন্ন সময়ে একত্রে অথবা ছোট ছোট দলে বিভাজিত করে অভিভাবক দিবসের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্ত অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করেই গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় অভিভাবকদেরকে আহ্বান করে তাদের পোষ্য সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং সঠিক দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। প্রতিটি শ্রেণির দুর্বল শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। শ্রেণি শিক্ষকগণ নিয়মিত দুর্বল ছাত্রদের খোঁজ-খবর নেন এবং এর মাধ্যমে অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম সকলের মতামতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রেণি কার্যক্রম শেষে শিক্ষক সমন্বয় সভা এবং প্রতি তিন মাসে একবার কর্মচারী সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার

পরিবেশের মান্নোয়নের জন্য শিক্ষকের মান উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি বিধায় সরকার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকগণ প্রতি বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত শিক্ষক-প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। জ্ঞান আহরণ ও ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির সুবিধার্থে লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের এবং সকল শিক্ষক কক্ষে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে চিকিৎসা কেন্দ্র, ক্যান্টিন, পরিবহণ বহর, অভিভাবক বিশ্রামাগার, শিক্ষার্থী ছাউনি এবং সুপরিসর অডিটোরিয়াম। কলেজের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ দিয়ে শিক্ষার পরিবেশকে আরও সজীব করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রাপ্য সকল ধরনের ফলদ, বনজ, ভেষজ ও মসলা জাতীয় গাছ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল বাগান। শিক্ষার্থীদেরকে সৌন্দর্যপ্রেমী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে তৈরি করা হয়েছে বাহারি ফুলের বাগান।

শ্রীমদ্ভগবদ গীতায় উল্লেখ আছে, "জ্ঞান রূপ আগুন সকল কুকর্মকেই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে।" তেমনিভাবে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন, "জ্ঞান মানুষকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।" ভালো মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে সিসিপিসি তাই দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ধারণ করে তার মূল মন্ত্র "আল্লাহ আমায় জ্ঞান দাও।"

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০১৬

লেখক: অধ্যক্ষ (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ৬ জুন ২০১৫ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে আমার বর্ণময় ৩৩ বছর

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে ১৯৭৫ সালের ১০ জুন তারিখে স্কুল শাখায় আমি ঊর্ধ্বতন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। তখন জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমেদ অধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় একশতের কিছু বেশি ছিল। শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১২-১৪ জন। জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমেদের প্রচেষ্টায় পাবলিক স্কুলের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়।

বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিস সংলগ্ন স্কুলের মূল ভবন ও নার্সারি ব্লকের ভবন ছাড়া অন্য কোনো ভবনই তখন ছিল না। অধ্যক্ষ আশরাফ স্যার পাকিস্তানের কোনো এক পাবলিক স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাই পাবলিক স্কুল পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা ছিল অতুলনীয়। তাঁর প্রশাসনিক কার্যক্রম ছিল খুবই কঠোর। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব পালনে কোনো রকম অবহেলা তিনি বরদাস্ত করতেন না। অধ্যক্ষ আশরাফ স্যারের স্মৃতি মাঝে মধ্যে আমার অন্তরে জেগে উঠে। স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি যদি কদাচিৎ চোখরাঙানি দিতেন, তখন স্যার-ম্যাডামদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যেত। তিনি ছিলেন জেনারেল শওকতের ভগ্নিপতি। এ কারণে সেনাবাহিনীর অফিসার মহলেও আশরাফ স্যারের যথেষ্ট পরিচিতি ছিল।

আমি এখানে শিক্ষকতায় যোগদানের পূর্বে 'দুমকি জনতা কলেজ' (পটুয়াখালীতে অবস্থিত)-এ ২ বছর প্রভাষক হিসেবে চাকুরি করেছি। সেই 'দুমকি জনতা কলেজ' বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের 'পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'। আমি সে সময়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুলের সুনামে মুগ্ধ হয়েই এখানে যোগদান করি এবং এখানে এসে দেখি পাবলিক স্কুলে ছাত্রদের জন্য আবাসন/হোস্টেলের সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে কিছুদিন চাকুরি করার পর সাবেক অধ্যক্ষ আশরাফ উদ্দিন আহমেদ আমাকে হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক তথা হাউজ মাস্টারের দায়িত্ব দেন। হাউজ মাস্টারের মাসিক ভাতা ছিল ২০০

টাকা। জনাব খাদেমুল ইসলাম ও জনাব কবির আহমেদ হাউজ টিউটর ছিলেন। জনাব আ. খালেক হাউজ ইমাম, মরহুম হাবিলদার মেজর মোসলেহ উদ্দিন পিটিআই ছিলেন।

পাবলিক স্কুলের হোস্টেল সম্পূর্ণভাবে ক্যাডেট কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা মোতাবেক পরিচালিত হতো। আবাসিক ছাত্রদের জন্য সকাল থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত দৈনন্দিন কর্মসূচি ছিল। আবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০ জন। প্রতিটি ছাত্র থেকে খাওয়াসহ অন্যান্য ব্যয় বাবদ ২২২০ টাকা চার্জ নেয়া হতো। স্কুলের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল আবাসিক ছাত্রদের ফিস। তারপরও অধ্যক্ষের জন্য শিক্ষকদের মাসিক বেতন-ভাতা পরিশোধ করা বড়ই কষ্টকর ছিল। তখন ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি শিক্ষানুরাগী জনাব আবদুর রহমান ভাই। একবার শুনেছিলাম জনাব আশরাফ উদ্দিন আব্দুর রহমান ভাই থেকে ১৮০০ টাকা ঋণ করে শিক্ষকদের মাসিক বেতন পরিশোধ করেছিলেন। এটাই ছিল চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুলের ইতিহাসে ১ম যুগ।

এরপর শুরু হলো পাবলিক স্কুলের ২য় যুগ। ১৯৭৮ সালে জনাব গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে বাংলার প্রভাষক ছিলেন। মুর্শিদ স্যার সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আগত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বিভিন্ন গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তখন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বমোট ১৭৫ জন। সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের সংখ্যা ছিল ১৭-১৮ জন। স্কুলের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন সন্তোষজনক ছিল না। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ও শিক্ষিত পরিবারের সাথে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন শুরু হয়। এক কথায় পাবলিক স্কুলের প্রতি তিনি ধনী ও শিক্ষিত পরিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মুর্শিদ স্যার বিভিন্ন সভা-সমিতি ও ফোরামে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তুলে ধরেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় ও ধ্যানধারণায় পাবলিক স্কুলের ক্রমোন্নতিই ছিল কাম্য। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি তাঁর অসম্ভব নজর ছিল। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হয় এবং চতুর্দিকে স্কুলের সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

অধ্যক্ষ মুর্শিদ স্যারের আমলেও ছাত্রদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা ছিল। জনাব খাদেমুল ইসলামসহ কতিপয় শিক্ষক হোস্টেল দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ ক্যাম্পাসে আসতে রাজি ছিলেন না। আমি, খাদেম স্যার ও জনাব আ. খালেক ছাড়া ক্যাম্পাসে কেউই বসবাস করতেন না। যখন হোস্টেল বন্ধ হয়ে গেল এই স্কুল ক্যাম্পাস লোকজনের অভাবে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করত। স্কুল বিল্ডিংয়ের গেটে আ. হক নামে একজন গার্ড ছিল। আমাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দই এই বিশাল এলাকায় গার্ডের দায়িত্ব পালন করেছে। এই অরক্ষিত

বিশাল স্কুল ক্যাম্পাস এভাবেই রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। এরপর বিজ্ঞানের নতুন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হন মি. আ. মতিন। তিনিও আমাদের সাথে স্কুল ক্যাম্পাসে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে মি. মতিন উপাধ্যক্ষ হন এবং খাদেম স্যার একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত হন।

ইতোমধ্যে মুর্শিদ স্যারের খেয়াল হলো চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুলকে কীভাবে একটি কলেজে রূপান্তর করা যায়। তৎকালীন পরিচালনা পর্ষদের সঠিক দিকনির্দেশনায় ও সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ করে স্কুল ক্যাম্পাসে বসবাসরত শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতায় অবশেষে ১৯৮১ সালে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিকার্যক্রম শুরু হয়।।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলের ঊর্ধ্বতন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে নাইমা সেহেলী ও মালেকা বানু চৌধুরী বাংলায়, বিলকিস বেগম অর্থনীতিতে, কামরুন নাহার ভূগোলে, আমি ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাসে ও জনাব খাদেমুল ইসলাম গণিতে কলেজে ক্লাস নেয়া শুরু করি। এই কলেজ যখন ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন আমিসহ কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা ডিগ্রি পাসকোর্সেও ৫-৬ বছর ক্লাস নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা এক বছর যাবৎ স্কুলের বেতন নিয়ে কলেজের ক্লাস নিতাম। কলেজে ক্লাস নেয়ার জন্য আমাদের আলাদা কোনো বেতনভাতার বন্দোবস্ত ছিল না। সকল শিক্ষকই ছিলেন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ। এভাবে চলতে থাকে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজের ধারাবাহিক কার্যক্রম। কলেজের সামনের মাঠে ছিল পানি, জোঁক ও ধানক্ষেত। ছাত্রদের খেলাধুলার জন্য আলাদা কোনো মাঠ ছিল না।

দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ মুর্শিদ স্যার একনাগাড়ে এই প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছিলেন। সে যুগে তিনি ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। পাবলিক স্কুল ও কলেজে লেখাপড়ার মান, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সহপাঠ কার্যক্রমে শীর্ষস্থান অধিকার করে উন্নতির এই চলমান প্রক্রিয়া এক যুগেরও বেশি সময় অব্যাহত থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে হোস্টেল বন্ধ হয়ে যায়।

অবশেষে মুর্শিদ স্যারকে অধ্যক্ষ পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর শিক্ষা কোর থেকে প্রথম অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন লে. কর্নেল আ. বাতেন এইসি। পাবলিক স্কুলের সার্বিক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাতেন স্যারের আমলকে সোনালি যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অধ্যক্ষ বাতেন স্যার প্রকৃতপক্ষে একজন সংস্কারক, সৃজনশীল, দক্ষ ও মার্জিত আচরণের অধিকারী। তিনি ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতেন এবং ধার্মিক ছিলেন। তাঁর সময় প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবনসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ সুসম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ পদে কর্নেল মোকাররম আলী খান, লে. কর্নেল শাম্‌স, কর্নেল মোফাজ্জেল মাওলা, কর্নেল শাহ মুর্তজা প্রমুখ

অফিসারের শুভাগমন ঘটে। উল্লিখিত সম্মানিত অফিসারবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করে গিয়েছেন।

তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে তাঁরা এই প্রতিষ্ঠান তথা এর শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মঙ্গলের নিমিত্তে আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। আমরা তাঁদের নিকট ঋণী। বিশেষ করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাওলা এই প্রতিষ্ঠানে ছয়মাস অবস্থানকালে শিক্ষকদের নতুন পে-স্কেল-২০০৫ বাস্তবায়নে অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তদুপরি শিক্ষকবৃন্দের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও মার্জিত আচরণ আমাদের অন্তরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির এই চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে আমাদের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও নবীন-প্রবীণদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান।

কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অধ্যক্ষ মহোদয়কে সার্বিক সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। অধিকন্তু নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা বিশেষ দরকার।

উল্লেখ্য যে, আমি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পর থেকে অদ্যাবধি কোথাও কোনো চাকুরির আবেদন করিনি। আমার সন্তানেরা এই প্রতিষ্ঠানেই পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছে এজন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তা ছাড়া আমার সহকর্মীবৃন্দ দায়িত্ব পালনে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করায় তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা থাকল। আমি সবার নিকট দোয়া প্রার্থী ও ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০০৬

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৮১ হতে ৩০ জুলাই ২০০৭।

সিসিপিসি এলামনাই: গৌরবময় পথচলা

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম

'ঐক্যের শক্তিতে সমৃদ্ধ জীবন' গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন। কয়েকজন সিসিপিসিয়ানের রোপন করা চারাগাছ আজ পত্র-পল্লবে সুশোভিত মহীরূহ। এ সংগঠনের শুরুর প্রাথমিক উদ্যোগটা ছিল ১৯৮৮ সালে। এসএসসি '৮৫ ব্যাচের সাইফুদ্দিন এম.নাসের, বজলে মুর্শিদ, মনজুর আলম, সাজ্জাদ হোসাইন, রাশেদ মুরাদ প্রমুখ এলামনাই গঠনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সভা করেন। কিন্তু এ উদ্যোগ গতি পায় ১৯৯৫ সালে। সিসিপিসির প্রাক্তন অধ্যক্ষ গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ তখন ঢাকাস্থ সিএমএইচ-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন। কয়েকজন সিসিপিসিয়ান তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের এলামনাই গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এরপর থেকে এসএসসি '৮৬ ব্যাচের সাব্বির আহমেদ কলির মহাখালীস্থ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বসা শুরু হয়। এসএসসি '৮৩ ব্যাচের আলী আজম ও নজরুল ইসলাম, '৮৪ ব্যাচের শওকত হোসাইন শাহীন প্রমুখ এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলে এলামনাইয়ের স্বপ্নযাত্রা বাস্তব রূপ নিতে শুরু করে। ২০০২ সালে ঢাকাস্থ 'Kapi Restaurant'-এ প্রথম আনুষ্ঠানিক 'গেট টুগেদার' হয়। অবশেষে ৪ জুন ২০০৩ তারিখে প্রথম রি-ইউনিয়ন হয় গাজীপুরস্থ 'CERDI' ক্যাম্পাসে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে এসএসসি '৮৩ ব্যাচের আলী আজম ও '৮৬ ব্যাচের সাব্বির আহমেদ কলি। সহ-সভাপতি হন '৮৩ ব্যাচের নজরুল ইসলাম ও '৮৪ ব্যাচের শওকত হোসাইন শাহীন। প্রথম কমিটির উল্লেখযোগ্য অন্যান্যরা হলেন '৮৫ ব্যাচের সাকিব জুনায়েদ আহমেদ (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক), '৮৬ ব্যাচের ফজলে জামিল নিয়াজ পীর (কোষাধ্যক্ষ), '৯০ ব্যাচের ফেরদৌস আহমেদ (সাংগঠনিক সম্পাদক) প্রমুখ।

২০০৪ সালের ২১ অক্টোবর এ সংগঠন 'চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন' নামে ১৬২, সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণি, পুরানা পল্টন, ঢাকার ঠিকানায় সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণ করে।

পরবর্তীতে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজের নাম পরিবর্তন হয়ে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ (সিসিপিসি) হওয়ার প্রেক্ষিতে এ সংগঠনের নাম হয় 'সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন'।

'We Old Publican' -এর অয়োজনে চট্টগ্রামে প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে সিসিপিসির অডিটোরিয়ামে। এতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে এসএসসি '৯৬ ও এইচএসসি '৯৮ ব্যাচের মীর নাজমুল আহসান রবিন ও শাহরিয়ার আলম। এ উপলক্ষ্যে 'PUBLICAN' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশনের আয়োজনে চট্টগ্রামে ২য় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯ জুন ২০০৯ তারিখে সিসিপিসির অডিটোরিয়ামে। পুনর্মিলনী কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন সিসিপিসির প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য। আহ্বায়ক ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র মনজুরুল হক (সিসিপিসিতে অধ্যয়নকাল ১৯৮০-৮৭)। এ উপলক্ষ্যে 'উদ্দীপ্ত' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

সিসিপিসির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠে বিশাল প্যান্ডেলে আয়োজন করা হয় 'Re-union and Golden Jubilee -2013'. এ আয়োজনের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন সিসিপিসির প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর আলম ও আহ্বায়ক ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র মো. মনজুরুল হক। এ উপলক্ষ্যে '50 YEARS CELEBARATION' নামে একটি দৃষ্টিনন্দন স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২০১৭ সালে সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশনকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করতে উদ্যোগ নেন সিসিপিসির প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল (অব) আবু নাসের মো. তোহা। তিনি প্রতিদিন ২/৩টি ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে সভা করেন। এভাবে ১৫/২০ টি সভা করে সিসিপিসির প্রায় সকল ব্যাচের ছাত্রদের মতামত নেন ও এলামনাইয়ের কার্যক্রমে নতুন গতিসঞ্চার করেন। তিনি এলামনাইয়ের কার্যক্রমকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে সিসিপিসির সহযোগী অধ্যাপক (বর্তমানে অধ্যাপক) মোহাম্মদ নূরুল আলমকে সভাপতি করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'টিচার্স মনিটরিং কমিটি' গঠন করেন এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলমকে এলামনাইয়ের একটি গঠনতন্ত্র তৈরির দায়িত্ব দেন। এ গঠনতন্ত্র পরবর্তীতে এলামনাইয়ের কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটিতে অনুমোদিত হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে সিসিপিসির খেলার মাঠে বিশাল প্যান্ডেলে আয়োজন করা হয় এলামনাইয়ের ৪র্থ পুনর্মিলনী। এ আয়োজনের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন সিসিপিসির শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম ও

সমন্বয়কারী ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী (এসএসসি '৭৫ ব্যাচ)। এ উপলক্ষ্যে 'পুনর্মিলনী স্মরণিকা-২০১৮' নামে একটি সুন্দর প্রকাশনা বের করা হয়। হুমায়ুন কবির চৌধুরীকে (এসএসসি '৭৫ ব্যাচ) সভাপতি ও গোলাম দস্তগীর জনিকে (এসএসসি '৯৯ ও এইচএসসি '২০০১) সাধারণ সম্পাদক করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি এইচএসসি '৮৭ ব্যাচের চৌধুরী খালেদ মো. রিয়াদ ও রুহি সফদার, মনজুরুল হক (অধ্যয়নকাল ১৯৮০-৮৭), এইচএসসি '৯৪ ব্যাচের সাজ্জাদ মোহাম্মদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ-এইচএসসি' ০৫ ব্যাচের জামিল হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক-এইচএসসি '০৩ ব্যাচের মো. গালিব প্রমুখ। সভাপতি হুমায়ুন কবির চৌধুরীর মৃত্যুতে চৌধুরী খালেদ মো. রিয়াদ বর্তমানে কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সিসিপিসির কেবল অনার্স পর্যায়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশনের সহযোগী সংগঠন হিসেবে CCPC Business Graduate Alumni (CBGA) গঠিত হয় ২০১১ সালে। এটি গঠনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন বিবিএ ১ম ব্যাচের ষ্ট্যালিন দে, মিজানুর রহমান, ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ১ম ব্যাচের আরিফ চৌধুরী, আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। ২০১৫ সালের ০৭ আগস্ট সিবিজিএ এর প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিবিএ ১ম ব্যাচের স্ট্যালিন দে-কে সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ১ম ব্যাচের আরিফ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। সিবিজিএ এর ২য় পুনর্মিলনী ও অনার্স শাখার যুগপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে। এতে ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ১ম ব্যাচের আরিফ চৌধুরীকে সভাপতি ও বিবিএ ১ম ব্যাচের কাজী মো. আমজাদ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। সিবিজিএ-এর কার্যক্রমকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে সিসিপিসি'র সহযোগী অধ্যাপক (বর্তমানে অধ্যাপক) মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরীকে সভাপতি করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'টিচার্স মনিটরিং কমিটি' গঠন করা হয়। সিসিপিসির অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত উপদেষ্টা কমিটি উভয় সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করে।

সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন ও সিবিজিএ বিভিন্ন সময়ে সিসিপিসির প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, উচ্চতর শিক্ষার জন্য এডমিশন কাউন্সেলিং, পুনর্মিলনী, পিকনিক, রক্তদান কর্মসূচি, ছাত্র-শিক্ষক ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ, চিকিৎসা সহায়তা, ত্রাণ ও শীতবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। তাদের এসব কর্মসূচি প্রশংসার পাওয়ার দাবি রাখে।

সিসিপিসির ৬০ বছরের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে সঙ্গী হয়েছে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, যাঁরা এর গৌরবময় ইতিহাসের সম অংশীদার। অতীতের সহপাঠীদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ আরো সুদৃঢ় করতে, কলেজের গৌরবকে আরো সমুন্নত করতে, সর্বোপরি সমাজসেবা ও জাতিগঠনে সিসিপিসির প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জোড়দার করতে সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন তার গৌরবময় ভূমিকা অব্যাহত রাখবে - এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

তথ্যসূত্র: এলামনাইয়ের বিভিন্ন পুনর্মিলনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থসমূহ এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ কলির সাথে ফোনালাপ।

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০১৭

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (বিবিএ প্রফেশনাল)। কর্মকাল: ০২ মার্চ ১৯৯৬ হতে অদ্যাবধি।

উন্নয়নের ক্রমধারায় সিসিপিসি

অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ (সিসিপিসি) এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত একটি আদর্শ শিক্ষাপীঠ। এ প্রতিষ্ঠানের অনেক অর্জনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পরপর দু'বার বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে অনেক গুণী ও সুধীজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান। বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল মহৎ ব্যক্তি নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। বিশেষ করে প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের যথাযথ দিক নির্দেশনা, সভাপতি মহোদয়গণের সুপরামর্শ ও অধ্যক্ষ মহোদয়গণের নিবিড় তত্ত্বাবধান এ প্রতিষ্ঠানকে করেছে আলোকিত। একইসাথে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানটি ছোট্ট একটি চারাগাছ হতে আজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরই এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ২৩/০২/১৯৭২ তারিখে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্তে প্রথম এডহক কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে হেডকোয়ার্টার, বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্সেস কর্তৃক তাঁদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পাবলিক স্কুল ও ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিধিবিধান ও নির্দেশনাবলি এ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। সে মোতাবেক ০৮/০৬/১৯৭২ তারিখে এডহক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কোনো লিখিত নীতিমালা ছিল না। স্বাধীনতার পরে প্রতিষ্ঠানটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর গঠিত এডহক কমিটিই হেড কোয়ার্টার, বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্সেস হতে প্রাপ্ত নীতিমালা ও নির্দেশনাবলির আলোকে প্রথম নীতিমালা প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের বাস্তবতায় প্রণীত নীতিমালায় কিছু সংযোজন ও সংশোধনের মাধ্যমে এর পরিমার্জিত সংস্করণ চূড়ান্ত করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ২৩/১০/৭৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর মধ্যে পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) এর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস পরিচালনা, বিজ্ঞান ল্যাব স্থাপনের নিমিত্তে অর্থ বরাদ্দ, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদরে জন্য পোশাক (Uniform) নির্ধারণ, ছাত্র-শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারকে নিয়োগ প্রদানের বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য।

২৯/০১/১৯৭৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারের 'অর্থ মন্ত্রণালয়' ও 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে' জমা দেয়া হয়েছে মর্মে অবহিত করা হলে সভাপতি মহোদয় তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব এ.বি. আশরাফ উদ্দিনকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া এ সভায় ভর্তির সময় কোনো রকম ডোনেশন না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে শর্তহীনভাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডোনেশন দিতে আগ্রহী হলে তা গ্রহণ করার পক্ষে অভিমত দেয়া হয়। একই সভায় অডিট ফার্ম, 'নাসির মোহাম্মদ এন্ড কোম্পানী', সিডিএ বিল্ডিং, চট্টগ্রাম এর তৈরি ০১/০১/১৯৭২ হতে ৩০/০৬/৭২ পর্যন্ত একটি বিশেষ অডিট রিপোর্ট পেশ করা হয়।

জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমেদ এ প্রতিষ্ঠানে ১৪/০৫/১৯৭৮ তারিখ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে এ প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনে তাঁর অবদান অপরিসীম। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্তে রচিত প্রথম-নীতিমালা, প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রসপেক্টাস এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমেদ-এর পর জনাব গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ ১৫/০৫/১৯৭৮ তারিখ হতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯/০৭/১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষককে 'একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর' হিসেবে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ০৭/১১/১৯৭৮ তারিখের সাধারণ সভায় শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকবৃন্দের মতো বিনিময়ের জন্য প্রতি টার্মে অন্তত একবার করে 'অভিভাবক দিবস' রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে ২৩/১২/১৯৭৮ তারিখে প্রথম 'অভিভাবক দিবস' অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

২৮/০৮/১৯৮০ তারিখের সাধারণ সভায় পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ হতে কলেজ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সভায় ১৫/০৯/১৯৮০ তারিখ হতে "Music Class" শুরু করার লক্ষ্যে দুজন শিক্ষক নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার

লক্ষ্যে সভায় প্রতিষ্ঠানে একজন সিভিল ডাক্তার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতোমধ্যে দুতলা বিশিষ্ট হোস্টেল তৈরির কাজ শেষ হয় এবং নতুন ভবনে শিক্ষার্থীদের শিফ্‌ট করা হয়।

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে মেসার্স প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ হতে পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫২ আসন বিশিষ্ট একটি Bedford Super Bus ক্রয় করা হয়। ১৮/০১/১৯৮২ তারিখের সভায় প্রাথমিক শাখা, মাধ্যমিক শাখা ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখার জন্য পৃথক পৃথক অভিভাবক দিবসের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সভায় শিক্ষকদের জন্য ক্যাম্পাসে বাসস্থান নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় 'শারীরিক শিক্ষা' বিষয়টিকে কারিকুলামের অংশ হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষের চেয়ার, টেবিল, দরজা, জানালা প্রভৃতি পরিষ্কার করার লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহে একটি পিরিয়ড পরিচ্ছন্নতা অভিযানের জন্য বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া এ সভায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলি তত্ত্বাবধানের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটিগুলোর মধ্যে কারিকুলাম কমিটি, কো-কারিকুলাম কমিটি, ম্যাগাজিন কমিটি, গেইমস্ এন্ড স্পোর্টস কমিটি, কাউন্সেলিং এন্ড গাইডেন্স কমিটি এবং ডিক্লেমেশন ও ডিসপ্লে প্রোগ্রাম (DDP) কমিটির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইতোমধ্যে ১৯৮১ সালের জুলাই মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ করা হয় চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ। এর ঠিক ১০ বছর পরে ১৯৯১ সালের জুলাই মাস হতে কলেজ পর্যায়ে বাণিজ্য শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।

১৩/০৭/১৯৮৮ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজের দীর্ঘকালের সমস্যা ও নানাবিধ অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় কলেজ ক্যানটিন স্থাপন ও কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৫/১২/১৯৮৮ তারিখের মধ্যে ম্যাগাজিন প্রকাশ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।

২৪/০৭/১৯৯১ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'একাউন্টস রুল' তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৩/০৭/১৯৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ১৩তম সভায় সভাপতি মহোদয় সকল শিক্ষকের "Lesson Plan" এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বপ্রথম এ প্রতিষ্ঠানে

কম্পিউটার বিভাগ চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে ৮টি কম্পিউটার ও ২টি প্রিন্টার সংবলিত একটি ল্যাব স্থাপন করা হয়। একই সময়ে বাণিজ্য বিভাগের জন্য ১৩টি টাইপ রাইটার সংবলিত ল্যাব স্থাপন করা হয়।

২৩/০৯/১৯৯৩ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্রের অভিভাবক 'M/S Land Mark এর স্বত্বাধিকারী স্থপতি সামসুদ তৌহিদ কর্তৃক তৈরিকৃত 'অভিভাবক অপেক্ষাগার' এর একটি মডেল ও নক্শা উপস্থাপন করা হয়। পর্ষদে নক্শাটি অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হয় ১৯৯৪ সালে।

১৯৯৫ সালে কলেজে স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখা খোলা হয়। অভিভাবকদের জন্য একটি ওয়েটিং রুম ছাড়াও ১৯৯৩ হতে ১৯৯৬ সালের মধ্যে শিক্ষকদের জন্য ৪টি ফ্ল্যাট সংবলিত একটি দ্বিতল আবাসিক ভবন, একটি দ্বিতল প্রশাসনিক ভবন ও একটি তিন তলা বিশিষ্ট বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

০১/০৭/১৯৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের বিশেষ সভায় ১০০০ লোক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১১১৫.৬০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এ অডিটোরিয়াম নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৬৫,৪৮,০০০.০০ টাকা। অডিটোরিয়ামটি নির্মাণ কাজে নির্মাণ প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান মেসার্স হ্যাবিট্যান্ট নির্মাণ প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করে।

০৩/০৯/১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রতিষ্ঠানের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান উপাধ্যক্ষের সাথে আরও একজন উপাধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডিগ্রি শ্রেণির কার্যক্রম বন্ধ করার বিষয়ে যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। কলেজ শাখাকে সম্পূর্ণভাবে নতুন ভবনে (বর্তমান অনার্স ভবন-১ ও অনার্স ভবন-২) স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেখানে শিক্ষকদের বসার ব্যবস্থাসহ ক্যানটিন সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় কলেজ শাখার ছাত্রদের জন্য নেভি-ব্লু রংয়ের পরিবর্তে কালো রংয়ের ফুল প্যান্ট নির্ধারণ করা হয়। সভায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলের জন্য পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৬/০১/১৯৯৯ তারিখে পর্ষদের সভায় Morning Shift-এ মেয়েদের এবং Day Shift- এ ছেলেদের পাঠদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে দু'টি শিফ্ট চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সভায় প্রতিমাসে প্রতি ক্লাসে অন্তত একটি Public Speaking ক্লাস বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩/০৫/১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২৫তম সভায় পরবর্তী সেশন হতে ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি না করার বিষয়ে, কলেজ শাখায় দ্বিতীয় শিফ্‌ট চালু করার লক্ষ্যে স্কুল শাখায় ১২ জন নতুন শিক্ষক ও একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, জুলাই ১৯৯৯ হতে ডিগ্রি পর্যায়ে (পাস কোর্সে) শিক্ষার্থী ভর্তি না করা হলেও পরবর্তী কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্সের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে কাজ চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে বিবিএ (ব্যবস্থাপনা) ও বিবিএ প্রফেশনাল বিষয় দু'টোতে অনার্স কার্যক্রম চালু রয়েছে।

জনাব গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ ১৫/০৫/৭৮ তারিখ হতে ১৫/১১/৯৯ তারিখ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ বছর এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজে লাগান। তিনিই সর্বশেষ সিভিল প্রিন্সিপাল হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন।

মূলত ১৯৭২ সাল হতে পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/পরিচালনা পর্ষদের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের নিরলস প্রয়াসে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তৈরি হয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চরিত্র, নিজস্ব স্টাইল ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংবলিত ভাবমূর্তি, যার ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তর ভালো মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় এ নিরন্তর প্রয়াস সার্থক হবে এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

তথ্যসূত্র: প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০১৭

লেখক: প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

কিছু কথা

সাইদুল হাসান খান

ভূমিকা:

লিখতে বসে ভাবলাম লেখার একটা 'ভূমিকা' দেই। পরক্ষণে মনে হলো- লেখার আবার ভূমিকা কী? লেখাটাই তো একটা বড় ভূমিকা। যাক। শুরু করি এবার, তবে শুরুরও তো একটি ভূমিকা লাগবে, নাকি?

অতীতকাল:

১৯৯৪ সালের কোনো একদিন (সম্ভবত নভেম্বর/ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে আমার পেশাগত জীবনের যাত্রা শুরু। একটা চমৎকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে আমরা জড়িয়ে ছিলাম সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা। বখতেয়ার (DV পেয়ে বর্তমানে আমেরিকায়), আমি, ইউসুফ, নূরুল আলম (অর্থনীতি), শ্যামা সবসময় ক্যাম্পাসে একসাথে আড্ডা দিতাম। নাইমা সেহেলী ম্যাডাম আমাদের উৎসাহ দিতেন সবকিছুতেই, বড় বোনের মতো। রাশেদা ম্যাডাম ও জাহাঙ্গীর স্যার (পরিসংখ্যান) ছিলেন একাধারে বন্ধু ও অভিভাবক। অমলেন্দু স্যার, সুজিত স্যার, তড়িৎ স্যার সকলেই বড় ভাইয়ের স্নেহে আমাদের আগলে রাখতেন। প্রবীর স্যার, রাজিয়া ম্যাডাম অনেকটা চুপচাপ থাকতেন। কলেজের পুরো সময়টা নুরুল আলম (কম্পিউটার) স্যার হাসি আর আড্ডায় জমিয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে চাঁদা তুলে সবাই কাচ্চি বিরিয়ানি খেতে যেতাম 'ব্লু-বেল' এ।

বর্তমান কাল:

বর্তমানে আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। আমার পুত্র, শাবাব সাদমান খান এবার উত্তীর্ণ হয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। কন্যা আইনান তাজরিয়ান খান। সাড়ে তিন বছর বয়স। স্ত্রী নিগার সুলতানা পুরোদস্তুর একজন গৃহিণী। অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেও সংসার ধর্ম পালনকে যে কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে। প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকি এখন। প্রায় ১৭/১৮ ঘণ্টা পেশাগত কাজে সময় ব্যয়

করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এতো ব্যস্ত থাকি যে, সময় বের কর বেশ কঠিন।

পাদটীকা:

পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হতে আমি যা শিখতে পারিনি, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এর পরিবেশ আমাকে তার চেয়েও বেশি শিক্ষিত করেছে। নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, সচেতনতা, সদাচরণ, সত্যবাদিতা ও সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদির চূড়ান্ত পাঠ আমি গ্রহণ করেছি এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা অবস্থায়।

পুনশ্চ-১:

ইচ্ছা আছে আমার দুই পুত্র; কন্যাকে এখানে ভর্তি করানোর যেন তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গঠন করতে পারে।

পুনশ্চ-২:

এক ঘণ্টার নোটিশে এই লেখাটি লিখতে হলো। তাই অনেকের কথা হঠাৎ মনে করতে পারিনি। বিশেষ করে কাদের স্যার (লাইব্রেরিয়ান), ফরিদ স্যার (গেম্‌স), শ্রদ্ধেয় আসগর স্যার (যিনি আমার মেয়ের নামকরণ করেছেন), উনার কথা ভুলে যাওয়া অন্যায় হয়েছে) সহ আরো অনেকে, তাঁরা আমায় নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা-২০১১

লেখক: প্রভাষক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০২ মার্চ ১৯৯৬ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০।

Dormant Talents

Rokeya Chowdhury

Love can achieve unexpected majesty in the rocky soil of misfortune. It is love that Almighty Allah has given me the chance to continue my feelings as an ex-teacher of Cantonment Public School with my old students. I served in C.P.S from 11-09-1978 to 01-01-2009. I am a retired teacher from C.P.S but I will always be in the heart of my old students. I remember that I always used to utter the voice to the students that striving for success without hard work is like trying to harvest where you have not planted. Also if your ship does not come in, swim out to it.

The most absolute dictator's power is not great as a typical teacher's power over a student. When I was young, I admired clever people. Now I am old, so I admire kind people. Not to enjoy life, but to employ life ought to be our aim of inspiration. If you give a man a fish, you feed him for a day, teach him to fish, you feed him for life.

Our ultimate motto should be 'Never put off till tomorrow what you can do today'. A teacher performs the function of a significant model upon which students pattern their behavior. So the dearest thing of the students is the realization of their dreams and the most important thing is the reaping of the fruits of their talents. A student is like a sponge soaking up practically every new idea and experience he or she comes in contact with. It has been noted that students respond much better to praise than to blame. A positive attitude of teaching is far more effective than a negative one. A student who is loved has respects but a student who is unloved has none . All students require one strong constant and emotional bond early in their lives. Teacher should be a playmate, counselor, educator and disciplinarian. We the teachers do our best to build

up the characters of the students and exert their most to make best use of their dormant talents. We also plant magic in their heart through certain words spoken with some thrilling quality of voice, some uplift of the heart and spirit. I am proud to have so many talents and established old students who are serving in our country, and also living abroad for their livelihood including my son G. Moksed Chowdhury and daughter Samira Chowdhury.

Actions speak louder than words. So constant practice often excels even talents.

Article Source: Shubornojoyonti-2011

Writer: Ex-Junior Teacher. In Service: July 11, 1978 to December 31, 2007.

সেই দিনগুলো

মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির চৌধুরী

১৯৭০ সালে স্বাধীনতার গণজোয়ারের সময় প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রামে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে তীব্র যুদ্ধের সময় সপরিবারে চট্টগ্রাম থেকে গ্রামের বাড়ি নাজিরহাট ফটিকছড়িতে চলে যাই। বাবা-মা এর ৫ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় এবং প্রথম পুত্র সন্তান বিধায় আমার ওপর সাফল্যের বাড়তি নজর ছিল।

স্বাধীনতার পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল বিধায় আমার বাবা খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। ৭২ সালের প্রথম দিকে আমরা চট্টগ্রাম শহরে ফিরে আসি সপরিবারে। ও. আর নিজাম রোডস্থ আমাদের বাসার পাশে থাকতেন মরহুম সার্জেন্ট খালেদ এর পরিবার। আমাদের বাসায় তাদের আসা যাওয়া নিয়মিত ছিল বিধায় বেগম খালেদ এর সাথে বাবা আমার লেখাপড়া এবং স্কুলের ভর্তি নিয়ে আলোচনা করেন।

বেগম খালেদের সাথে তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব আশরাফ স্যারের পূর্ব থেকেই জানাশোনা ছিল এবং আমাকে সেখানে ভর্তি করানোর প্রস্তাব দিলে বাবা আমাকে সাথে নিয়ে জনাব আশরাফ স্যারের সাথে দেখা করেন। যথারীতি আমাকে হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করানোর জন্য সিদ্ধান্ত হলো। ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে শনিবার রাত্রে আমার মন একদিকে ছটফট করছে নতুন স্কুল হোস্টেলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে অন্যদিকে বন্ধু-বান্ধবকে ছেড়ে যাওয়া নিয়ে বিরহ জেঁকে বসেছে আমার মনে।

যা হউক রবিবার বিকাল বেলা মা-বাবা আমাকে সাথে নিয়ে মেহেদীবাগ ও.আর. নিজাম রোডস্থ বাসা থেকে রওনা দিলেন স্কুলের পথে। অবশেষে বায়েজিদ বোস্তামী রোড হয়ে স্কুলের সীমানায় পৌঁছামাত্র মনটা হা-হা করে উঠল। একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। তখন স্কুল মাঠে দুই-একটি ছেলে এদিক সেদিক হাঁটা-হাঁটি করছে। কিছু ছেলে মাঠে বল নিয়ে দৌড়াচ্ছে। দেখে ভালো লাগল। ইচ্ছা হলো আমিও

তাদের সাথে খেলা শুরু করি। ততক্ষণে গাড়ি এসে স্কুল প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেছে। স্কুল প্রহরী নারায়ণ এসে আমাদেরকে অতিথিশালায় (Reception) বসাবেন।

কিছুক্ষণ পর স্কুল প্রিন্সিপাল আশরাফ স্যার এসে বাবার সাথে করমর্দন করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আমার দিকে তাকাল। অতঃপর বর্তমান স্কুল বিল্ডিং এর উপরের তলায় প্রথম রুমে আমার জিনিসপত্র পৌঁছে দিলেন নারায়ণ। এবার বাবা-মার বিদায় নেওয়ার পালা। আবার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম সাথে প্রিন্সিপাল স্যার। আমি মায়ের হাত ধরে আছি। লক্ষ্য করলাম বাবা স্বাভাবিক থাকলেও মায়ের চোখে পানি। আমি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। ততক্ষণে বাবা গাড়ির ভিতর আর মা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রিন্সিপাল স্যার সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে আবারও উপরের তলার সেই রুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে আগে থেকে দুই-চার জন ছেলে অবস্থান করছিল। প্রথম জনের নাম ছিল নাজির উদ্দিন তাহের সে আমার সাথে একই ক্লাসে নবম শ্রেণিতে, অন্যরা জুনিয়র সেকশনে।

বিকাল গড়িয়ে রাত এলো। সকলে পরবর্তী ক্লাসের Home Work নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু আমার কাছে কোনো বই নেই। তাই একা একা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে আছি, আর বার বার বাসার কথা মনে পড়ছে এবং মায়ের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে আসছে।

হঠাৎ বাঁশির শব্দ শুনতে পেলাম। দেখলাম ছাত্ররা বারান্দায় লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। নজরুল যে আমার সাথে একই ক্লাসে পড়ছে বললো চল রাতে খেতে যেতে হবে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম সে হাউজ লিডার। যা হোক যথারীতি তার সাথে ডাইনিং রুমের দিকে রওয়ানা দিলাম।

অতঃপর দেখতে পেলাম বড় বড় আটার রুটি, ডাল এবং সবজি। ভাবলাম পরে হয়তো মাছ-মাংশ এবং ভাত আসবে। আমি কোনোমতে অর্ধেক রুটি ডাল দিয়ে খেয়ে বসে আছি। আমার এই অবস্থা দেখে নজরুল বলল এইটা আমাদের রাতের খাবার। কি আর করা অর্ধ-ক্ষুধা নিবারণ করে রুমে ফিরে আসলাম। অন্যান্য ছেলেদের অনুসরণ করে রাত্রের ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এমন সময় পাশে থাকা নজরুল বললো মাঝে মধ্যে রাতে বারান্দায় পায়ের আওয়াজ এবং কান্না শুনা যায়।

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম কিসের আওয়াজ? সে বললো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী এই স্কুলটাকে ক্যাম্প বানিয়ে অসংখ্য নারী পুরুষের ওপর নির্যাতন করেছে তাদের প্রেতাত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায়। মন আবার অন্যদিকে চলে গেল। স্বভাবজনিত কারণে ছোটবেলা থেকে ভয় কাকে বলে জানতাম না। যা অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা করে না, তা আমি করতাম, আমার দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ অনেক আত্মীয়-স্বজন, ইত্যাদি। রাত জেগে অপেক্ষা করলাম সেই আওয়াজ শুনার জন্য কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ দরজায় খটখট শব্দ এবং বাঁশির আওয়াজ, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম দেখলাম অন্ধকার, ততক্ষণে নজরুল এবং অন্যান্যরা ঘুম থেকে উঠতে শুরু করেছে। জানতে পারলাম সকালে ব্যায়াম করাবে পিটি স্যার। পিটি স্যারের নাম ছিল শুক্কুর আলী। শীতকালের সকালবেলা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় সমস্যাটা বুঝতে পারি নাই। সকালে হাফ প্যান্ট, কাপড়ের জুতা, গেঞ্জি পরে নিচের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। বুঝতে বাকি নাই যে দৌড়াতে হবে। আমার-ত-আবার অভ্যাস নাই। যাই হোক দৌড়ানো শুরু করলাম। মূলভবন থেকে গেইট পর্যন্ত দৌড়াতেই সামনে থেকে আস্তে আস্তে পিছনে চলে আসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কতটুকু যেতে হবে, বললো আপাতত মাজার গেইট পর্যন্ত। চোখে অন্ধকার দেখছি পানির তৃষ্ণা পেয়েছে কিন্তু উপায় নাই, দৌড়াতে হবে। বুঝতে পারলাম পিটি স্যার পাশে এসে চিৎকার করে বলছে Quick Quick দৌড়াও। অবশেষে মাজার গেইট থেকে যখন দৌড়ে স্কুল প্রাঙ্গণে ফিরলাম তখন আমি অর্ধেক মৃত অবস্থায় এবং জিহ্বা বেরিয়ে গেছে। নজরুল বলল এভাবে প্রতিদিন দৌড়াতে হবে।

সকালবেলা ক্লাসে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আমার প্রথম ক্লাস। সকালের প্রাতরাশ শেষে ক্লাসে উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ পর আরেকজন ছাত্র বাইর থেকে (অনাবাসিক) আসল তার নাম জাহিদ। নজরুলের সাথে আগ থেকেই পরিচয় ছিল বিধায় তারা দুজনে একসাথে বসেছিল। আমরা মোট ছাত্র তিন জন। একজন ম্যাডাম ঢুকলেন। হালকা পাতলা শরীরের গঠন, দেখতে লম্বা আনুমানিক ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হাতে ব্যাগ এবং বই খাতা। আমার সাথে পরিচয় পর্ব শেষে শুরু হল ক্লাস। হোঁচট খেলাম সকলে ইংরেজিতে কথা বলছেন দেখে। আমি বুঝতে পারছি কিন্তু বলতে পারছি না। ম্যাডামের নাম জানতে পারলাম জোহরা কবির। উনি ইংরেজি শিক্ষয়ত্রী এবং স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। যাহোক নজরুল এবং জাহিদ অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ বাংলা মিডিয়াম স্কুল প্রবর্তক সংঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে ৮ম শ্রেণিতে পড়তাম বলে তেমন ইংরেজিতে চর্চা নাই। যাহোক দিন যত যেতে থাকল আমি স্বাভাবিক হতে লাগলাম এবং স্কুল পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে পরিচয় হতে থাকলাম।

প্রতিদিন ভোরে হুজুর মৌলভি আব্দুল ওয়াদুদ নামাজ পড়ার জন্য ডাকতে আসে এবং শীতকালে স্বাভাবিকভাবে ঠাণ্ডা পানিতে অজু করার ভয়ে অজুর ভান করে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম। মাঝে মাঝে হুজুরের হাতে ধরা পড়তাম এবং তার জন্য শাস্তি পেয়েছি প্রচুর। হুজুরের প্রতিদিনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বুদ্ধি বের করলাম কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আমাদের হোস্টেলের রন্ধনশালার প্রধান ছিলেন ইসহাক ভাই। উনার বয়স আমার তিনগুণ। কিন্তু উনি আমাদের নিজ সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। সেই

সময় উনার এক ছেলে Marine Biology তে লেখাপড়া করতেন। যাহোক উনার কাছে প্রতিদিনের খাবারের মেনু জানতে পারতাম। একদিন সাপ্তাহিক ছুটির প্রারম্ভে জানতে পারলাম রাতে ছাগলের মাথা দিয়ে চনার ডাল পাকানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বের করলাম কীভাবে কী করা যায়। আমাদের খাওয়ার রুমে দুইটি বড় বড় টেবিল ছিল। একটিতে জুনিয়ররা অন্যটিতে সিনিয়ররা বসতেন হুজুর সাধারণত সিনিয়রদের সাথে বসতেন। সেই সময় প্রচণ্ড লোডশেডিং ছিল এবং প্রায় সময় রাত্রের বিদ্যুৎ থাকত না। পাঁচজনের টিম করলাম। যথারীতি টেবিলে খাবার পরিবেশন করল। রুটি দিয়ে চনার ডাল, খাবার শুরু করার পূর্বে দোয়া পড়ার রীতি ছিল এবং প্রত্যেকে খাওয়া নিয়ে প্রস্তুত। উল্লেখ্য যে, মেইন সুইচ ছিল বারান্দায়। ইউছুপকে দায়িত্ব দেওয়া হলো দোয়া শেষে এক মিনিটের জন্য সুইচ বন্ধ করতে হবে। সম্পূর্ণ Plan টা আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

দোয়া শেষ হতেই শুরু হল সামনে রাখা চনার ডাল এবং হাড় মাংস হুজুরকে লক্ষ্য করে ছোড়া। মুহূর্তেই হুজুরের মুখমণ্ডল এবং কাপড়-চোপড় চনার ডালে পরিপূর্ণ। বিদ্যুৎ আসার সাথে সাথে পুরা ডাইনিং হল নীরব। আমাদের হাতে তখনও চনার ডালের চিহ্ন থাকাতে শনাক্ত করা কঠিন ছিল না। যাহোক পরদিন সকালে প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে বিচার কাজ শুরু হলো। আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, যেহেতু স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কম সেহেতু লঘু শাস্তি পাবো।

বিচার শেষে আমাকে প্রধান আসামি করে তিরস্কার করে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর প্রতিশ্রুতিতে ছেড়ে দেওয়া হলো। হুজুর এই বিচারে খুশি হতে না পেরে রাগে ক্ষোভে চাকুরি ছেড়ে চলে গেলেন।

আমি যেমন নানাবিধ দুষ্টুমিতে নেতৃত্ব দিতাম তেমনি স্কুলের উন্নয়নেও এগিয়ে যেতাম। যেমন হোস্টেলে এক সাথে অনেক ছাত্র ভর্তি হওয়াতে আবাসন সমস্যা দেখা দিল। যেমন শোয়ার জন্য খাট নাই। নাই সেই সাথে অন্যান্য খুঁটিনাটি জিনিসপত্র। গোসল করার জন্য পানি নেই ইত্যাদি।

প্রিন্সিপাল স্যার আমাদেরকে ডাকলেন। সমস্যার কথা বললেন, সাথে সাথে আমরা কয়জন বেরিয়ে পড়লাম। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাসা থেকে বালিশ, কম্বল, চাদর জোগাড় করে ঠেলাগাড়িতে করে সন্ধ্যার আগেই হোস্টেলে এসে গেলাম। রাতে বাজার করা হয়নি বিধায় সকলকে সাথে নিয়ে স্থানীয় একটি হোটেলে খাবার খেতে গেলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাগ্যক্রমে বড়-ছোট ছাত্ররা ঐ অবস্থাকে সহজভাবে নেওয়াতে কোন অসুবিধা হয় নি।

ইতোমধ্যে আমাদের ক্লাসে সিরাজ, বোরহান, আফতাব এবং একজন মেয়ে

সহ মোট ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল আশরাফ স্যার আমাকে স্কুল Prefect এর দায়িত্ব দেন। এভাবে দীর্ঘ দুই বৎসর আমরা অতিবাহিত করেছি। আরো অনেক কথা/স্মৃতি আছে যা লিখে শেষ করতে পারব না। দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে স্কুলের এই স্মৃতি এখনও তরতাজা মনে আছে। অবশেষে আমাদের চলে যাওয়ার পালা এল। ঐ সময় অনেক নতুন নতুন ছাত্র-ছাত্রীতে ভরপুর। আমরা এমন এক মন-মানসিকতার মধ্যে ঐ শিক্ষা জীবন শেষ করেছিলাম যে, আমাদের মাঝে কোন মতভেদ ছিল না। ছিল না কোনো পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা। আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে স্মরণ করতে চাই মিসেস জোহরা কবির, জনাব মাহফুজুল হক, জনাব রুহুল আমিন, মো. শুক্কুর আলী, জনাব মোসলেহ উদ্দীন, জনাব এম কবির আহমেদ, মিসেস দিলারা জামান, মিসেস নাইমা সেহেলী, জনাব জুলফিকার আলী খানসহ আরো অনেককে।

বাবার স্বপ্ন ছিল আমাকে ডাক্তার বানানো। তখন আমার কোনো স্বপ্ন ছিল না। দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা শুরু করি এবং কোনো কিছুতেই ধৈর্য ছিল না। আমার মাথায় যা আসত তা করে ফেলতাম। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং Elective Maths সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। প্রশ্ন সামান্য এদিক সেদিক হলে সোজা অকৃতকার্য। এমন কোনো দিন নেই আমার বিরুদ্ধে নালিশ নেই। বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি নাই কারণ স্কুল জীবন শেষ করে সোজা কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম-এ ভর্তি হই এবং সেখান থেকে ঢাকা ভার্সিটি থেকে ম্যানেজমেন্ট এ মাস্টার্স করে প্রথমে চাকুরি ও পরে ব্যবসায় মনোযোগ দিই।

শেষদিন বিদায় নেওয়ার পালা। সকলে উপস্থিত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতা "যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়" অবলম্বনে সকল স্মৃতিকে পিছনে রেখে ছাত্র হিসাবে বিদায় জানালাম। ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলকে।

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: পুনর্মিলনী স্মরণিকা-২০১৮

লেখক: প্রাক্তন সভাপতি (প্রয়াত), সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন।

আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ

রেশমিন আখতার চৌধুরী

আষাঢ়ের সুগন্ধী ভোর। গাছ-পাতা-ফুল-ঘাস-লতার সাথে মিশে যাওয়া পাহাড়ি মাটির সোঁদা গন্ধে বিভোর হতে হতে সিসিপিসির গেইট দিয়ে ঢুকি। দমকা হাওয়া গায়ে মেখে পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনতে শুনতে এগুতে থাকি স্কুলের পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের দিকে। চোখ পড়ে অনতিদূরের পাহাড়ের দিকে। তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক মগ্ন চৈতন্যের ভাষা আছে। কান পাতলেই যেন সেই নৈঃশব্দের শব্দ শোনা যাবে। অপ্রতিরোধ্য এসব ভাবনায় হারিয়ে যেতে যেতে নাগলিঙ্গম গাছের তলায় এসে পৌঁছলাম। তাকিয়ে দেখি মাথার ওপর শুকনো পাতারা ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন পাতার বৃষ্টি হচ্ছে। কী অসাধারণ ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য! ভয়ংকর বললাম এ কারণে, গাছের পাতা কি বৃষ্টির মতো কখনো ঝরে? পাতার বৃষ্টিতে আমি ভিজে যাচ্ছি। ডুবে যাচ্ছি। কী শান্তি! চোখ বুজে অনুভব করার চেষ্টা করছি। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। এতেই বহুযুগের অপার্থিব শান্তির পরশ পেলাম যেন। সিঁড়ি ভেঙে লাল-কালো টাইলসের পথ বেয়ে নিজের রুমে এসে বসলাম। ডানপাশের জানালা দিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে আবারও দেখলাম চিরচেনা পাহাড়গুলোকে। পাহাড়গুলো যেন আমাদের জন্যই তার কোল পেতে রেখেছে। আমার এমনটাই মনে হয়। আর এসবের মাঝেই আমার বিচরণ। সাথে থাকে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গাছপালা, পাখি। আমরা সবাই আলো হাওয়ার মাখামাখিতে আদি ও অকৃত্রিম প্রকৃতির সন্তান। যেদিন থেকে এখানে আমার পথচলা শুরু, সেদিন থেকেই আমি যেন আবার নতুন করে জন্ম নিয়েছি। আমার জন্য এই বিশাল প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণায় কোণায়, পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অপার বিস্ময়। এই যেমন হরিণ, বানর, অসংখ্য পাখি, এমনকি পাহাড়ি ছড়া যেটি বয়ে যায় কুল কুল করে। সে ছড়ায় আবার ছোট ছোট মাছও দেখা যায় (সেটি এখন পাকা নালায় পরিণত হয়েছে)। অনেক সময় সেখানে মাছ ধরতে নেমে যায় ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা। তাদের সে কী আনন্দ! কাদায় মাখামাখি জামা জুতো। বর্ষায় মাঠে জমে থাকা পানিতে তাদের লুটোপুটি। এসব দেখে তো আমি বেড়ে উঠিনি। তাইতো এগুলো আমার কাছে বিস্ময়। আমি বেড়ে উঠেছি শহরে। শহরের নামকরা স্কুলের

ছাত্রী ছিলাম। কিন্তু এরকম খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানে ছিল না। *বাংলাদেশের প্রকৃতি* বিষয়ে রচনা লিখতে গিয়ে যে ভাষা এবং শব্দের অলংকরণ করতাম সিসিপিসি যেন তারই বাস্তব উদাহরণ। অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখনিতে পেয়েছি পাহাড়ি উপত্যকার চমৎকার বর্ণনা। তা যেন বাস্তবে দেখলাম। গেইট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে সবুজের অবগাহনে স্নিগ্ধ একটা অনুভূতিতে মনটা ভালো হয়ে যায়। প্রাত্যহিকের দাপ্তরিক নানা কাজ আমাকে ক্লান্ত করলেও চারপাশের প্রকৃতি আমাকে প্রশান্তি দেয়। যেদিকেই যাই, যেদিকেই তাকাই শুধুই সবুজ।

আমার যেখানে অফিস সেখান থেকে স্কুল ভবনের সামনের অংশটা চোখে পড়ে। নাগলিঙ্গম গাছটা ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। ঋজু ভঙ্গিতে। এ গাছটি আমার প্রাণ। গাছটিকে দেখে আমি মনে জোর পাই। গাছটির মতো নতুন নতুন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে মনকেও নবীকৃত করতে ইচ্ছে করে। গাছটি আমাকে বেঁচে থাকার রসদ যোগায়। আমাদের সিসিপিসিতে এ গাছটি সম্ভবত একটিই আছে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এর আদি নিবাস। এই গাছের ইংরেজি নাম Cannonball Tree আবার হাতির ঝোলাপও বলা হয়। হাতি এর ফল খায় কি-না তাই। এই গাছের ফুলটাকে দেখলে মনে হয় সাপ ফণা তুলে আছে। এ গাছের পাতা প্রতি চার মাস পরপর প্রায় একসাথে ঝরে এবং সাথে সাথে নতুন পাতা গজায়। পুরাতনের বিদায়ে যেন নতুনের আগমন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! পাতা ঝরার সাথে সাথে আবার ঘন পাতার ঝোপে ভরে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে হালকা সবুজ পাতা ঘন সবুজ রং ধারণ করে। এ গাছটার কাণ্ড ভেদ করে ফুল এবং ফল হয়। ফুলটা খুব সুন্দর। লাল গোলাপি মেশানো রঙের। সুন্দর একটা মাদকতাময় গন্ধও আছে। কিন্তু ফলটাকে আমার কাছে একটুও ভালো লাগে না। বিশ্রী গন্ধ। এ গন্ধতো আমাদের বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে একবার ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সেদিন ছিল স্কুল শাখায় ভর্তি পরীক্ষা। নিয়ম অনুযায়ী সেদিনই খাতা দেখে রেজাল্ট তৈরি করতে রাত ৮টা/৯টা হয়ে যায়। ভর্তি কমিটির শিক্ষকদের স্কুল ভবন থেকে মূল ভবনের কম্পিউটার রুমে ঐ গাছের নিচ দিয়েই বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হয়েছিল। তখন গন্ধটা পেয়ে এক ম্যাডাম ভয় পেয়ে যান। আমরা ভেবেছিলাম নিশ্চয় কোনো অশরীরী কিছু। কারণ ক্যাম্পাসে যারা থাকেন, তাদের কাছে মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম এখানে জ্বিন ভূত আছে। অনেকে দেখেছেন। নীল আলোর ধোঁয়া এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে উড়ে যাচ্ছে। একবারতো শুনলাম তারা দল বেঁধে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাংলোতে উঠার রাস্তার বাম দিকে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটা আছে তার মগডালে রীতিমতো সম্মেলন করেছিল। সে দৃশ্য যদি দেখতে পেতাম! যাই হোক। যা বলছিলাম। বিশ্রী গন্ধের কথা। পরে রহস্য উদঘাটন করলাম। সেটা নাগলিঙ্গম ফলের গন্ধ। এ ফলটা পরিপক্ক হলে আপনা আপনি ফেটে যায়, তখনি গন্ধটা টের

পাওয়া যায়। আর ফলটা দেখতে ফুটবলের মতো। হাতির প্রিয় খাবার। বৃষ্টির দিনে পাঁচতলা থেকে গাছটির দিকে তাকালে অসম্ভব ভালো লাগার একটা অনুভূতি হয়। বৃষ্টির পানিতে ধোয়া গাছটির দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে মন চায়। দেখে মনে হয় গাছটি পবিত্র। স্কুলে প্রাত্যহিক কাজের ফাঁকে এর সৌন্দর্য আমাকে প্রশান্তি দেয়।

নাগলিঙ্গম গাছটার একটু সামনেই আছে শিউলি ফুলের গাছ। যখন ফুল ফোটে তখন গাছের তলা কমলা আর সাদা রঙে ছেয়ে যায়। আমি সকালে স্কুলে এসেই এখানে কিছুটা সময় দাঁড়াই। বাচ্চারা একে একে স্কুলে আসতে শুরু করে। ব্যাগটা ক্লাসে রেখেই ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েরা গাছের নিচে ফুল কুড়াতে চলে আসে, মালা গাঁথে। অনেক সময় আমাকেও মালা গেঁথে উপহার দেয়। আমিও পাল্টা উপহার হিসেবে গাছটা ঝাঁকিয়ে আরও ফুলের ব্যবস্থা করে দিই।

এবার বলি আমার হৃদয়ে যে আছে তার কথা। প্রতিদিন সকালে আমরা যেখানে অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়াই সেখানেই সে থাকে। হ্যাঁ আমলকী গাছের কথাই বলছি। ডালগুলো নুইয়ে পড়া, চিকন চিকন পাতা। এতো ছোট ছোট পাতায় যখন বাতাসের ঝিরিঝিরি হাওয়া এসে দুলিয়ে দেয়, তখন মনে হয় পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর কিছু দেখছি। তবে গাছাটাকে আমার কেমন জানি নিঃসঙ্গ মনে হয়। তার ডালগুলো কি কারও ওপর অভিমান করে এভাবে ঝুঁকে আছে? অভিমান করুক আর যাই করুক, এ আমলকী গাছের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আত্মার। যখন সিসিপিসি বন্ধ থাকে কিংবা আমি ছুটিতে থাকি তখন এ গাছটাকে আমি সবচাইতে মিস করি। এটি সকালে আমাকে স্নিগ্ধ অনুভূতি দেয়, তেমনি বাসায় যাওয়ার পথে দেয় শান্তির অনুভূতি। শীতের শেষে যখন পাতা ঝরে, তার ঝরা পাতার স্পর্শ নিতে অন্তত একবার হলেও কাছে দাঁড়াই।

অডিটোরিয়ামে যাওয়ার পথে স্কুল ভবন থেকে নাগলিঙ্গম গাছটাকে পাশ কাটিয়ে জাম গাছের তলা দিয়ে সামনের দিকে যেতে যেতে নাকে এসে লাগে তীব্র সুগন্ধ। স্বর্ণচাপা ফুলের গন্ধ। ফুলটা দেখতে হলে করিডোর থেকে মাথাটা বাইরে গলিয়ে ওপরের দিকে তাকাতে হয়। গাছগুলো অনেক লম্বা। আমি বুক ভরে গভীর শ্বাস নিই এবং ছাড়ি। ফুলের গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা। এই রকম শ্বাস নেওয়ার জায়গা এই পৃথিবীতে আমার জন্য কি আর আছে? স্বর্ণচাপা ফুলের রংটাও খুব সুন্দর সোনালি। সাত-আটটা পাপড়ি। তবে গন্ধটা তীব্র। চমৎকার সুগন্ধ।

হলুদ সোনালি রঙের সোনালু একটা গাছও এ ক্যাম্পাসে ছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাংলোতে উঠার রাস্তা যেখানে শুরু সেই পাহাড়ের নিচে ছিল গাছটা।

এখন আর দেখি না। যখন সোনালু গাছের ফুল ফুটতো তখন আর পাতাই দেখা যেতো না, শুধুই ফুল। পুরো গাছটাই হলুদ রং ধারণ করতো। এ ফুলটার প্রতি

আমার আকর্ষণ জন্মিয়েছে আমার এক ছোট ছাত্র। সম্ভবত ৯৪/৯৫ সালের কথা। জুনিয়র সেকশনের বাচ্চাদের কাছে অধ্যক্ষ মহোদয়ের পাহাড়ের বাংলোতে উঠা ছিল একটা Adventure। টিফিনের সময় দল বেঁধে ওরা পাহাড়ে উঠতো। এতো খুশি হতো যেন হিমালয় পর্বত জয় করে ফেলেছে। এজন্য তাদেরকে নিষেধ করা হতো, এমনকি বকাবকিও করা হতো। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ঐ যে Adventure বলে কথা। তো একদিন টিফিন পিরিয়ডে সম্ভবত ক্লাস থ্রি বা ফোরের কিছু ছেলে অনেক সোনালু ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আসলো। সোনালু ফুল থোকায় থোকায় হয় যেন মেয়েদের কানের দুল ঝুলে আছে। ওরা অনেকগুলো ছিঁড়ে এনেছিল। এ বিরাট কাণ্ড ঘটানোয় অবধারিতভাবে বকাবকি করতে হলো। বিশেষ করে গাছে উঠে ফুল ছিঁড়েছে। পড়ে গিয়ে যদি কারো হাত-পা ভাঙতো তাহলে কী হতো? এ আতঙ্কে একটু বেশি বকা দেওয়া হয়েছিল। তখন একটা ছেলে আমাকে একটা ফুলের থোকা দেখিয়ে বলেছিল, দেখেছেন ম্যাডাম? এগুলো ছোট থেকে বড়ো সাজানো। যেভাবে আপনি অঙ্ক ক্লাসে ছোট থেকে বড় সংখ্যাগুলো সাজিয়ে দেন, ঠিক সেরকম। আগারগুলো ছোট গোড়ারগুলো বড়ো। আমিও তাকিয়ে দেখলাম তাইতো? পাঁচটি পাপড়ির ফুল যেগুলো ভালো করে ফোটেনি সেগুলো আগারদিকে আর গোড়ার দিকেরগুলো বড়ো দেখাচ্ছে কারণ তারা পরিপূর্ণভাবে ফুটে গেছে। সেই ছোট বাচ্চাটার গভীর দৃষ্টি এ ফুলটার প্রতি আমার আগ্রহ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি সিসিপিসি ক্যাম্পাসে এ গাছটিকে এখনো খুঁজি, কিন্তু পাই না, হারিয়ে গেছে।

আরও একটি গাছ আমাকে হারিয়ে ফেলার বেদনায় ভারাক্রান্ত করে। সেটি আমাদের বিখ্যাত বকুলতলার বকুল গাছ। গাছটি মরে গেছে। এটির জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক আমাদের সবারই হাহাকার। সবার কতো স্মৃতি, আনন্দের-বেদনার। আর আমার জন্য এ গাছটি ছিল অনুপ্রেরণার। কারণ এ গাছটিকে দেখলে আমার মনে হতো এটি একটা বিশাল জায়গা জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে আমাদের ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে, আর বলছে "রোদ বৃষ্টি কষ্ট দিচ্ছে? কিচ্ছু হবে না। আমি বকুল আছি তোমাদের জন্য, আমার ছায়ায় আসো।" বকুলের মতোই আমার শিক্ষার্থীকে বলছি- "তুমি সব পারবে। তুমিই জিতবে। আমি আছি তোমার পাশে।" সেই বকুল আমাদের ছেড়ে গেল। এ ক্যাম্পাসে আরও অনেক বকুল গাছ আছে। কিন্তু এ বকুল গাছটা আমার প্রাণে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এ গাছটিকে আমি চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি।

আমি হারিয়েছি আমার অসম্ভব প্রিয় নাম না জানা এক ঝাঁক পাখিকে। যখন এই সিসিপিসিতে প্রথম আসি তখন খাঁড়া পাহাড়ের গর্তে থাকতো পাখিগুলো, নাম জানা হয় নি। পাহাড় কেটে যখন গ্যারেজ বানানো হলো, মাটি দিয়ে মাঠ ভরাট হলো আর পাখিগুলো হারিয়ে গেল। তবে এখনো অন্যান্য অনেক পাখি আছে।

সিসিপিসি পাখিদের অভয়ারণ্য। খুব সকালে ক্যাম্পাসে হাঁটতে আসি। সুনশান নিস্তব্ধতায় শুধুই পাখির কলতান থাকে তখন। সব পাখির নাম আমি জানি না। কোনোটা হলুদ কোনোটা সবুজ, খয়েরি, ধূসর, ফিরোজা নানা রঙের। আছে মাছরাঙা তাও আবার কয়েক ধরনের। ঘুঘু, টিয়া, টুনটুনি, দোয়েল, শালিক, বক আরও কতো কি! টুনটুনি এতো ছোট, আর জবা ফুলের গাছে ওদের দেখতে খুব ভালো লাগে। এ পাখি দেখার মধ্যে যে এতো আনন্দ, এটাও আমার এক ছাত্রের কাছ থেকে শেখা। সেদিন টিফিন ছুটি শেষ হলেও অনেক ছাত্র ক্লাসে আসেনি। তারা মাঠে খেলছে। ঘণ্টা যে বেজেছে সে খেয়াল তাদের নেই। আমরা শিক্ষকরা মাঠ থেকে তাদের ডেকে ক্লাসে নিয়ে এসেছি। এ অবস্থায় দেখা গেল ৮ম শ্রেণির এক ছাত্র ক্লাসে নেই। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছি এ সময় দেখা গেল আমাকে লুকিয়ে কেউ একজন দ্রুত দোতলায় উঠে যাচ্ছে। যথারীতি পাকড়াও হলো। শাস্তি দিব। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ছিলে? জবাব- পাখির বাসা দেখছিলাম। খুব সুন্দর একটা বাসা। দুইটা পাতা দিয়ে তৈরি। আমি এ জবাবের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি অবাক হলাম। সবাই যেখানে খেলায় ব্যস্ত, আর এই ছেলেটা পাখির বাসা তৈরির রহস্য উন্মোচন করছে। সে আমাকে বাসাটি দেখাতে চাইল। বললাম, ছুটির পর দেখব। তুমি এখন ক্লাসে যাও। ছুটির পর পাখির বাসা দেখতে গেলাম। করিডোরের পাশে খুবই ছোট একটা আগাছা জাতীয় গাছে দুটো পাতাকে জোড়া লাগিয়ে টুনটুনি পাখি বাসা বেঁধেছে দুটো ডিমও আছে। আমি আর আমার সেই ছাত্রটি বাচ্চা ফোটার জন্য অপেক্ষা করেছি এবং বাচ্চা দুটো জন্মাতে দেখেছি। ঐ ছেলে আমাকে ক্যাম্পাসের কোনদিকে কোন গাছে কোন পাখি আছে তার খবর দিত। আমিও দেখতে যেতাম। আমার সেই অভ্যাসটা এখনো মোটামুটি আছে। এই তো সেদিন দেখলাম কোকিল। কোকিলের ডাক অনেক শুনেছি। আর আমাদের ক্যাম্পাসে এতো কোকিল ডাকে, একেবারে কান ঝালাপালা করে দেয়। সবসময় সে মগডালে বসে ডাকে। খুব কাছ থেকে কখনো কোকিল দেখিনি। কিন্তু সেদিন করিডোরের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় চাঁপাফুল গাছের একেবারে নিচের ডালে দেখলাম তিনটা কোকিল। আমি ছবি তুলতে এবং ভিডিও করতে শুরু করলাম। কিন্তু কোকিল তিনটা আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। তারা নিজেদের নিয়ে মশগুল ছিল।

জলপাই ফুল মনে হয় কখনো মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। জলপাই ফুল যে কী সুন্দর! দেখি আর ভাবি এত সুন্দর ফুল কি কখনো দেখেছি? ক্রিম সাদা রঙের থোকায় থোকায় ফোটে। ঠিক ঝুমকোর মতো। খুবই ছোট ছোট। গাঢ় সবুজ পাতার ভেতরে ফুলগুলো উঁকি মেরে আমাকে জানান দেয়- এই তো আমি এখানে। জুন মাসেই ফুল ফুটতে শুরু করে। ক্যাম্পাসে অনেক জলপাই গাছ আছে। তাদের সাথে

আমার সম্পর্ক আত্মার।

দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে এই সবুজের মাঝে জানা-অজানা গাছপালা, পাখি দেখে আমার দিন শুরু হয়। সাথে থাকে আমার স্নেহের পবিত্র শিক্ষার্থীরা। যতই দিন যাচ্ছে ততই একটু একটু করে শুনতে পাচ্ছি বেলা শেষের গান। অনবধানে সিসিপিসিতে আমার থাকার দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করে এখন প্রায় তলানীতে এসে পৌঁছেছে। উপলব্ধি করছি বেলা পড়ে এসেছে। তাই বোধহয় অতীতের স্মৃতিগুলো বেশি করে মনে পড়ছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ তিনি আমাকে দীর্ঘ দিন ধরে সিসিপিসির সঙ্গে জড়িত থাকার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠসব দিন এখানেই অতিবাহিত করেছি। আমি ভাবুকজন ছিলাম না। এই প্রতিষ্ঠান আমাকে ভাবতে শিখিয়েছে। তাকে নিয়ে যতই ভেবেছি ততই তার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়েছে। এ তৃপ্তিহীন আকর্ষণ কখনোই ফুরোবার নয়। সিসিপিসি থেকে বিদায় নিলেও নয়। কারণ সিসিপিসি সত্যিকারের বন্ধুর মতোই হৃদয়ের উষ্ণতায় আমাকে প্রতিনিয়ত উষ্ণ রেখেছে। প্রেরণা দিয়েছে। আর শিখিয়েছে সাহসী হয়ে ঋজুভঙ্গিতে যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকতে, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হতে। তাই সিসিপিসিকে ধন্যবাদ নয়। কৃতজ্ঞতা। এ কৃতজ্ঞতা শুধুই স্বীকার করার।

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ (স্কুল)। কর্মকাল: ২৬ এপ্রিল ১৯৯২ থেকে অদ্যাবধি।

কলেজ গ্রন্থাগারঃ স্মৃতির কোলাজ

মো. আবদুল কাদের মিয়া

প্রতিটি মানুষই স্মৃতিকাতর। সুদীর্ঘ সাতাশ বছরের পথপরিক্রমা! চলার এই দীর্ঘ পথে রয়েছে নানান স্মৃতি! কত জনের সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে তা আজ শুধুই স্মৃতি। সেই সব স্মৃতিচারণ বড়ই মধুর যা হৃদয়ের আলমারিতে সযত্নে সঞ্চিত।

প্রকৃতির নয়নাভিরাম সবুজ বন-বনানী ঘেরা প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত ও সৌন্দর্যে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ (পূর্বতন নাম)। দৃষ্টিনন্দন পাহাড় চূড়ায় শোভা পাচ্ছে - 'প্রভু আমায় জ্ঞান দাও'। এই প্রতিপাদ্য নিয়েই শুভযাত্রা হয়েছিল এই শিক্ষাঙ্গনের। কালের পরিক্রমায় প্রভু শব্দটির স্থলে আল্লাহ শব্দটি স্থলাভিসিক্ত হয়েছে। শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র। এখানে রয়েছে ভালো মানুষ গড়ার সকল উপাদান। আর গ্রন্থাগার হলো সে সবের মধ্যে এক অন্যতম উপাদান।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত তবে সে নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে মানবাত্মার অমর আলোকে কালো অক্ষরের শৃংখলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে। ... হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।'

"বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল

এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

১৯৭৩ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক শর্ত ছিল যে প্রতিষ্ঠানে একটি গ্রন্থাগার থাকতে হবে। এই শর্ত পূরণের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হয়। স্কুলের মূল ভবনের উপরে ২য় তলায় ছিল অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাসভবন। তার নিচ তলার কক্ষে নতুন গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়। শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনায় জরুরি ভিত্তিতে কিছু বই, কিছু আলমারি ও কিছু চেয়ার ক্রয় করে গ্রন্থাগারের শুভ সূচনা হলো। এই নতুন গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেয়া হয় সহকারী শিক্ষক জনাব এম কবির আহমেদকে। তিনি সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ১৯৭৪ সালে (এসএসসি ১ম ব্যাচ) পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়।

জনাব এম. কবীর আহমদ ১৯৭৫ সালের ১০ আগস্ট পদত্যাগ করেন। ১৯৭৭ সালের ২ জুলাই মোফাজ্জল হোসাইন সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৮ সালের ৫ নভেম্বর পদত্যাগ করেন।

১৯৮৪ সালের ১২ নভেম্বর আবুল হাশেমকে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ১৯৯১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে মো. মঞ্জুর-উল-আলম চৌধুরী গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল পদত্যাগ করেন।

১৯৯৩ সালের ০১ নভেম্বর সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করেই এ বিদ্যাপীঠে নোঙর করলাম। জীবন এক আশ্চর্য বাস্তবতা! দেখতে দেখতে কত দিন মাস বছর যুগ চলে গেল। এখন বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে।

স্কুলের মূল ভবনের নিচে ডানে প্রশাসনিক অফিস, বামে স্কুল ক্যান্টিন (বর্তমান রেজিস্ট্রেশন শাখা), সামনে প্রধান দরজা, প্রবেশ পথেই বাম দিকে কম্পিউটার রুম (বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তার অফিস) আর ডানদিকে লাইব্রেরি রুম (বর্তমানে অফিস সুপার, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তার অফিস)। লক্ষ্য করলাম, ছোট্ট একটি কক্ষ ১১টি কাঠের আলমারির মধ্যে গ্রন্থগুলো বন্দি, দেখে মনে হল কারো হাতের পরশ পড়েনি অনেক দিন। গ্রন্থগুলোর গায়ে ধুলোর প্রলেপ, সবকিছু মিলিয়ে যেন পোকামাকড়ের ঘরবসতি যাতে আধুনিকতার ছোঁয়া কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির দাপট আসেনি তখনো। জায়গার সংকুলান না হওয়ায় কিছু গ্রন্থের জায়গা মিলেছে আলমারির উপরে। প্রায় দুই হাজার গ্রন্থের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর । তিনটি রিডিং টেবিল, চব্বিশটি চেয়ার । গ্রন্থাগারিকের বসার জন্য সুব্যবস্থা ছিল না। কম্পিউটার রুম থেকে পরিত্যক্ত দুটি টেবিল এনে একসাথে জোড়া লাগিয়ে, তার উপরে একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর একটা চেয়ারেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। এভাবেই চলতে থাকল দিন।

একাদশ শ্রেণির ছাত্র আশফাক প্রায়ই আমাকে লাইব্রেরির বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করত। অধ্যক্ষ গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ মহোদয় বলতেন যেদিন আপনার বই সাত হাজার হবে সেদিন একজন সহকারী পাবেন। দিন গড়িয়ে চলে বইও সাত হাজার হয় না আর সহকারীও পাই না। শুরু হলো এশিয়া ফাউন্ডেশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে উইথড্র বই সংগ্রহের করার কাজ। আস্তে আস্তে লাইব্রেরিতে গ্রন্থসংখ্যা বাড়তে শুরু করলো।

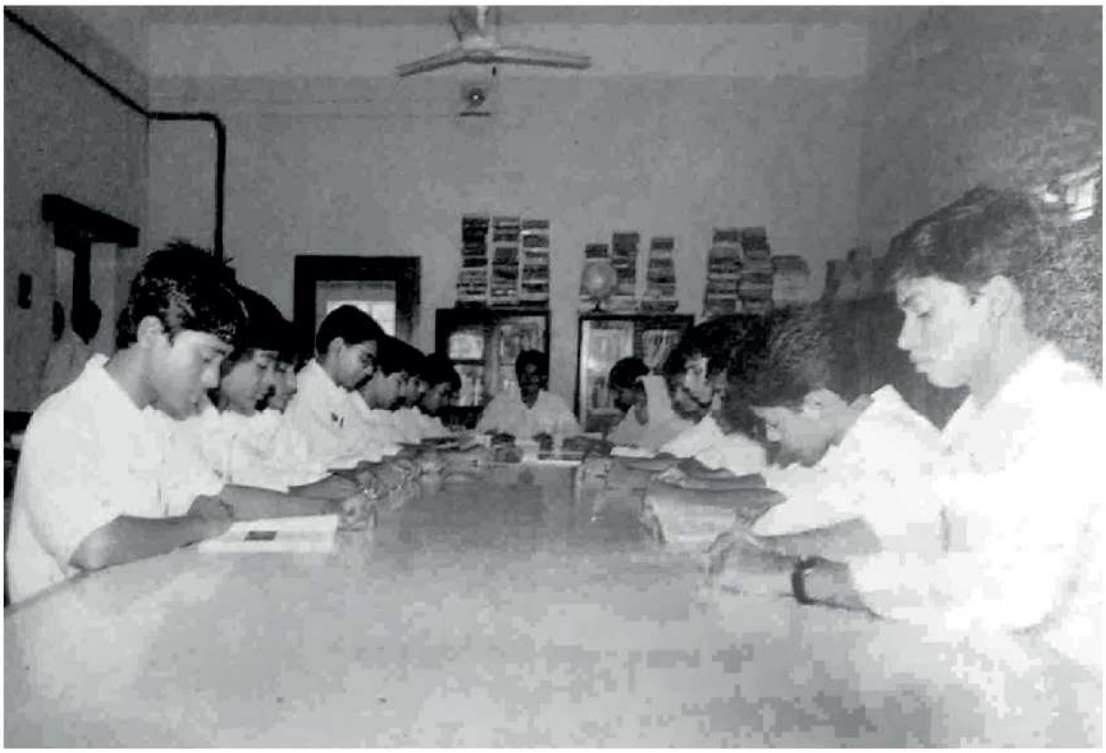

১৯৯৬ সালে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে গ্রন্থাগার শিফ্‌ট হলো পরিত্যক্ত হোস্টেল ডাইনিং হলে। নিচে ডাইনিং ওপরে মসজিদ ছিল। এখন যেখানে মুক্তমঞ্চ। প্রতিষ্ঠানে স্নাতক খোলার সিদ্ধান্ত হলে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। ১৯৯৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর স্কুল শাখায় জনাব ফিরোজ আহমেদকে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। চাকুরি জীবনে পেশাগত দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সদালাপী। তিনি ২৩ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ফিরোজ আহমেদের মত্যুতে ২০০৭ সালের ১ আগস্ট জনাব আমিনুল হককে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। স্নাতক শ্রেণি খোলার কারণে স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার আলাদা হয়ে যায়। কলেজ গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হলো অনার্স ভবনের তৃতীয় তলায় আর স্কুল গ্রন্থাগার স্কুলের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায়।

২০০০ সালে কর্নেল বাতেন স্যার সামরিক অফিসার হিসেবে সিসিপিসির প্রথম অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। যোগদানের পরপরই সব সেক্টরে উন্নয়নের জোয়ার

বইতে লাগলো। লাইব্রেরি ও লক শেল্‌ফ থেকে ওপেন শেল্‌ফ হলো। অর্থাৎ বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেল।

২০০২ সালের ২২ আগস্ট বোরহান উদ্দিন কলেজ গ্রন্থাগারে ও মো. আব্দুল আজিজ স্কুল গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সহকারী পদে যোগদান করে। বোরহান উদ্দিন ২০০৭ সালের ১৬ জুন এবং মো. আব্দুল আজিজ ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি চাকুরি থেকে অব্যহতি দেয়। ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি মেজবাহ উদ্দিন গ্রন্থাগার সহকারী হিসেবে যোগ দেয়। পরবর্তীতে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে ২০১১ সালের ০১ নভেম্বর পদোন্নতি পায়। তিনি ২০১৪ সালের ০৩ ফেব্রুয়ারি চাকুরি হতে অব্যাহতি

দেয়। ২০১৪ সালের ১ জুন মো. আইয়ুব গ্রন্থাগার সহকারী হিসেবে যোগদান করে এবং ০৫ জুন ২০১৪ সালের জুলাই মাসে মাত্র ০৪ দিন চাকুরি করে অব্যাহতি দেয়। ২০১৪ সালের জুলাই মাসের দিকে জাহেদুল ইসলাম নামে একজন করণিককে গ্রন্থাগার সহকারী হিসেবে অস্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের অক্টোবরে সেও অব্যাহতি দেয়। ২০১৬ সালের ০২ জানুয়ারি থেকে মো. আব্দুল হাদী গ্রন্থাগার সহকারী হিসেবে কর্মরত আছে।

২০১৩ সালে অধ্যক্ষ কর্নেল শাহরীয়ার আহমেদ চৌধুরী-এর নির্দেশে অনার্স ভবনের ৩য় তলা থেকে নবনির্মিত ৬ তলা কলেজ ভবনের ৩য় তলায় গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়। ২০১৪ সালে অধ্যক্ষ কর্নেল রফিক স্যার তৃতীয় তলায় গ্রন্থাগার থাকা বিপজ্জনক মনে করলেন। কখনো কোথাও নাকি বুকশেল্‌ফ ও বইয়ের ওজনের ভারে লাইব্রেরি ভেঙে পড়েছিল! তাই তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হবে

একই ভবনের নিচ তলায় এবং গ্রন্থাগার হবে একটি। সকল ভাবনার অবসান ঘটিয়ে স্কুল, কলেজ এবং সম্মান শাখা একত্র করে প্রতিষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ।

২০১৬ সালে অধ্যক্ষ কর্নেল তোহা স্যার এর নির্দেশে আজকের এই গ্রন্থাগার নতুন রূপে, নতুন সাজে সুসজ্জিত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থাগার ভবনটি প্রায় দুই হাজার বর্গফুট। ২০১৮ সালে অধ্যক্ষ কর্নেল মনিরুজ্জামান স্যারের নির্দেশে পাঁচটি কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সুবিধা এবং ২টি সিসি ক্যামেরা সংযুক্ত হয়। সংগ্রহে আছে প্রায় চৌদ্দ হাজার বই। ধর্মীয় গ্রন্থ, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ক্রীড়া বিষয়ক ইত্যাদি বইয়ে ভরপুর। এছাড়াও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার। ফ্রেমে সংযুক্ত আছে, প্রথম থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত ম্যাগাজিন *গিরিপ্রভার* প্রচ্ছদসমূহ। গ্রন্থাগারে সুসজ্জিত আছে ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক তথ্যচিত্রসহ, মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক তথ্যচিত্র, আরো রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, সংগীতশিল্পী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের জীবন-বৃত্তান্ত। আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন, জার্নাল, সাময়িকী, মানচিত্র, ০৮টি দৈনিক পত্রিকাসহ অন্যান্য সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন। বর্তমানে রয়েছে ২৬টি রিডিং টেবিল, ১৫০টি চেয়ার, ৩০টি বুকশেল্ফ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

প্রতিষ্ঠানের সম্মান শখার শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিনার কক্ষ হিসেবে রয়েছে লাইব্রেরির একটি শাখা। যেখানে সংগৃহীত আছে ১৩৭৫টি গ্রন্থ। বিভিন্ন জার্নালসহ আরো রয়েছে একাধিক পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ। সুসজ্জিত এই সেমিনার কক্ষটির সেমিনার সহকারী হিসেবে ১৯ জুন ২০১৭ থেকে দায়িত্ব পালন করছে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

শিক্ষক হলো মোমবাতির মতো, যে নিজে জ্বলে অন্যের জীবন আলোকিত করে। আর লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের বাতিঘর, যে বাতিঘরের আলো কখনো নিভে না। যুগ থেকে যুগান্তরে মহাকালের মহাযাত্রায় লাইব্রেরিই পৃথিবীর একমাত্র ঠিকানা যে ঠিকানায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা ফিরে ফিরে আসে। সেই বাতিঘরের আলো ছড়িয়ে পড়ুক দিক-দিগন্তে।

লেখক: গ্রন্থাগারিক। কর্মকাল: ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে অদ্যাবধি।

গৌরবের ৫০ বছরঃ
একটি অনন্য আয়োজন এবং কিছু আশাবাদ

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম

১৯৬১ সাল। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের একপ্রান্তে পাহাড়ঘেরা নৈসর্গিক পরিবেশে প্রকৃতির কোলে অনন্য স্থাপত্য নকশায় গড়ে উঠেছিল এক অনন্য সুন্দর বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল। তারপর কালের পরিক্রমায় ১৯৮১ সালে কলেজ শাখা চালু হয়ে নামকরণ হলো চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ১৯৯৫ সালে স্নাতক (পাস) কোর্স চালু এবং ২০০৫ সালে অনার্স কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পেল এ প্রতিষ্ঠান। নতুন নামকরণ হলো চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ। জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে একদিন যে চারাগাছ যাত্রা শুরু করেছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে মহীরুহে। আজ এ প্রতিষ্ঠান শুধু চট্টগ্রামেরই নয়, সারা বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ থেকে ২০১১ সাল। এ প্রতিষ্ঠান পেরিয়ে এসেছে তার গৌরবময় ৫০টি বছর। এখন ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস- কিছুটা বিলম্বিত আয়োজন হলেও অধ্যক্ষ মহোদয়ের সদিচ্ছা ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহে আয়োজন হতে যাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের ৫০ বছর পূর্তি ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ২য় পুনর্মিলনী উৎসব।

অর্ধশতাব্দী প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠান তার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী মেধা ও মননে বিকশিত হয়ে আজ তারা দেশের যোগ্য নাগরিক, কর্মক্ষেত্রে তারা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাদেরই কিছু প্রাণোচ্ছল তরুণ (অনেকেই বয়সে প্রবীণ হলেও মননে নবীন) একত্রিত হয়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছে এ সুবিশাল আয়োজনের।

এদেরই কয়েকজন প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীর অনুরোধে লিখতে বসে আজ আমি কিছুটা স্মৃতিকাতর। এ আয়োজন যে শুধু আমাকেই স্মৃতিকাতর করেছে তাই নয়, আমার বিশ্বাস এ আয়োজন আনন্দাশ্রু এনে দিবে অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর চোখে। আনন্দে জড়িয়ে ধরবে তারা প্রাক্তন সহপাঠীদের। স্মৃতির জানালা খুলে তারা মেলে ধরবে নিজেকে অন্যের সামনে। পারস্পরিক ভাব বিনিময় তাদের মধ্যে সৃষ্টি করবে

এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

আজ আমার মনে পড়ছে অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের। তাদের কাউকে মনে আছে ভালো ছাত্র ছিল বলে, কাউকে মনে আছে খুব খারাপ ছাত্র ছিল বলে, কাউকে মনে আছে খুব দুষ্টু বলে আবার কাউকে মনে আছে নাচ, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলায় ভালো ছিল বলে। নানা কারণে নানাজনের মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়, মনের মণিকোঠায় উঁকি দিচ্ছে তাদের অনেকেরই নাম। খুব লোভ হচ্ছিল তাদের কয়েকজনের নাম লিখি, কিন্তু যাদের নাম লিখব না তারা হয়ত কষ্ট পাবে ভেবে ইচ্ছাটা সংবরণ করলাম। খুব ভালো লাগে যখন দেখি ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটাও আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

পথ চলতে গিয়ে অনেক সময় প্রাক্তন কোনো ছাত্র-ছাত্রী সামনে এসে দাঁড়ায়। সালাম করে নিজের পরিচয় দেয়। ভালো লাগে যখন বলে, স্যার আপনার বোঝানোর কারণেই আজ আমি এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি। কিংবা কেউ বলে, স্যার আপনার বকা দেওয়া, শাসন করাটা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। খুব ভালো লাগে যখন দেখি আমার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই এখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি, ব্যাংকার, শিক্ষক কিংবা অভিনেতা- অভিনেত্রী। তারা সকলেই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে দেশ মাতৃকার সেবা করে চলেছে।

আজ মনে পড়ছে আমার অনেক প্রাক্তন সহকর্মীদেরও। যাঁদের স্নেহ ও ভালোবাসায় ভালোবেসে স্থায়ী হয়েছি শিক্ষকতা পেশায়। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনার জন্য আমি ঋণী। আজ মনে পড়ছে রাজিয়া ম্যাডাম, সেহেলী ম্যাডাম, বিলকিস ম্যাডাম, আজগর স্যার, খাদেম স্যার, সুজলা ম্যাডাম, রোকেয়া ম্যাডাম, মুজিবুর রহমান স্যার, খালেক স্যার, মফিজ স্যার, নুরুল আলম স্যার প্রমুখ অনেক প্রাক্তন সহকর্মীকে। বিশেষকরে মনে পড়ছে আমার অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান বিলকিস ম্যাডামকে। যিনি মাতৃসুলভ মমতায় বড়বোনের মতো আমাকে প্রতিটি কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আজ মনে পড়ছে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুর্শিদ স্যার, বাতেন স্যার, মোকাররম স্যার, সামসুল আলম স্যার, মাওলা স্যার, মুর্তজা স্যার, জাহিদ স্যার, আনিস স্যার, গোলাম জাহিদ স্যার, সুবহানী স্যার প্রমুখকে। এঁদের সকলের কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ। কর্মক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে তাঁরা সকলেই আমাকে হাতে কলমে কাজ শিখিয়েছেন। মনে পড়ছে প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মাহাবুবুল আলম স্যারকেও যিনি আমাকে শিখিয়েছেন শত ব্যস্ততায়ও কীভাবে হাসিমুখে কাজ করতে হবে। এঁরা সকলেই আমার শিক্ষকতা জীবনের শিক্ষক।

আজ খুব ভালো লাগছে এই ভেবে যে, পুনর্মিলনীর এই সুযোগে আবার দেখতে পারব আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের, আমার সুপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের। এ মিলনমেলা

আবার সুযোগ করে দেবে আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও গড়ে উঠবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মমতার বন্ধন।

আমি আশা করি পুনর্মিলনীর এ আয়োজন শুধু দুদিনের আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে Old Publican পরিবারে। যে পরিবারে আমরা সবাই হবো সহোদর ভাই-বোনের মতো। আমরা একে অন্যের সুখ-দুঃখে, হাসি-কান্নায় অংশীদার হবো। একজনের বিপদে অন্যজন এগিয়ে যাবো আপন ভাইয়ের মতো।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন নিয়ে আরো অনেক বড় স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্ন দেখি, এ সংগঠন হবে এ প্রতিষ্ঠানের সকল প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সেতুবন্ধন। এর প্রতিটি সদস্য একে অন্যকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কোনো শিক্ষক-কর্মচারী অবসর জীবনে এই ভেবে বুকে সাহস পাবে যে, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। প্রতিষ্ঠানে সদ্য পাস করা কোনো ছাত্র-ছাত্রী কর্মজীবনের শুরুতেই জীবন সংগ্রাম শুরু করতে গিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়বে না। এই সংগঠন তাদেরও ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা করবে। এ সংগঠন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের, শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি তথ্য ব্যাংক গড়ে তুলবে। কোনো প্রাক্তন ছাত্রের কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন হলে সে অগ্রাধিকার দেবে কোনো Publican কে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসেবায়ও দল বেঁধে অংশগ্রহণ করবে এ সংগঠন। এ সংগঠন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের উন্নয়নে সবসময় অংশীদার হবে। স্বপ্ন দেখি আগামী দিনের স্বনির্ভর ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে এ সংগঠনের প্রতিটি কর্মীই থাকবে একেবারে সামনের সারিতে।

লেখাপ্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তীর সংখ্যা-২০১১

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (বিবিএ প্রফেশনাল)। কর্মকাল: ০২ মার্চ ১৯৯৬ হতে অদ্যাবধি।

সিসিপিসি
পরিবর্তনের ২১ বছর

অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম

গিরিপ্রভা ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সংখ্যা তিনটিতে আমার লেখা ইতিহাসনির্ভর তিনটি নিবন্ধ ছাপা হয়। নিবন্ধ তিনটিতে সিসিপিসির প্রতিষ্ঠকাল, একাডেমিক কার্যক্রম শুরু, প্রশাসনিক কাঠামো, ক্রমোন্নতি ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর ১৯৬১ সালে স্থাপন করা হলেও এর প্রথম একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৯ সালে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লে.কর্নেল এম সর্দার খান এর তত্ত্বাবধানে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সাল হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রথা অনুসারে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হলেও এই ২৮ বছর বিভিন্ন বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ পর্যায়ক্রমে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মূলত এই সিকি শতাব্দীর মধ্যেই গড়ে উঠে সিসিপিসি'র নিজস্ব চরিত্র, স্টাইল ও ভাবমূর্তি।

এরপর শুরু হয় সিসিপিসির নতুন অধ্যায়। কর্মরত সেনা কর্মকর্তাগণ অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেতে শুরু করেন। এই ধারাবাহিকতায় প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন লে. কর্নেল (পরবর্তীতে কর্নেল) মো. আব্দুল বাতেন, এইসি। শুরু হয় নব উদ্যমে একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন। ৪ জানুয়ারি, ২০০০ তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। শুরুতেই একাডেমিক কার্যক্রমকে গাতিশীল করার লক্ষ্যে বিদ্যমান উপাধ্যক্ষের পাশাপাশি স্কুল সেকশনের সিনিয়র ও জুনিয়র সেকশনের জন্য তিনি দুজন কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ এবং স্কুল শাখায় একইসাথে ১১ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেন। পাশাপাশি আরও চার মাস পর প্রশাসনিক কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে একজন এডমিনিস্ট্রেটিভ কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানে একটি মেডিকেল সেন্টার গঠন করে মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেন।

এসময় ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে মেয়েদের জন্য একটি করে নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করা হয়। সহপাঠ কার্যক্রমকেও নিয়মিত ও গতিশীল করা হয়। হাউজভিত্তিক বিতর্ক, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে হাউজভিত্তিক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশনা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষাসফর, শিক্ষাবর্ষ শেষে ক্লাস পার্টির আয়োজন এবং বিদায়ি শ্রেণিসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য বনভোজন আয়োজনের মাধ্যমে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসময় হতেই নিয়মিতভাবে অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। শিক্ষার্থীদের মাঝে সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর বিভিন্ন গ্রুপে সেরা শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয় এবং বছর শেষে বার্ষিক পুরস্কার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর সেরা শিক্ষার্থী, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী, বিভিন্ন শ্রেণিতে পজিশনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং পাবলিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ২০০০ সাল হতেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকীর নামকরণ করা হয় *গিরিপ্রভা* এবং প্রতিবছরই *গিরিপ্রভা* প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্নেল বাতেন স্যার অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেন। প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীরসহ প্রধান গেইট নির্মাণ, মূলভবন ও কলেজ ভবন (বর্তমান অনার্স ভবন) এর মধ্যে চলাচলের জন্য করিডোর, কলেজ ক্যানটিন (পুরাতন), স্টেজ নির্মাণসহ সিলিং ও চারপাশে একুইস্টিক বোর্ড স্থাপন করত অডিটোরিয়াম ব্যবহারোপযোগীকরণ, খেলার মূল মাঠের উন্নয়ন, বয়েজ কমনরুম নির্মাণ, তিনটি বাস ও একটি কার ক্রয়সহ পরিবহণ শাখা স্থাপন এবং গ্যারেজ, হার্ডস্ট্যান্ড ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এতদভিন্ন অফিস, লাইব্রেরি ও বিভিন্ন গবেষণাগারের জন্য আসবাবপত্র তৈরি, মূলভবনের প্রতি কক্ষে অতিরিক্ত দুটি করে ফ্যান এবং ভিজিটরের জন্য অতিরিক্ত একটি করে দরজা স্থাপন এবং টয়লেটসমূহের ফ্লোর মোজাইককরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। নবনির্মিত করিডোরের পূর্ব পাশে এবং মূলভবনের দক্ষিণ পাশে সারিবদ্ধভাবে উইপিং উইলো গাছ রোপণ করা হয়। মূল রাস্তার উভয় পাশে, মাঠের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে, গ্যারেজের দক্ষিণ পাশে প্রাচীর সীমানা ঘেঁষে এবং শিক্ষক আবাসনের রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে মেহগনি ও নারিকেল গাছ রোপণ করা হয়।

এছাড়া অডিটোরিয়ামের উত্তর পাশের রাস্তাসহ এর পূর্বপাশের একাডেমিক ভবনদ্বয়ে যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ এবং শিক্ষক আবাসনের সম্মুখস্থ রাস্তাসহ ক্যাম্পাসের সকল চলাচলের রাস্তা এ সময়ে সংস্কার করা হয়। তাঁর পরিকল্পনা

অনুসারে প্রতিষ্ঠানের গোল চত্বরে গ্লোব স্থাপন করা হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্লোবটির নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন তৎকালীন প্রভাষক ও এডমিনিস্ট্রেটিভ কো-অর্ডিনেটর মো. জাহাঙ্গীর আলম (বর্তমান উপাধ্যক্ষ, কলেজ) এবং তৎকালীন ঊর্ধ্বতন শিক্ষক মরহুম খায়রুল মুমিনিন। পরবর্তী অধ্যক্ষ কর্নেল মোকাররম আলী খান যোগদানের পর প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়। কর্নেল বাতেন স্যারের সময়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন হয়। দুটো ভিন্ন কমিটির মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠানের জন্য সার্ভিস রুল ও এসওপি প্রণয়ন করেন। শিক্ষকদের সহায়তায় ইনহাউজ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। এ সময়ে ২০০২ সাল প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। ৬ নভেম্বর, ২০০১ তারিখে প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামটি উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, এনডিইউ, পিএসসি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন এবং ৩১ অক্টোবর, ২০০২ তারিখে বয়েজ কমনরুম উদ্বোধন করেন। পরিচালনা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাফিজ, পিএসসি, কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। পরবর্তী অধ্যক্ষ কর্নেল মোকাররম আলী খান এ প্রতিষ্ঠানে ২৯ আগস্ট, ২০০২ তারিখে যোগদান করেন। যোগদানের পর হতে তিনি একাডেমিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মূল মাঠের পশ্চিম প্রান্তে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত ড্রেন নির্মাণ এবং অধ্যক্ষের বাসভবনের সম্প্রসারণের কাজ এ সময়ে সম্পাদিত হয়। তাঁর উদ্যোগে করিডোরের পশ্চিম পাশে এবং মূল গেইট হতে শুরু করে রাস্তার উভয় পাশে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দুই সারিতে উইপিং উইলো রোপণ করা হয়।

কর্নেল সৈয়দ মোফাজ্জেল মাওলা স্যার ১৭ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে ১৫ আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। স্যারের সময়ে প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথমবারের মতো ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিবিএ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি সম্মান কোর্স চালুর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশনায় সহযোগী অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী অনার্স কোর্সে অধিভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সমন্বয় করেন। মাওলা স্যারের সময়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিদর্শনসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

সিসিপিসির ইতিহাসে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ একটি নতুন মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৬ আগস্ট ২০০৫ তারিখে কর্নেল শাহ মুর্তজা আলী এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। স্যারের সময়ে ২৪ মে ২০০৬ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যানেজমেন্ট ও বিবিএ প্রোগ্রাম ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান কোর্সের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন করেন

প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সিনা ইবনে জামালী, এডব্লিউসি, পিএসসি মহোদয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৫ সালে অনুমোদিত হয়।

কর্নেল মো. জাহিদ হোসেন, পিএইচডি ৯ মে, ২০০৭ হতে ১৬ আগস্ট, ২০০৮ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সময়ের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের মূল ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দেয়, তিনতলা হোস্টেল ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষের সংকট দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠানের উত্তর প্রান্তে ৭টি শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট টিনসেড ভবন নির্মাণ করেন, যেখানে সাময়িকভাবে জুনিয়র সেকশনের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। এ সময়ে ৫তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং পত্রিকায় দরপত্রও প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া তিনি ২ নম্বর মাঠে মাটি ভরাট এবং টিনসেড ভবন পর্যন্ত ব্রিক হেরিংবোন রাস্তা নির্মাণ কাজের অনুমোদন নেন। তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বাসও ক্রয় করা হয়। পরবর্তী অধ্যক্ষ কর্নেল মো. আনিসুর রহমান চৌধুরী, পিএসসি এর সময়ে টিনসেড ভবন পর্যন্ত ব্রিক হেরিংবোন রোড নির্মাণ করা হয়। তিনি বর্তমানে অনার্স ভবনের দক্ষিণের অংশের সীমানা প্রাচীরের কাজের সংস্কার সাধন করেন। মূল ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিলে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে শ্রেণি কার্যক্রম ব্যাহত না করেই Recto fitting এর মাধ্যমে ভবটির পিলার সমূহের সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ৫তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ৩৫টি শ্রেণিকক্ষকে চেয়ার টেবিল দ্বারা ক্লাস পরিচালনার উপযোগী করে সজ্জিত করা হয়। এ সময়েই প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি এবং স্থায়ী নীতিমালায় সংশোধনী আনা হয়। শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরিকাল ৬০ বছর পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষর্থীদের যাতায়াতের জন্য একটি বাসও ক্রয় করা হয়। কর্নেল সৈয়দ গোলাম জাহিদ, পিএসসি ২০ মার্চ ২০১০ হতে ০৭ আগস্ট, ২০১২ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হয়। এর মধ্যে নবনির্মিত ৫তলা একাডেমিক ভবনের সম্মুখস্থ নিচু স্থান মাটি দ্বারা ভরাটকরণ, ভবনটির পিছনের রিটেনশন ওয়াল নির্মাণ, মূলভবন হতে ৫তলা ভবনে যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ, মূলভবনের পূর্ব পাশে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হেরিংবোন রোড নির্মাণ, পুরাতন হোস্টেল বিল্ডিং এর স্থানে ৬তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। মূলত তৎকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আস্‌হাব উদ্দীন, এনডিসি, পিএসসি মহোদয়ের আগ্রহ ও

নির্দেশনা মোতাবেক ৬তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এ সময়ে এর তিন তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়, সেমিপাকা টিনসেডের সামনের ফাঁকা স্থান দুদফা মাটি ভরাটের মাধ্যমে খেলার মাঠে রূপান্তর করা হয়। এতদভিন্ন এ সময়ে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের জন্য ১৩ আসন বিশিষ্ট একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয় এবং পুরাতন হয়ে যাবার কারণে পুরাতন স্ট্যাফকারের পরিবর্তে নতুন কার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কর্নেল (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) মো.আসাদুজ্জামান সুবহানী ০৮ আগস্ট, ২০১২ হতে পরবর্তী পাঁচ মাসের জন্য এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বল্প সময় অবস্থানকালীন তাঁর সময়ে ৬ লা একাডেমিক ভবনের ৪র্থ তলার ছাদের কাজ শেষ হয়। ৬তলা ভবনের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চেয়ার-টেবিল ক্রয় করা হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানে একটি শহিদ মিনার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর সময়ে শহিদ মিনারের মডেল ও স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়। শহিদ মিনারটির স্থপতি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থী তনিমা তাহসিন। এছাড়া এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তনসহ ১০০ কেবি ট্রন্সফরমারের পরিবর্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২৫০ কেবি ট্রান্সফরমার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে কর্নেল (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) শাহরীয়ার আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করার পর পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক শহিদ মিনার এবং ২৫০ কেবি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমারের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ সময় ৬তলা ভবনের ৪র্থ তলার সম্পূর্ণ ও ৫তলার আংশিক কাজ সম্পন্ন হয়। এ সময়েই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসসমূহ নবনির্মিত (৩য় তলা পর্যন্ত) ৬তলা একাডেমিক ভবন ও মূল ভবনে এবং অনার্স পর্যায়ের ক্লাসসমূহ অডিটোরিয়ামের পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবনদ্বয়ে স্থানান্তর করা হয়।

কর্নেল আবু ছালেহ মো. রফিকুল ইসলাম ০১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ২টি নতুন বাস ক্রয় করেন, কলেজ শাখার ১৩টি শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেন, শিক্ষকদের জন্য মূল ভবনের একটি কক্ষ ও ৫তলা একাডেমিক ভবনের ৩টি কক্ষ ইনটেরিয়র ডিজাইনসহ আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এ সময়েই ৬তলা একাডেমিক ভবনের ৫ম তলার আংশিক কাজ ও ৬ষ্ঠ তলার সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয় এবং একাডেমিক ভবন হতে মূল ভবনে যাবার হেরিংবোন রোড নির্মাণ করা হয়। এতদভিন্ন তিনি ৬তলা ভবনের উত্তর পাশের বর্ধিতাংশ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে মোতাবেক অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন নেন। এ সময়ে করিডোরের পূর্ব পাশের উত্তর-দক্ষিণে বৃষ্টি ও বর্ষার

পানি নিষ্কাশনের পাকা প্রলম্বিত ড্রেন নির্মিত হয়। নতুন নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে একাডেমিক প্রয়োজনে টিনসেড ভবনের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এ সময় টিনসেড ভবনকে স্টাফ কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয় এবং ৬তলা একাডেমিক ভবনের শিক্ষার্থীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। এছাড়া সংশোধনপূর্বক নবভাবে প্রণয়নকৃত বহু প্রতীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের খসড়া চাকুরিবিধি অনুমোদিত হয়।

০৬ জুন, ২০১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা, বিএসপি, এসজিসি,এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ভালো মানুষ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় বুকে ধারণ করে পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের ক্লাব কার্যক্রমকে গতিশীল ও সম্প্রসারিত করেন। ফুটবল, ক্রিকেট, কারাতে ইত্যাদি খেলাধুলায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীলকরণের লক্ষ্যে স্কুল ও কলেজ উভয় শাখায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন।

প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে পানিতে না ভিজে প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলোর মধ্যে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

কর্নেল তোহা স্যারের সময়ের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্যে ৬তলা একাডেমিক ভবনের দক্ষিণ পাশের সম্প্রসারণের কাজ, ৫তলা ও ৬তলা উভয় ভবনে শিক্ষকদের জন্য লিফ্ট স্থাপন, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ক্যানটিন নির্মাণ, শিক্ষার্থীদের ছাউনি নির্মাণ, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আবাসন নির্মাণ, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড, ২নং মাঠের নেট প্র্যাকটিস পিচ ও ওয়েটিং শেড নির্মাণ, লাইব্রেরি কক্ষকে নতুনরূপে সুসজ্জিতকরণ, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের আবাসন হতে ২নং গেইট পর্যন্ত হেরিংবোন রোড নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতদভিন্ন তিনি ৫তলা একাডেমিক ভবনের সম্মুখস্থ স্থান ও রাস্তায় পেভমেন্ট টাইল্স স্থাপন করেন। মূলভবনের পশ্চিমের ওয়ালে বিশালাকৃতির বাংলাদেশ ও বিশ্ব মানচিত্র স্থাপন করেন। বর্ষা মৌসুমে জল নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানের মূল রাস্তার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত মূল গেইট হতে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের উত্তর সীমানা পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মাণ করেন।

এ সময় ৬তলা একাডেমিক ভবনের শিক্ষকদের কক্ষগুলো পরিকল্পতভাবে আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য একাডেমিক ভবন ও প্রশাসনিক

ভবনের জন্যও বিপুল সংখ্যক আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য ৪টি বাস ক্রয় করেন এবং পুরানো স্টাফ কারটি বিক্রয় করে নতুন একটি স্টাফ কার ক্রয় করেন। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্টাফদের জন্য দুটি পৃথক ক্লাব গঠন করা হয়। এ সময়কাল হতেই প্রকাশিত হতে থাকে প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'গিরিবার্তা'। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'সিসিপিসি এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'সিজিবিএ' কে সক্রিয়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার সময়কালেই সিসিপিসি কলেজ পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষসপ্তাহ উপলক্ষ্যে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হবার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পিএসসি ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। যোগদানের পর হতেই তিনি সকল পর্যায়ে উন্নয়নের ধারা যথাযথভাবে অব্যাহত রাখেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠানের মূল ভবনের পশ্চিম প্রান্তে স্থাপিত হয় বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস, গৌরবগাথা ও জীবন-সংস্কৃতি নিয়ে নির্মিত ম্যুরাল 'আমার বাংলাদেশ'। অধ্যক্ষ মহোদয়ের ভাবনা, চিন্তা ও পরিকল্পনা থেকে নির্মিত এ ম্যুরালটির স্থপতি হচ্ছেন প্রণব সরকার। ১২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে ম্যুরালটির উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল এস.এম. মতিউর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, চট্টগ্রাম এরিয়া। এ সময়েই নির্মিত আরেকটি নান্দনিক স্থাপনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক বিশ্রামাগার। আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এ স্থাপনাটির নকশা তৈরি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আই বীম কনস্ট্রাকশন। ২৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখে এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাবিবুল করিম, বিজিবিএম, পিবিজিএম, বিজিবিএমএস, এনডিসি, পিএসসি মহোদয় এবং ২৩ জুন ২০২০ তারিখে এটির উদ্বোধন করেন পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. সামসুজ্জামান, এওডব্লিউসি, পিএসসি মহোদয়।

এতদভিন্ন এ সময়কালে ৬তলা একাডেমিক ভবনের কনফারেন্স কক্ষে পিএ ইকুইপমেন্ট স্থাপন, ভবনটির সম্মুখস্থ স্থান ও রাস্তায় পেভমেন্ট টায়েলস স্থাপন, আন্ডার গ্রাউন্ড অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন, মুক্তমঞ্চ নির্মাণ, সিসিটিভি ক্যামেরা কার্যক্রমের সম্প্রসারণকরণ, বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন মেশিন এবং 6KVA ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর ক্রয় করা হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ইতিহাসের বাস্তবতায় পুরানো তিনটি হাউজের পরিবর্তে এ সময়ে পুরোনো একটি

হাউজ (নজরুল) বহাল রেখে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম, বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এবং বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নামে চারটি হাউজ প্রবর্তন করা হয়। পূর্ববর্তী দুই বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ সময়ে ২০১৮ ও ২০১৯ সালেও সিসিপিসি জাতীয় শিক্ষাপ্তাহ উপলক্ষ্যে কলেজ পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হবার গৌরব অর্জন করে। এভাবেই বিগত দুই দশক ধরে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তথা সেনাকর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে বদলে যেতে থাকে সিসিপিসি। ক্রমান্বয়ে সিসিপিসি রূপান্তরিত হতে থাকে দৃষ্টিনন্দন ও অনির্বাচনীয় সৌন্দর্যের সুষমামণ্ডিত এক আদর্শ শিক্ষানিকেতনরূপে, যার সৌরভ জাতীয় পর্যায়ের আঙিনা ছেড়ে আজ বিশ্বপরিমণ্ডলেও পরিব্যাপ্ত। ইতোমধ্যে সিসিপিসি তার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। অতিক্রান্ত হতে চলেছে আরো দশটি বছর। আগামী বছরেই সিসিপিসির বয়স উন্নীত হবে ষাটে। শুধু ষাট নয়, সত্তর নয় যুগ হতে যুগান্তরে সিসিপিসি তার উন্নয়নের ঝাণ্ডা উড়িয়ে এগিয়ে যাবে সাফল্য ও উন্নয়নের চরম উৎকর্ষে, এ প্রত্যাশা নিঃসন্দেহে তেমন বাহুল্য নয়।

তথ্যসূত্র: প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র।
লেখা প্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা- ২০২০

লেখক: প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

প্রাঙ্গণে মোর স্মৃতিগাথা

নাইমা সেহেলী

শিক্ষাজীবন এক বিচিত্র ও অভিজ্ঞতার বিশাল জগৎ। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে, পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। চট্টগ্রাম শহরের এক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের নাম চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৭ অক্টোবর ১৯৬১ সালে, আর তা করেছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের তদানীন্তন কমান্ডিং অফিসার কর্নেল শেখের তত্ত্বাবধানে এর শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন লে. কর্নেল সরদার খান। প্রথম পর্যায়ে ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান শুরু করেন মিসেস জোহরা কবির, মিসেস সোফিয়া সিদ্দিকি মিঞাসহ ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। '৭০-এর ডিসেম্বরে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন আশরাফ সাহেব ও দিলারা জামান (অভিনয় শিল্পী)।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দিশিবির হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন জেলা প্রশাসক সামাদ মহোদয়ের সমর্থনে একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক একে অনাথ আশ্রমে রূপান্তর করে নির্যাতিত ও নিগৃহীত শিশু ও মহিলাদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কমান্ডিং অফিসার মরহুম জেনারেল মীর শওকত আলীর সহায়তায় এই অনাথ আশ্রমের কার্যক্রম বন্ধ করা হয় এবং তিনি ১৭ মার্চ ১৯৭২ সালে পুনরায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার পেছনে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা ব্যতিরেকে এটা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। তাই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা যেতে পারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ- জনাব জলিল, জনাব ইউসুপ ও জনাব সেকান্দরকে। জনাব ইউসুপ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থন ও সহায়তা নিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর মূল্যবান

অবদান রাখেন। সে সময়ে জনাব জলিল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করে তাঁর অমূল্য অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠানের লুণ্ঠিত আসবাবপত্র উদ্ধারে সহায়তা করেন তখনকার প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম মহোদয়। এখানে এ কথাটাও বলা অত্যুক্তি হবে না যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে নির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় যা কিনা পূর্বে এর বৈশিষ্ট্যের মাঝে ছিল না। '৬৯-এ এর শ্রেণি কার্যক্রমের পরিধি ছিলো Play group হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতে এর শ্রেণি কার্যক্রমের প্রসার ঘটতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ এ প্রতিষ্ঠান হতে প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় ৭ জন শিক্ষার্থী ১৯৭৪ সালে। ৬ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রীর মধ্যে ২ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তখনকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিচালনা পর্ষদের সহায়তার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। শতকরা একশত ভাগ পাশের যে ইতিহাস সেদিন শুরু হয়েছিল আজও এই প্রতিষ্ঠান তা ধরে রেখেছে গৌরবের সাথে, মর্যাদার সাথে। স্কুলের এই প্রাকলগ্নে স্মরণ করা যেতে পারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জোহরা কবিরকে এবং পরবর্তীতে অধ্যক্ষ আশরাফ স্যারকে। সীমিত ছাত্র সংখ্যাকে বাড়ানোর জন্য তাঁদের প্রয়াস ছিল প্রশংসনীয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের মে মাসে অধ্যক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন জনাব মুর্শিদ স্যার। তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠানটি সত্যিকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়- প্রচার, প্রসার, আর ফলাফলের প্রভাবে সকল শ্রেণির অভিভাবকের কাছে প্রতিষ্ঠানটি পছন্দের তালিকায় প্রায় শীর্ষে পৌঁছে যায়। দিনে দিনে প্রতিষ্ঠানটির কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে- বৃদ্ধি পেতে থাকে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যাও। ১৯৮১ সালে কলেজ শাখা খোলা হয়- একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের সূচনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৫-২০০৬ সালে বিবিএ ও ম্যানেজমেন্ট-এ অনার্স কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৯-এর সেই চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে এসে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে রূপান্তরিত হয়ে শাখা-প্রশাখা সংবলিত এক মহিরূহে পরিণত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি আমার অনুভূতিতে সদা ক্রিয়াশীল। আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনের প্রায় ৩৬ বছর কেটেছে এ প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষকতা পেশায় নিবেদিত খালাদের অনুপ্রেরণায় বিশেষ করে বড়খালা রাজিয়া মতিন চৌধুরীর প্রভাবে শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে জড়িয়ে নেবার একটা অদম্য ইচ্ছে মনে পোষণ করতাম। ১৯৭৩-এর আগস্ট সবে এমএ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পেপার বিজ্ঞপ্তি দেখে বাবাই বললেন অ্যাপ্লাই কর-

একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, সে সময়টায় অনার্সসহ এমএ পাশ করায় কলেজে অধ্যাপনা করার একটা সুপ্ত ইচ্ছা মনে ক্ষণিকের জন্য জেগে উঠলেও বাবার কথায় সেপ্টেম্বর '৭৩-এ কোনো এক সকালে পৌঁছলাম পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে। পৌঁছা মাত্রই সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক পবিত্র পরিচ্ছন্ন ভাব দেখে অনাবিল আনন্দে মোহিত হলাম। কোনো সীমানা দিয়ে ঘেরা নয়- পাহাড়ে ঘেরা এক অকৃত্রিম সৌন্দর্যের আধার চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল- মূল ভবনটি আর অধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিসের পেছনে জুনিয়র ব্লকটি নিয়ে যে সময়কার স্কুল চত্বর।

ধরে নিয়েছিলাম মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে আমাদের মেধা যাচাই হবে কিন্তু পৌঁছে জানা গেল লিখিত পরীক্ষাও হবে (যদিও পেপারে তা উল্লেখ ছিল না) অথচ ব্যাগে নেই কলম। কার কাছ হতে যেন কলম জোগাড় করে পরীক্ষার কাজ সারলাম। আজ এতো বছর পরে কথাটা মনে হলেই বেশ একটু খারাপ লাগে। আর আজ দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে যখন অবসরজীবনে আছি তখনও কলম ছাড়া আছি এটা ভাবতে পারি না। সে যাক্-

কলমভিত্তিক বা পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারে না। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আগামী দিনের জন্য যোগ্য মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ কার্যক্রমে সহায়তা করা এ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বাস্তব সত্য। কারণ সহপাঠ কার্যক্রমই পারে একজন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল, মননশীল ও স্বনির্ভর ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে। এবং এ প্রতিষ্ঠানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিভিন্ন ক্লাবে বিভক্ত হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। দেশ সেবায় আত্মনিয়োগের মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বয়েজ স্কাউট, গার্ল গাইডস, বিএনসিসি রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রম আর এসব কারণে প্রতিষ্ঠানটি দিনে দিনে উত্তরণের সোপানে পা রেখে চলেছে।

'শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না' - শিক্ষক পারেন শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষাগ্রহণ করার মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে। এ মানসিকতা গড়ে তোলার নেপথ্যে থাকে শিক্ষকের নিরলস চেষ্টা, অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা আর সেবাধর্মী মনোভাব। প্রতিষ্ঠানের ফলাফলই প্রমাণ করে এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন অভীষ্ট লক্ষ্যে। এ প্রতিষ্ঠানের এক পরম সৌভাগ্য আমরা যারা এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এসেছি বা যারা বর্তমানে করছেন তারা এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ মহোদয়কে পেয়েছি বা পেয়েছেন তাঁরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মননশীলতা দিয়ে শিক্ষকদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেছেন।

'৭৪ হতে ২০১২ এ দীর্ঘ সময়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখান হতে পাশ করে শিক্ষার পরবর্তী ধাপে রয়েছে আবার অনেকে বিভিন্ন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে জীবন পথে এগিয়ে চলেছে কি দেশে- কি বিদেশে। তাদের গৌরবে আমরা যেমন গৌরবান্বিত তেমনি সুদীর্ঘ সময়ে কর্মরত থাকাকালীন অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি- তাদের সবার সাহচর্যে আমাদের জীবনবোধও হয়েছে সমৃদ্ধ।

আমরা যারা এ প্রতিষ্ঠান হতে অবসরগ্রহণ করে এসেছি তাঁদের প্রতি সকলের বিনম্র শ্রদ্ধাবোধ আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতিষ্ঠানটির ভাব উজ্জ্বল মাহাত্ম্যকে। সকলের কর্মপ্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি গৌরবের সোপানের দিকে এগিয়ে যাক-এই ঐকান্তিক কামনা রইল।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৮১ থেকে ২৭ জুলাই ২০০৯।

নিভৃতে নিরজনে কী মায়াজালে

অধ্যাপক রাশেদা আখতার

এই প্রতিষ্ঠানের যেদিন প্রথম পা রাখলাম সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত কত ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের নিয়ে কত যে স্মৃতি মনের মণিকোঠায় ঘুরে বেড়ায় তা এতো অল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। তাও ছাত্র-ছাত্রীদের (বিশেষ করে পুরোনোদের) অনুরোধে লিখতে বসে সবার আগে যে স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে বেশি করে তার মধ্যে প্রথমে বলতে হবে আমার বিশেষ প্রিয় (ছাত্র না বলে পুত্র বললে বেশি ভালো হয়) 'পূজনের কথা'। পূজন ছিল এমন একজন মানুষ যার সাথেই সে মিশতো বা কথা বলতো সেই তাকে না ভালোবেসে, আদর না করে পারতো না, সারাক্ষণ তার মুখে হাসি লেগেই থাকতো, বকলেও হাসি, ভালো বললেও হাসি। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও তার মুখ থেকে কখনও ঐ মিষ্টি হাসিটা মুছে যেতো না। কাজ করতে করতে বললাম এই জন্যই যখনই কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো, মঞ্চ সাজানোর প্রয়োজন হতো তখন আর কাউকে কাছে না পেলেও সারারাতের মধ্যে রাত জেগে মঞ্চ তৈরির জন্য আমি পূজনকে পাশে পেতাম। কাজ করতে গিয়ে যদি রাত হয়ে যেতো আমাকে বলতো 'মা' বাসায় যাও। আমি আছি তো। একবার মনে আছে মাত্র ২ দিন সময় পেয়েছিলাম রি-ইউনিয়নের রিহার্সাল এবং মঞ্চ সাজানোর জন্য। পূজনকে ফোন দিলাম আর বলে দিলাম আমার আইডিয়াগুলো। সে বিকেল ৩ টার মধ্যে বক্সিরহাট থেকে সব জিনিস কিনে এনে (নিজের পয়সায়) হাজির অডিটোরিয়ামের দরজায়। আমাকে বললো, আপনি এবার নিশ্চিন্তে বাসায় যান, সবকিছু সকালে ঠিকঠাক মতো পাবেন। পরদিন সকালে অডিটোরিয়ামে ঢুকে দেখি আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে মঞ্চ। পূজন ছিল সেরা তার্কিক। পাশ করে বের হয়ে যাওয়ার পরও বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতার তার্কিকদের অনুশীলনের জন্য স্ক্রিপ্ট রেডি করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে পাঠাতো। পূজন যেমন ছিল বিনয়ী তেমনি কর্মঠ। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর একদিন অমলেন্দু স্যার এসে আমাকে বললেন এ হলো আমার ভাইয়ের ছেলে। কিছুদিন হয় তার বাবা মারা গেছেন। আমি ওকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি একটু দেখবেন। তারপর থেকে কেমন

যেন তার সকল কর্মকাণ্ড বা চলাফেরা, বন্ধু-বান্ধব সব কিছুতেই আমি তার অলক্ষ্যে নজর রাখতে রাখতে তার প্রতি একটা মায়া পড়ে গেল। একদিন কোনো এক অনুষ্ঠান শেষে অডিটোরিয়াম থেকে পূজনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেইটের দিকে যাচ্ছিলাম সেখানে আমার বড় ছেলে রাদ (HSC 2012) দাঁড়িয়েছিল। পূজন তাকে দেখেই কাছে টেনে নিয়ে বললো তুই তো ম্যাডামের বড় ছেলে না আমিই বড় ছেলে। তুই আমাকে দাদা বলে ডাকবি। যখনই কোনো বিপদে পড়বি সবার আগে আমাকে Call করবি। সেই থেকে পূজন আর রাদ হয়ে গেলো এক আত্মা। পূজনের যত সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা সব কিছু সে রাদকে বলতো আর আমি রাদের মুখে সেগুলো পরে জানতাম। পূজন তার মাকে নাকি প্রায়ই বলতো আমার বিয়ের সময় আমার দুইপাশে আমার দুই মা দাঁড়িয়ে থাকবে। একজন হলো তার 'নিজের মা' আর অন্যজন হচ্ছে তার রাশেদা ম্যাডাম (মা না হয়েও তাকে মায়ের মতো আদর করতো)। পূজন শুধু আমার কাছেই নয়, প্রতিটি শিক্ষকের কাছেই ছিল অতি স্নেহের একজন। পড়ালেখা শেষ করে যখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে সেই সময়ই পূজন কী এক ঝড়ের গতিতে হারিয়ে গেলো চিরতরে আমাদের সবাইকে হতভম্ব করে।

কান্নার অথৈ জল আর কষ্টের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে গেল মা আর বোনকে। মনে পড়ে ১৬ অক্টোবর ২০১৩, রাত ঠিক দশটা। ইউশা ফোন করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানালো ম্যাডাম আপনার পূজন তো নেই!!! আমি মনে হয় ভুল শুনেছি তাই আবার জানতে চাইলাম 'কী'? কার কথা বলছো? ইউশা আবার জানালো এক বিয়ে বাড়ির বরযাত্রীর গাড়ি (বাস) কক্সবাজার রোডে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে শুধু একজন (০১) যাত্রীই নিহত হয়, সে হলো 'পূজন'। সেই রাতটি ছিলো কোরবানির ঈদের রাত। সমস্ত রাত আমি আর আমার ছেলে (রাদ) দু'চোখ একসাথে করতে পারিনি। ছবির মতো পূজনের স্মৃতি সব ভিড় জমাচ্ছিল চোখে। কীভাবে পূজনকে ছাড়া এতগুলো বছর কেটে গেল? ভাবতে অবাক লাগে।

২০১৩ সালের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানেও পূজন ছিল। এবার পুনর্মিলনীতে তাকে আর দেখতে পাবো না, ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। এখনও মাঝে মাঝে পূজনের FB পেজে গিয়ে তার পুরানো ছবিগুলো দেখি আর তার স্মৃতি হাতড়ে বেড়াই। নীরবে নিভৃতে কী মায়াজালে সে আমায় বেঁধে রেখেছে তা ভাবতেই কষ্ট হয় নিজের অজান্তেই খুঁজে ফিরি অনেক ছাত্রের মাঝখানে পূজনের ঝাঁকড়া চুল ভরা মায়াময় মিষ্টি হাসিমুখ।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: পুনর্মিলনী স্মরণিকা-২০১৮

লেখক: উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৯২ সাল থেকে অদ্যাবধি।

শিরোনামহীন স্মৃতিকথা

অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ (সাবেক চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ)-এর ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে সেটা আসলে একটা গৌরবের এবং গর্বের বিষয়। বিশেষ করে সমগ্র বাংলাদেশে যখন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজগুলো Brand হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখনই এ প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান সত্যিই ঈর্ষণীয় একটা ব্যাপার। সবচেয়ে বেশি ধন্য ও গৌরবান্বিত এই জন্য যে, এ ধরনের একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে দিয়েছেন।

আমি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে আমার শিক্ষকতা শুরু করেছি ২ মার্চ ১৯৯৬ সালে। দেখতে দেখতে প্রায় ১৭ বছর কেটে গেল। এক সময়ের সবচেয়ে কনিষ্ঠ শিক্ষক ইউসুপ স্যার বর্তমানে সময়ের পরিক্রমায় সিনিয়র কয়েকজন শিক্ষকদের একজন। বর্তমানে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী অধ্যাপক ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিকম (পাস) কোর্স চালু করার সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত শিক্ষক হিসেবে স্নাতক পর্যায়ে পাঠদানের জন্য আমি নিয়োগপ্রাপ্ত হই।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ অনুরোধে আমি এ লেখায় পাবলিক কলেজের দীর্ঘ কর্মজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্মৃতির কথা আমার প্রাণপ্রিয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উল্লেখ করলাম :

১. তখন আমি দ্বাদশ ব্যবসায় শিক্ষা 'খ' শাখার শ্রেণিশিক্ষক। বেশ কিছুদিন ধরে ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রাজিয়া ম্যাডাম অভিযোগ দিচ্ছিল আমার ক্লাসের কিছু ছাত্র উনার ইংরেজি বিষয়ের ক্লাসে উপস্থিত থাকছে না। একদিন ৬ষ্ঠ পিরিয়ডে উক্ত ক্লাসে আমার ক্লাস (ব্যবসায় নীতি বিষয়) থাকায় আমি উক্ত ক্লাসের পার্শ্বে কলেজ বিল্ডিং এর লাইব্রেরি কক্ষে অপেক্ষা করছিলাম। ৫ম পিরিয়ড ক্লাস

শেষে রাজিয়া ম্যাডাম দ্বাদশ ব্যবসায় শিক্ষা 'খ' থেকে ক্লাস শেষে বের হলেন। দেখলাম উনি বের হওয়ার সাথে সাথে যারা উনার ক্লাসে ছিল না, তারা আমি ক্লাসে ঢুকার আগে ক্লাসে প্রবেশ শুরু করল। আমি তাদের হাতে-নাতে ধরে বারান্দায় (সংখ্যায় অনুমানিক ৭/৮জন) দাঁড় করিয়ে নিচতলায় ভিপি স্যারের (মাহবুব স্যার) রুম থেকে একজন পিয়নকে দিয়ে বেত নিয়ে গেলাম। প্রতিজন ছাত্রকে হাতের তালুতে দু'টি করে বেত্রাঘাত করলাম। জনৈক ছাত্র (ইচ্ছাকৃতভাবে নাম প্রকাশ করলাম না) বেত্রাঘাতের সময় হাতটা ভয়ে সামনে এগিয়ে আনলে বেতের আঘাতে তার হাতের তালুর পরের অংশে সাথে সাথে রক্ত বের হয়ে গেল। শাস্তি দেয়ার পরে আমি বিষয়টি উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে জানাই। কিন্তু তিরস্কারের ভয়ে আমি বিষয়টি অধ্যক্ষ স্যারকে জানাইনি। কিন্তু ঘটনাটি এখনো শেষ হলো না। উক্ত ছাত্র ইউসুপ স্যারের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক হিসেবে সুনাম, চিন্তা করে বিশেষ করে ইউসুপ স্যারের আন্তরিকতা দেখে বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক বা প্রশাসন কাউকে অভিযোগ দেয়নি। কিন্তু কয়েকদিন পর স্কুল সেকশনের রেশমিন ম্যাডাম জনৈক ছাত্রীর (সঙ্গতকারণে নাম প্রকাশ করলাম না) ব্যাগ থেকে একটি প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন। যেখানে উক্ত ছাত্রী তার কলেজের বন্ধুর কাছে (যাকে আমি বেত্রাঘাত করে রক্ত বের করে দিয়েছিলাম) দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠিতে ইউসুপ স্যারের বেত্রাঘাত এবং রক্তপাতের ঘটনা আবেগ দিয়ে উল্লেখ করেছিল ছাত্র-ছাত্রী। পরবর্তীতে সেই চিঠি রেশমিন ম্যাডামের মাধ্যমে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট চলে যায় এবং প্রশাসনের নিকট আমার বেত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্তপাতের ঘটনাটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে আমি মৃদু ভর্ৎসনারও শিকার হয়েছিলাম। অবশ্য আমার জানামতে সেই চিঠি উক্ত ছাত্রের কাছে পৌঁছার আগেই প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা কমিটি চিঠিটা উদ্ধার করেছিল। যার ফলে চিঠিটি সম্ভবত কলেজের বন্ধুর কাছে পৌঁছায়নি। ঘটনাটি এখনো মনে পড়লে আমি প্রায়শই মনে মনে হাসি। ভাগ্যিস তখন শিক্ষার্থীদের Physical Punishment এর ব্যাপারে সরকারি প্রজ্ঞাপন ছিল না।

পাবলিক কলেজের যোগদান করার সময়ের ঘটনা। আমি তখন আগ্রাবাদ মিস্ত্রিপাড়ায় থাকি। কোন একদিন মুরাদপুরে মামার বাসায় রাত্রি যাপন করি। তাই পরের দিন মুরাদপুর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে পাবলিক কলেজে যাই। তখনও কলেজ বিল্ডিং এবং বিজ্ঞান ভবন তৈরি হয় নি। কলেজে দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণির ক্লাসসমূহ হোস্টেল বিল্ডিংয়ে হতো। কলেজে পৌঁছার সাথে সাথে প্রথম ঘণ্টায় ক্লাস থাকায় ক্লাসে যাওয়ার তাগিদ ছিল। এদিকে মানিব্যাগে ভাংতি টাকা না থাকায় ৩০/৪০ টাকা ট্যাক্সিকে দিতে না পেরে ভাংতি করানোর জন্য ক্যানটিনের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে ভিপি স্যারের রুমে (বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তার রুম) গিয়ে উপস্থিতি স্বাক্ষর করে ক্লাসের সময় হয়ে যাওয়ায় ক্লাসে চলে যাই। এদিকে ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাড়ার জন্য অনেকক্ষণ বসার পরে আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। ভিপি স্যারের

(মাহবুব স্যার) রুম ও ক্যানটিনে গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘটনাটি সবাইকে জানায়। একান্ত মানবিক কারণে ক্যানটিনে অবস্থানরত দুএকজন শিক্ষক তার কাছে জানতে চায়, গাড়িতে কে এসেছিল। ট্যাক্সিওয়ালা জানায়, একজন ছাত্র এসেছে। শিক্ষকেরা চিন্তা করল, যদি কোনো শিক্ষক এসে থাকে তাহলে ভাড়াটা তারা দিয়ে দিবে, পরে ঐ শিক্ষক নিশ্চয়ই তাদেরকে ভাড়া দিয়ে দিবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বীকার করল না যে, তার ট্যাক্সিতে একজন শিক্ষক এসেছে। তিনি বারবার সবাইকে জানান, তিনি একজন ছাত্রকে নিয়ে এসেছেন। শিক্ষকেরা হিসাবটা মিলাতে পারছিল না, কেননা ছাত্র আসলে তো কলেজের ভিতরে অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুমের সামনে নামার কথা নয়। শেষে ট্যাক্সি ড্রাইভার যখন ছাত্রকে এনেছে নিশ্চিত করল, তখন কোনো শিক্ষক উক্ত ড্রাইভারকে আর ভাড়াটা পরিশোধ করল না। পরে ট্যাক্সি ড্রাইভার নাকি অনেক গালমন্দ করে চলে যায়। প্রথম পিরিয়ড শেষে ক্যানটিনে এসে আমি ঘটনা শুনে হতবাক হয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখি ততক্ষণে ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাড়া না নিয়ে চলে গেছে। এ ধরনের ঘটনাটি ঘটেছিল শুধু বয়সের কারণে। তখন আমি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে পাবলিক কলেজে যোগদান করেছি। দেখতে শুনতে ছাত্রের মতো মনে হওয়ায় ট্যাক্সি ড্রাইভার কোনো অবস্থাতেই আমাকে শিক্ষক হিসেবে মানতে পারছিল না। অবশ্য বর্তমানের মতো তখন শিক্ষকদের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। ঘটনাটি মনে পড়লে এখনো আমি মনে মনে অনুতপ্ত ও বিব্রত হয়ে পড়ি।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী-২০১১

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (ব্যবস্থাপনা বিভাগ)। কর্মকাল: ০২ মার্চ ১৯৯৬ থেকে অদ্যাবধি।

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ (ভূতপূর্ব চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ) দেশে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে আসছে। একটি সুশৃঙ্খল ও সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ যে অবস্থানে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ এসে পৌঁছেছে তা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফসল। এর পেছনে ছিল অনেকের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা।

চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পূর্বসীমানা ঘেঁষে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত প্রায় ২০ একর এলাকা জুড়ে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ-এর অবস্থান। চারিদিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত শান্ত, শ্যামল, সুশোভিত পরিবেশের মাঝে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অবকাঠামো, শিক্ষার আধুনিক ও অনুকূল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিবেশ সকলকে চমৎকৃত করে।

যাত্রা হলো শুরু:

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার কর্নেল আহমেদ আলী শেখ, টি পিকে- এর আমন্ত্রণে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, এন পিকে, এইচ জে ১৯৬১ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৬০ সালের সমাজ নিবন্ধীকরণ (Society Registration) Act XXI অনুসারে গঠিত চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ফাউন্ডেশন কর্তৃক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ১৯৬১ সালের ২৩ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে। ফাউন্ডেশনের প্রথম লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ পাবলিক স্কুল প্যাটার্ন অনুসারে একটি আধুনিক শিক্ষা নিকেতন গড়ে তোলা। পরবর্তীতে অনেক বিত্তশালী মহৎ ব্যক্তি এই মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতা প্রদানে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সাথে এগিয়ে আসেন।

ক্যাডেট কলেজ ও পাবলিক স্কুলের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সেনাবাহিনীর শিক্ষা কোরের অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা লে. কর্নেল এম. সর্দার খানকে প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দান করে। এ সময় বিদেশি ভাষা শিক্ষা দানের জন্য বিদেশি শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয় ০১ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে। তখন ৯ম শ্রেণিতে মানবিক বিভাগ চালু করা হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। তৎকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকা, বোর্ড অব স্ট্রাস্টিজ ও বোর্ড অব গভর্নরস- এর কতিপয় সদস্যের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠান তার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে।

তৎকালীন সেনা অফিসার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী বি ইউ, পিএসসি-এর উদ্যোগে ১৭ মার্চ ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় চালু হয়। ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক এবং পরিচালনা পর্ষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি তার আসল রূপ ফিরে পায়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তার ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রাখে।

ক্রমোন্নতির ধারা:

এ প্রতিষ্ঠান ১ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক ৯ম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ এবং ১ জানুয়ারি ১৯৯৮ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার অনুমতি পায়। অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালে এ প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখা চালু করা হয়। ১ জুলাই ১৯৮১ সালে একাদশ শ্রেণিতে মানবিক ও বিজ্ঞান শাখা খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয় এ প্রতিষ্ঠান। এরপর ১ জুলাই ১৯৯১ সালে একাদশ শ্রেণিতে বাণিজ্য শাখা খোলার এবং ১ জুলাই ১৯৯৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ, বিকম ও বিএসসি পাসকোর্স খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত হলে প্রতিষ্ঠানটি অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে।

ক্রমবিকাশমান এ প্রতিষ্ঠানটি ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ন্যাশনাল কারিকুলামে ইংরেজি মাধ্যম চালু করে। বর্তমানে উক্ত ইংলিশ মিডিয়াম শাখা ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং আগামী বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালে এ শাখার প্রথম ব্যাচ এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে।

সবশেষে বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল শাহ মুর্তজা আলীর বিশেষ প্রচেষ্টায় ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিবিএ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলার অনুমতি পেয়ে প্রতিষ্ঠানটি বিকাশের নতুন স্তরে উন্নীত হয়। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ব্যাচে অনার্স ক্লাসে ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের ৪২তম সভার সিদ্ধান্ত এবং তদানীন্তন এরিয়া কমান্ডার, চট্টগ্রাম এরিয়া ও প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ।

বর্তমান অবস্থা:

বর্তমানে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অঞ্চল তথা সারা বাংলাদেশে একটি প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। ২০০২ সালে এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত দেশব্যাপী ২১টি পাবলিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে ২০০৫ সালের মূল্যায়নে এ প্রতিষ্ঠানের স্কুল শাখা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান বিগত বছরগুলোতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাশের গৌরব অর্জন করে।

এই প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়ম-শৃঙ্খলার চর্চা ও খেলাধুলাসহ অন্যান্য সহপাঠ কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় যা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও ব্যক্তিগত পাঠোন্নয়নের প্রতি সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রাখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রেণিশিক্ষকগণ। বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সরবরাহ করা হয়। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখসমূহে পরীক্ষা এবং সহপাঠ কার্যক্রম ও অন্যান্য প্রতিযোগিতাসমূহ পরিচালিত হয়। অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য আছে অভিভাবক দিবসের ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীকে তিনটি হাউজে বিন্যস্ত করে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আন্তঃহাউজ প্রতিযোগিতা যেমন - বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিএনসিসি, স্কাউটস, গার্ল গাইডস, রেড ক্রিসেন্ট প্রভৃতি সংগঠনের সদস্য হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের পাশাপাশি দেশ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে

আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়।

এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অত্যন্ত উন্নত ও আধুনিক অবকাঠামোগত সুবিধাদি। প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখায় দুটি এবং স্কুল শাখায় তিনটি সুবিশাল ভবন রয়েছে। উভয় শাখাতেই রয়েছে পৃথক পৃথক লাইব্রেরি এবং পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, সাচিবিকবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক গবেষণাগার। স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আছে পৃথক দুটি ক্যানটিন। ছাত্রদের জন্য আছে ছাত্র মিলনায়তন এবং ছাত্রীদের জন্য ছাত্রী মিলনায়তন কক্ষ।

প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ১২০০ আসন বিশিষ্ট একটি বিশাল অডিটোরিয়াম। ছাত্র-ছাত্রী পরিবহণের জন্য রয়েছে ৫টি বাস। এছাড়াও রয়েছে অভিভাবকদের জন্য বিশ্রামাগার, সুবিশাল খেলার মাঠ, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড, নার্সারির বাচ্চাদের পার্ক প্রভৃতি। ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠানে একজন খণ্ডকালীন চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন।

অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করে রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে আন্তরিকভাবে পাঠদানের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং চরিত্রবান নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০০৫

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (বিবিএ প্রফেশনাল)। কর্মকাল: ০২ মার্চ ১৯৯৬ হতে অদ্যাবধি।

স্থিরচিত্রে
বিগত ষাটের
সিসিপিসি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ

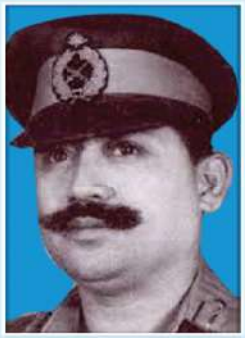

ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী
বিইউ, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার আতিকুর রহমান
জি+

ব্রিগেডিয়ার আবদুল মান্নাফ
পিএসসি

মেজর জেনারেল মো. আবুল মঞ্জুর
বিইউ, পিএসসি

মেজর জেনারেল আবদুল মান্নাফ
পিএসসি

মেজর জেনারেল এম. নুর উদ্দীন খান
পিএসসি

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুস সামাদ
পিএসসি

মেজর জেনারেল আবদুস সালাম
পিএসসি

মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান
পিএসসি

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
বিইউ, এনডিসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল এম. এম. মতিন
বিপি, পিএসসি

মেজর জেনারেল আবু কায়সার ফজলুল কবির
এনডিসি, পিএসসি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
এনডিইউ, পিএসসি

মেজর জেনারেল মইন উ আহমেদ
পিএসসি

মেজর জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া
পিএসসি

মেজর জেনারেল সিনা ইবনে জামালী
এডব্লিউসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন
এনডিসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ শামিম চৌধুরী
এনডব্লিউসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আস্‌হাব উদ্‌দীন
এনডিসি,পিএসসি

মেজর জেনারেল সাব্বির আহমেদ
ওএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল মো. সফিকুর রহমান
এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার
এসইউপি, এডব্লিউসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান
ওএসপি, এসইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল মো: সাইফুল আবেদীন
বিএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়গণ

কর্নেল আহমদ এ. শেখ
টিপিকে

কর্নেল কাজী গোলাম দস্তগীর
পিএসসি

কর্নেল এম. আতিকুর রহমান
জি+

কর্নেল মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
বিপি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার আব্দুল মান্নাফ

কর্নেল আবদুস সালাম

কর্নেল কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার এ. এস. এম. হান্নান শাহ
পিএসসি

মেজর জেনারেল আব্দুল মান্নাফ
পিএসসি

কর্নেল সাফাত আহম্মেদ
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ মহসিন
পিএসসি

কর্নেল কাজী হায়দার আলী

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়গণ

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ সালজার রহমান
এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার এ. এ. জেড. আমিন খান
পিএসসি

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
বিইউ, এনডিসি, পিএসসি

মেজর জেনারেল এম. এ. মতিন
বিপি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার এস. এম. ইকরামুল হক
এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার ফজলে এলাহি আকবর
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার রেজাকুল হায়দার
এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার ফজলে এলাহি আকবর
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী হাসান
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইলিয়াছ ইফতেখার রসুল
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল হাফিজ
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আলী
এনডিসি, পিএসসি

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়গণ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোজাফ্ফর আহমেদ
বিবি, এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জহুরুল আলম
এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. বদরুল মিল্লাত ভূঁইয়া
পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু সোহেল
এনডিইউ, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইমাম হোসেন
এনডিসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী মুর্তজা খান
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. ওবায়দুল হক
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এফ জগলুল আহমেদ
এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাবিবুল করিম
বিজিবিএম, পিবিজিএম, বিজিবিএমএস
এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সামসুজ্জামান
এডব্লিউসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু মোহাম্মদ হাসানুল হাবিব

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী ইফতেখার-উল-আলম
এনডিসি, পিএসসি

অধ্যক্ষ মহোদয়গণ

লে. কর্নেল এম. সর্দার খান
এইসি

এ. বি. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ

লে. কর্নেল মো. আব্দুল বাতেন
এইসি

কর্নেল মোকাররম আলী খান
এইসি

লে. কর্নেল মো. শামসুল আলম
পিএসসি, এইসি

কর্নেল সৈয়দ মোফাজ্জেল মাওলা
এইসি

কর্নেল শাহ মুর্তজা আলী
এইসি

কর্নেল মো. জাহিদ হোসেন
পিএইচডি, এইসি

কর্নেল মো. আনিসুর রহমান চৌধুরী
পিএসসি, এইসি

কর্নেল সৈয়দ মোহাম্মদ গোলাম জাহিদ
পিএসসি

কর্নেল মো. আসাদুজ্জামান সুবহানী
এইসি

অধ্যক্ষ মহোদয়গণ

কর্নেল শাহরীয়ার আহমেদ চৌধুরী
পিএসসি

কর্নেল আবু ছালেহ মো. রফিকুল ইসলাম
এইসি

কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা
বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

কর্নেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
পিএসসি

কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার
পিবিজিএম

উপাধ্যক্ষ (কলেজ) মহোদয়গণ

মো. নাজমুল আহসান
সহকারী অধ্যাপক

মো. আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক

মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী

তড়িৎ চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপক

মো. জাহাঙ্গীর আলম
অধ্যাপক

রাশেদা আখতার
অধ্যাপক

উপাধ্যক্ষ (স্কুল) মহোদয়গণ

পারভীন সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক

রেশমিন আখতার চৌধুরী
সিনিয়র শিক্ষক

এসএসসি
প্রথম ব্যাচ
সাল-১৯৭৪

পুরস্কার বিতরণ
করছেন প্রতিষ্ঠানের
২য় প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আতিকুর রহমান,
সাবেক শিক্ষক দিলারা
জামান এবং
শিক্ষার্থীবৃন্দ
সাল- ১৯৭৫

পাহাড়ের পাদদেশে
প্রতিষ্ঠানের মূলভবন,
(দ্বিতল) তার সামনে
খেলার মাঠে নানাবয়সি
শিক্ষার্থীদের কয়েকজন
সাল-১৯৭৬

ফরিদা ম্যাডামের সাথে
এসএসসি ১৯৭৮
ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ

১৯৮৪ সনে বেতার অডিশনে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিসহ শিক্ষকবৃন্দ
সাল-১৯৮৫

জোহরা কবির ম্যাডামের সঙ্গে শিশু শিক্ষার্থীবৃন্দ

পিকনিকে শিক্ষকবৃন্দের ভোজ অনুষ্ঠান
সাল-১৯৮৬

১৯৮৮ সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় 'রানার্সআপ' বিজয়ী কলেজ বাস্কেটবল টিম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ ভবনকে (হাউজ) পুরস্কার দিচ্ছেন ৮ম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল আবদুস সালাম পিএসসি
সাল-১৯৮৮

স্পোর্টস ডে-১৯৮৮ তে পুরস্কার প্রধান করছেন প্রতিষ্ঠানের ৮ম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল আবদুস সালাম, পিএসসি

ফার্স্ট লেডি বেগম রওশন এরশাদ পরিদর্শনের সময় একজন ছাত্রীকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন
সাল-১৯৮৯

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিস্কুট দৌড়ের বিচারক সুজলা ম্যাডাম ও সুজ্জাত আলী পাটোয়ারী স্যার
সাল-১৯৮৯

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে তৎকালীন অধ্যক্ষ জি.জে.এন মুর্শিদ ও প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার শিক্ষকবৃন্দ, পাশে হোস্টেল বিল্ডিং (ভবনটি এখন নেই)
সাল-১৯৯১

অধ্যক্ষ জি.জে.এন মুর্শিদ সহ স্কুল শাখার শিক্ষকবৃন্দ
সাল-১৯৯১

১৯৯১ এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
স্থান: নার্সারি ব্লকের সিঁড়িগোড়া

প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন সেক্রেটারি কর্নেল হায়দারসহ জিবি মিটিং শেষে শিক্ষকবৃন্দ
সাল-১৯৯১

একটি ঐতিহাসিক ছবি। চা চক্রের একটি আড্ডায় শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষকদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় গোপাল স্যার ও অমল স্যার আমাদের মাঝে আজ আর নেই
সাল-১৯৯২

১৯৯৩ এর স্পোর্টস ডে ঘোষণা মঞ্চে শিক্ষকবৃন্দ নবাগত শিক্ষক রাশেদা আখতার ও রেশমিন আখতার চৌধুরী, যাঁরা দুজনই আজ কলেজ ও স্কুল শাখায় উপাধ্যক্ষ

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের একাংশ যাঁদের সবাই এখন অবসরে
সাল-১৯৯৩

অনুষ্ঠানে আগত প্রতিষ্ঠানের ১০ম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান বীর উত্তমকে রোজেট পরিয়ে দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জি. জে. এন মুর্শিদ
সাল-১৯৯৩

সাবেক শিক্ষক হাসিনা ম্যাডামের গ্রামের বাড়ি কাট্টলিতে আনন্দভ্রমণ
সাল-১৯৯৩

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে আনন্দভ্রমণের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ জি.জে.এন মুর্শিদসহ শিক্ষকবৃন্দ
সাল-১৯৯৩

১৯৯৪ এর ক্যাম্পাস, সবার পেছনে হোস্টেল বিল্ডিংটি আজ আর নেই

শিক্ষক পিকনিক
(১৯৯৪)
স্থান : রাঙামাটি

সুজলা ম্যাডামের সাথে
ক্লাস ওয়ান এর
পরিপাটি শিক্ষার্থীবৃন্দ
সাল-১৯৯৪

নাজমা জলিল
ম্যাডামের সঙ্গে ১০ম
শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ
সাল-১৯৯৪

এসএসসি পরীক্ষার্থী
সাল-১৯৯৪

শিশু শিক্ষার্থীদের সাথে আনসারী বানু ম্যাডাম
সাল-১৯৯৫

একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, ডানে প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত প্রথম বাস, অদূরে প্রথম স্টাফ কার (নীল রংয়ের) এবং মাইক্রো বাসটি
সাল-১৯৯৫

১৯৯৫ সনের ম্যাগাজিনের জন্য পুরুষ শিক্ষকবৃন্দের ছবি

১৯৯৬ সনে পতেঙ্গার সমুদ্র সৈকতে শিক্ষকবৃন্দের পিকনিকের দৃশ্যপট

চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজে কার্ড ফোন ও পোষ্টবক্স

স্পোর্টস ডেতে অধ্যক্ষ জি.জে.এন মুর্শিদ এবং অন্যান্যরা
সাল-১৯৯৬

শিক্ষাসফরে শিক্ষকবৃন্দ
স্থান: রাঙামাটি
সাল-১৯৯৬

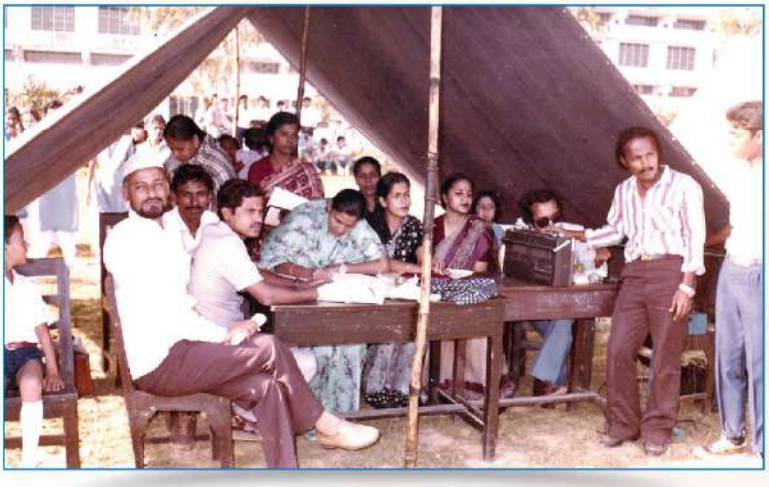

১৯৯৭ সনে স্পোর্টস ডে রিহার্সাল অনুষ্ঠানে ব্যস্ত শিক্ষকবৃন্দ

১২তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল আবু কায়ছার ফজলুল কবির, এনডিসি, পিএসসি'র কলেজ পরিদর্শনের মুহূর্ত

১৯৯৭ সনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ জি.জে.এন মুর্শিদ স্যার

শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, বর্তমানে পেছনের মসজিদ ভবনটি নেই সাল-১৯৯৭

১৯৯৮-এর ক্যাম্পাস

নবনির্মিত করিডোর

নবনির্মিত প্রধান ফটক

শিক্ষক মিলনায়তন ও
ডাইনিং হল
(নিচতলা)
মসজিদ (ওপর তলা)
বর্তমানে ভবনটি নেই

২০০০ সালের
এসেম্বলি

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল হাফিজকে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছেন সহকারী অধ্যাপক রাজিয়া সুলতানা চৌধুরী
সাল-২০০১

ডিসপ্লে-র একটি বিশেষ মুহূর্ত

নবনির্মিত ১২০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম

অডিটোরিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সাল-২০০১

২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সিসিপিসির পুরস্কার গ্রহণ

পায়রা উড়িয়ে স্পোর্টসের সমাপনী দিবসের উদ্বোধন করছেন ১৩তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এনডিইউ, পিএসসি

'যেমন খুশি তেমন সাজো' রূপে শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্কাউট সদস্যদের বৃক্ষরোপণ

এসেমব্লিতে স্কুল শাখার সিনিয়র সেকশনের ছাত্র-ছাত্রীরা

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন বিদায়ী অধ্যক্ষ কর্নেল মোকাররম আলী খান

কলেজ শাখার ছাত্রদের জন্য নবনির্মিত ছাত্র কমনরুম

নবনির্মিত গ্যারেজ

১৪তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মইন উ আহমেদ পিএসসিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা

কলেজ পরিদর্শনকালে ১৪তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মইন উ আহমেদ, পিএসসি গাছের চারা রোপণ করেন

শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শনে ১৫তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া পিএসসি

ছাত্রীদের দৌড় প্রতিযোগিতা সাল-২০০৪

প্রাক্তন অধ্যক্ষ লে. কর্নেল শামসুল আলম, পিএসসি কর্তৃক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন সাল-২০০৪

নবাগত অধ্যক্ষ কর্নেল সৈয়দ মোফাজ্জেল মাওলাকে স্বাগত জানাচ্ছে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা, পেছনে ২য় স্টাফ কার

২৮তম জাতীয় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সপ্তাহ ২০০৫ আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যক্ষ কর্নেল সৈয়দ মোফাজ্জেল মাওলা, এইসি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক

২০০৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যক্ষ কর্নেল শাহ্ মুর্তজা আলী, এইসি

স্কুল শাখা বিল্ডিং (ইংলিশ মিডিয়াম উইং) ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল এন্ড কলেজের যাত্রা এই ভবনেই

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ১ম দিনে পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অধ্যক্ষ কর্নেল শাহ্ মুর্তজা আলী

বিজয়ী হাউজের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি

সম্মিলিত ক্লাস পার্টি ২০০৬-এ উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

ইউনিফর্ম পরিহিত কর্মচারীবৃন্দ

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে স্নাতক (সম্মান) কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন ১৬তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সিনা ইবনে জামালী, এডব্লিউসি, পিএসসি

স্পোর্টসের সমাপনী দিবসের কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করছেন প্রধান অতিথি ১৬তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সিনা ইবনে জামালী, এডব্লিউসি, পিএসসি

বিজ্ঞানমেলা-২০০৬ এ অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ক্যাম্পাসে টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ কর্নেল জাহিদ হোসেন, পিএইচডি

জুনিয়র ব্লকের সংস্কার কার্যক্রম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০০৭-এ ১৭তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন এনডিসি, পিএসসি

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ সাল-২০০৭

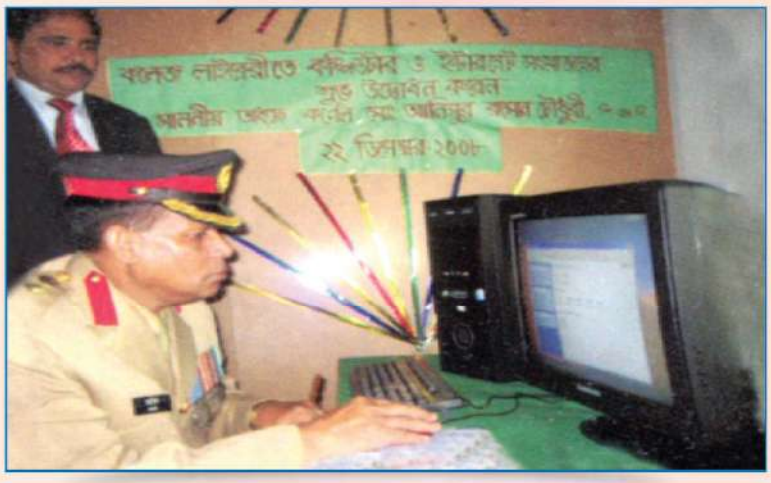

কলেজে ইন্টারনেট সংযোগ উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ কর্নেল আনিসুর রহমান চৌধুরী, পিএসসি, এইসি

সম্মান শাখা সংলগ্ন নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীর

নবীনবরণ ২০০৯ এ অনুষ্ঠান শেষে সন্তোষ প্রকাশ করছেন অধ্যক্ষ কর্নেল আনিসুর রহমান চৌধুরী, পিএসসি, এইসি

৫ তলা (স্কুল) ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মোনাজাতরত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বদরুল মিল্লাত ভূঁইয়া ও অধ্যক্ষ কর্নেল আনিসুর রহমান চৌধুরী

নবনির্মিত ৫তলা ভবন

২য় পুনর্মিলনীতে ১৮তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ শামিম চৌধুরী এনডব্লিউসি, পিএসসির বৃক্ষরোপণ

এসএসসি পরীক্ষার কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের আনন্দে অধ্যক্ষ কর্নেল সৈয়দ গোলাম জাহিদ, পিএসসি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

২০০৯ এ সাচিবিক বিদ্যা ক্লাসে শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্কুল ক্যান্টিন যেটি বর্তমানে রেজিস্ট্রেশন শাখা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে

১৯তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আসহাব উদ্‌দীন এনডিসি, পিএসসির প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

নির্মাণাধীন ৬তলা ভবন

পুরাতন অভিভাবক বিশ্রামাগার যা বর্তমানে নেই

পুরাতন কলেজ ক্যান্টিন

থাইল্যান্ডে শিক্ষক সফরে অধ্যক্ষ সৈয়দ গোলাম জাহিদ, পিএসসিসহ শিক্ষকবৃন্দ

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ১৯তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল আসহাব উদ্‌দীন এনডিসি, পিএসসি

জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্টের পুরস্কৃত শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ কর্নেল আসাদুজ্জামান সুবহানী , এইসি ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দ্বাদশ বিজ্ঞানের ছাত্রী নূরতাজ রেজোয়ানাকে মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান ২০১৩ এ অধ্যক্ষ কর্নেল শাহরীয়ার আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি এর সাথে অনুষদ সদস্য ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রতিষ্ঠানের অডিটেরিয়ামে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা পরিদর্শনে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ও অধ্যক্ষ কর্নেল মো. আসাদুজ্জামান সুবহানী, এইসি

৩য় পুনর্মিলনী ও প্রতিষ্ঠানের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটিকায় ক্ষুদে শিক্ষার্থীবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাদক দলের প্যারেড

ফুলবাগান পরিচর্যায় প্রতিষ্ঠানের মালী সুলতান আমাদের মাঝে আর নেই

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে এসে বৃক্ষরোপণ করছেন

পরিচালনা পর্ষদের সভা

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. ওবায়দুল হক, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি'র পরিদর্শন

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দিচ্ছেন ২০তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সাব্বির আহমেদ, ওএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি

শিক্ষার্থীদের থিম সং পরিবেশন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদযাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৬

বার্ষিক পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০১৬

শিক্ষক পিকনিকে একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

প্রতিষ্ঠানের লিফট উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা, বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীবৃন্দের পরিবেশনা

থিম সং পরিবেশন

গণহত্যা দিবস উদযাপনে অধ্যক্ষ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা, বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

৩য় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ

২২তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার, এসইউপি, এডব্লিউসি, পিএসসিকে মানপত্র তুলে দিচ্ছে শিক্ষার্থীবৃন্দ

টিফিনের ফাঁকে অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীবৃন্দ

থিম সং পরিবেশন সাল-২০১৮

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাটিকা পরিবেশন

প্রভাতফেরিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

পহেলা বৈশাখ উদযাপন

সিবিজিএ এর ইফতার পার্টি

বই উৎসব

বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

৩৮তম ব্যাচের বর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠান

পিকনিকে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা

কোভিডকালীন দীর্ঘ বিরতির পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ক সমন্বয় সভার প্রাক্কালে ২৪তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মো. সাইফুল আবেদীন, বিএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি এবং সেনাবাহিনী পরিচালিত চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের বিশেষ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার, পিবিজিএম এবং উপাধ্যক্ষদ্বয়

কয়েকজন অনুষদ সদস্যের পদোন্নতি উপলক্ষ্যে মধ্যাহ্নভোজ পরবর্তী ফটোসেশনে অধ্যক্ষ মহোদয় এবং অনুষদসদস্যবৃন্দ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সিসিপিসি রোভার স্কাউট গ্রুপ এবং অধ্যক্ষ মহোদয়

English version of CCPC and the visualization of present status
(Review based on SWOT)

Manashi Devi

In a celestial natural environment, Chattogram Cantonment Public College, the higher educational institution in Bangladesh was established in 1961. After our independence, the war-torn institution regained its vitality in the years that followed. In "Jatio Shikkha Shoptaho" the institution has been awarded by the Ministry of Education as the best college in Chattogram district in 2016, 2017 and 2018 respectively. It is an institution run by the Bangladesh Army where students are bound by strict rules and regulations.

History of English Version:

At the 35th G.B. meeting in 2003, a proposal was passed to start English version under the national curriculum from class-VI. An admission test was taken to select the students of class-VI English version in the 4th January, 2003. In the admission test, 23 students were selected even though the number of seats was 45. It was decided at the meeting that the students of class-V Bangla version who were interested to study in class-VI English version should get at least 60% marks.

Purpose of English Version:

Now let's see, what was the purpose behind opening this English version? The purpose was to make the students expert in the four skills of English so that it would become easier for the students to get higher education in our country as well as in the foreign countries.

The students from class-V Bengali version became very proficient in English by mixing with different English versions and English medium students, getting skilled teachers in English conversation and getting English environment. I was very fortunate to be the first to be selected by the authorities as a class teacher in the class six English version. Then I conducted the class activities with sincerity and efficiency as a class teacher of 7th, 8th and 9th class. Thus, the sixth-class students of English version successfully passed the SSC and left the school. They later worked efficiently in various big positions at home and abroad. Hence the purpose was tremendously successful.

Although, students of the English version have been successful at home and abroad, the reputation of English version of the school section of CCPC is slowly fading.

Conceptual Framework:

The SWOT analysis is an extremely useful tool for understanding and decision-making for all sorts of situations in any organization. This is often interpreted and used as a 2X2 matrix, especially in business and marketing planning. I am using this analysis to provide a good framework for reviewing the position and condition of our beloved institution CCPC.

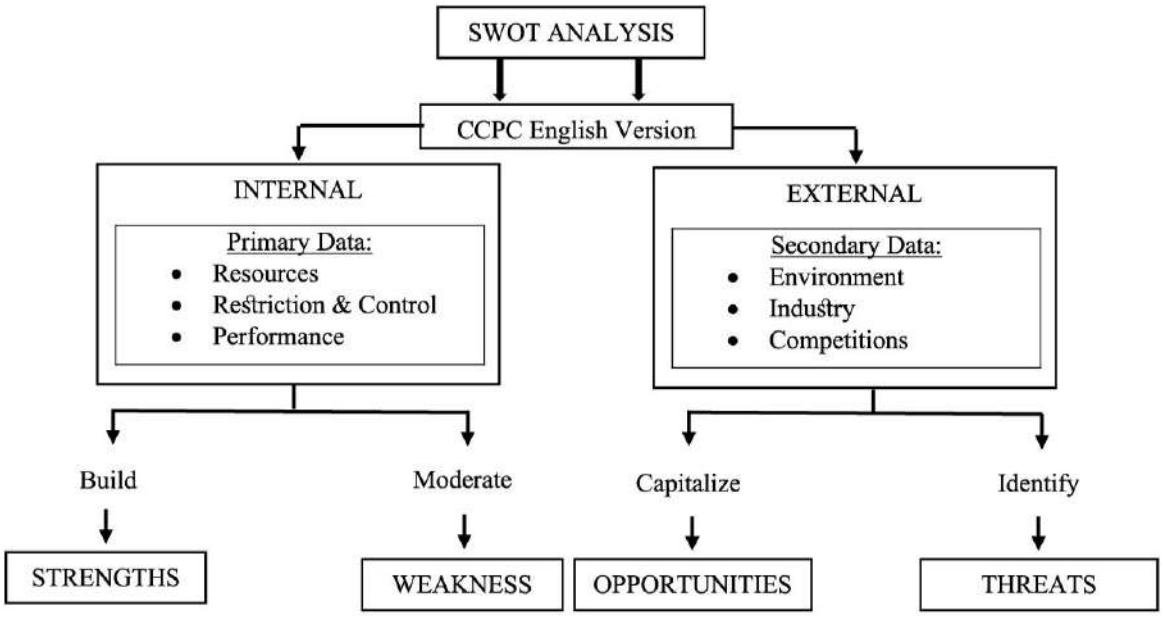

Figure: SWOT Analysis of CCPC "English Version".

Figure: SWOT Analysis of CCPC "English Version".

Aim to apply the framework for CCPC:

1) To summarize the external and internal factors.
2) To experiment review of the lackings of the purpose of opening English Version.
3) To provide the best opinion about the important factors linked to success.
4) To enrich resources based on weaknesses.
5) To adjust and refine plans for new opportunities.
6) To explore possibilities for new efforts or solutions.
7) To analyze issues that have led to failure in the current situation.
8) To determine where change is possible.
9) To help the 'decision-maker authorities' in the future actions.

Cognitive Internal and External analysis:

The background analysis of an organization can be biased in terms of the level of a concentration given to different factors of the internal and external environment. I want to review this analysis by creating cognitive maps, which act as tools to process knowledge. These frameworks are shaped mainly from personal experience.

According to the resource-based view perspective, organizations should establish a competitive position in the market site, where it can dominant and monitor the rivalry and establishment factors, or where it can protect itself from their threats.

If we examine the strategies that use as strength to make use of opportunities (SO), we can visualize the ideal situation where an organization can maximize on both strengths and opportunities. As an inertial power, we have skillful teachers, strict rules and regulations with standard and resourceful environment. This ability provides us the best opportunities for competitiveness and profitability.

The greatest potential of "CCPC-English Version", which keeps it historic day by day, is the ability to practice the different "Bangla-Cultural" – clubs to stick to our heritage.

With firm teacher panels and restricted environment, students can experience the different opportunities to express themselves more vigorously.

But it's a matter of fact that we have an internal weakness that

hinders its growth. As a result, the individuality of "English-Version" is becoming fade due to its lack of recognition. Because now the English version has been merged with the Bengali version. This is an obstacle to an organization's competitive advantages.

As the general public thinks of the English version as the Bengali version, the weakness of the English version is being revealed. This weakness of our institution poses a huge threat to the competitive field.

Our institution has to minimize both its weakness and its threats to eliminate the worst-case scenario of this individual problem.

With the help of proper vision, mission and strategic planning, we can minimize the effect of weaknesses and overcome or avoid threats.

Precaution is better than cure:

I have some solutions for disposing of chaotic images. I hope it will create pretty direct impact on the institution's strategic response.

Proposal:

1) Separation of "English-Version" (Nursery to X).
2) English Environment.
3) Skillful resources.
4) Separate teacher selection for English and Bengali versions.
5) Family Encouragement.
6) Obligation to speak English between teachers and students.
7) Individual Labs.
8) Separate travel arrangements.
9) Separate schedule for English and Bangla version.

In the end, the weaknesses and threats outlined above can only be overcome if and only if we all work together as a team.

Writer: Senior Teacher. In Service: 11 November 1991 till now

নস্টালজিকের কথা

অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম

চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল থেকে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ হয়ে 'চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ' যে যে নামেই ডাকুক না কেন প্রতিষ্ঠানটি এখন ৫০ বছর পেরিয়ে এসে এক গৌরবদীপ্ত কালের সাক্ষী অজস্রজনের আবেগানুভূতির এক বলিষ্ঠ আশ্রয়; অজস্রজনের ভালোবাসার এক প্রত্যাশী উচ্চারণ। মাত্র ২৪ জন শিক্ষার্থী আর ৩ জন শিক্ষক নিয়ে আজ থেকে ৫২ বৎসর আগে যে শিশুটি যাত্রা শুরু করেছিল আজ সে এক পরিপূর্ণ যুবক। সাফল্যের বিজয়গাথা যার নিত্যদিনের অহংকার। আমাদের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের ভালোবাসার দীপ্ত অহংকারে সিক্ত এ প্রতিষ্ঠান।

প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী আর অসংখ্য অভিভাবক কিংবা দর্শনার্থীর পদভারে মুখরিত এই ক্যাম্পাস। একদা যাদের হাত ধরে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল তাদের কাছে মনে হয় এক অচেনা জগৎ! যারা নস্টালজিক হতে ভালোবাসেন তাঁদের স্মৃতিচারণ মিলাতে কষ্ট হয়। কোথায় চলে গেল হোস্টেল বিল্ডিং কোথায় ছিল ৫ ও ৬তলা বিশিষ্ট নতুন একাডেমিক ভবন, অডিটোরিয়াম এইতো সেদিনও ছিলো একটি বাস, পরিবর্তে আজ সাতটি। নার্সারি থেকে কলেজ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সনে অজস্র শিক্ষার্থীর পদচারণা। ঠিক যেন রিপ্-ভ্যান-উইংকেল এর মতো জেগে উঠবার বিস্ময়! কিংবা কলম্বাসের মতো আমেরিকা আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস এ দুয়ের একদিকে যেমন আছে হারানোর ব্যথা বেদনা অন্যদিকে তেমনি রয়েছে প্রতিশ্রুতি ও প্রগতির দীপ্ত আহ্বান। আসলে এভাবেই সভ্যতা এগিয়ে যায়। আর সভ্যতার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় এই যে সভ্যতাই সভ্যতাকে নষ্ট করে সৃষ্টি করে নতুন সভ্যতা।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী-২০১১

লেখক: প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

An Obvious Vision Which is not Wipeable

Rokeya Chowdhury

Chattogram Cantonment Public College is situated in the Cantonment area in an isolated place, not far from the noisy town. This College with 20 acres of land is surrounded by trees, hills, fields and beautiful atmosphere. The Principal's residence is situated on the top of the hill and under the hill there are the teachers' and other employees' residence.

In the year 1961 on 17th Octobor, Field Marshal Md Ayub Khan, the former President of Pakistan, came forward for the establishment of the school. Then many merciful persons came forward and donated to manifest the school. Finally, the school started with only 24 students and three teachers in 1969 before liberation. At that time Lt Colonel Md. Sarder Khan was the Principal of this school. In 1970 many effecient teachers were appointed.

At that time of liberation war in 1971, the school was greatly perturbed. Again Brigadier Mir Sawkat Ali, BU, PSC organised the school on 17th March, in 1972. I joined this institution on 11.09.78. At that time Golam Jilani Nazre Murshid was the Principal of this institution who served for 21 years. He introduced three sections i.e. Babar, Nazrul and Tarique House for the participation of the students and teachers in sports of 1982. Then in 2000 Lt Colonel Md Abdul Baten joined as the Principal and then came Colonel Md. Shamsul Alam and then Colonel Syed Mufazzal Mowla. After him Colonel Shah Mortuza Ali came. At last at the time of my retirement period, Colonel Zahid Hossain was in the chair of the Principal.

When I joined this institution, there was no section in any class. Classes of only school section were going on at that time. College section didn't launch its journey. There were only 200 students and fourteen teachers in our school. There was only one bus in the school, which carried the students and teachers throughout the Cantonment area and some areas of the town in Chattogram. But now the school has improved a lot.

A teacher performs the function of a significant model upon which the students pattern their behaviour. We should teach the students that striving for success without hard work is like to harvest where you have not planted. Work is something you can count on, a trusted lifelong friend who never deserts you.

I am an old idealist. I do not know, where I am going, but I am on my way. So in every step of our life, we should seek the grace of God. The courage we need, only comes from above. I don't feel fatigued when I am working and also I don't say I'am ageing. I say I'm growing.

May Allah take loving care of this unrivaled institution which will make a good moral influence on each student in educational, mental, physical and spiritual development.

Article Source: Giriprova-2019

Writer: Ex-Junior Teacher. In Service: 11 October 1978 to 31 December 2007

ঝরা ফুলে গাঁথা মালা

অধ্যাপক রাশেদা আখতার

আমার লেখার শিরোনামটি দেখে মনে হতে পারে হয়তো কোনো বেদনার গল্প বা বিষাদের গল্প বলতে বসেছি। ঠিক তা নয়, তবে এটাও ঠিক অনেক অনেক ফুটন্ত ফুল ঝরে গেলে তা দিয়েই গাঁথা হয় একটি মালা। আমি আজ যে স্মৃতির মালা গাঁথতে বসেছি, তা এতো অল্প কথায় শেষ হবে না। প্রতিদিন ভোর হলে যখন মোবাইলের এলার্মটি বেজে উঠে, তখন চোখ খুলেই প্রথম যে কথা মনে হয়, তা হলো ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের গেইট বুঝি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বুঝি কলেজ পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল! দেখতে দেখতে ২০ বছর ৬ মাস পার করে দিলাম এই কলেজের আঙিনায়। মনে হয় এইতো সেদিন আমি প্রিন্সিপাল স্যারের রুম থেকে ইন্টারভিউ দিয়ে বের হচ্ছি। পরনে অফহোয়াইট কালারের তাঁতের শাড়ি হালকা পাতলা গড়নের লম্বা একজন সদ্য বিবাহিতা মেয়ে। অনেকটা খেয়ালের বশেই লিখিত পরীক্ষা দিতে এসে যখন প্রথম হয়ে গেলাম তখন মৌখিক পরীক্ষায় খুব ভালো মতোই যাচাই বাছাই চললো পাক্কা ২৫ মিনিট ধরে। অন্যরা ক্যানটিনের পাশের রুমটিতে, যা ছিল পূর্বের লাইব্রেরি বর্তমানে কম্পিউটার ল্যাব হিসেবে পরিচিত। আমাকে অধ্যক্ষের রুম থেকে বের হতে দেখে অবাক হয়ে জানতে চাইলো এতক্ষণ আমি কোথায় ছিলাম? তাদের ধারণা ছিল আমি ইন্টারভিউ দিয়ে বাসায় চলে গেছি। পরে দেখা গেল চূড়ান্ত নির্বাচনেও আমি প্রথম হলাম। সেদিনই আমাকে নিয়োগপত্র হাতে দিয়ে বন্ড নেয়া হলো এবং পরের মাসের পহেলা তারিখে যোগদান করতে বলা হলো। আমি নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে এক অচেনা জগৎ থেকে হেঁটে মেইন রোডে গিয়ে ট্যাক্সি নিলাম।

লিখতে বসে মনে হচ্ছে, ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভাসছে। অথচ এর মধ্যে পার হয়ে গেছে সাড়ে বিশ বছর অর্থাৎ দীর্ঘ ২০ বছর ৬ মাস। ১৯৯২ সনের ১ জুলাই থেকে শুরু হলো আমার চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের চাকরি জীবন। এর মধ্যে কত ঘটনা-দুর্ঘটনা, হাসি-কান্নার স্মৃতিতে ভরে আছে এই মনের মণিকোঠা।

আবারও সেই সাক্ষাৎকারের কথায় ফেরত আসি। সাক্ষাৎকার চলাকালে তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি একটি কলেজে আছেন, আবার এখানে কেন পরীক্ষা দিচ্ছেন? আমি প্রথমটায় বেশ চমকে গেলাম। পরে উত্তর দিলাম, নিজের ভালো বা উন্নতি কে না চায়? পরে জানতে পেরেছি, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল না কোনও মহিলা শিক্ষক নেওয়ার। তাঁরা চাচ্ছিলেন পুরুষ শিক্ষক নেবেন এবং তাঁদের ধারণা ছিল পুরুষ শিক্ষক নিলে সবদিক থেকেই কর্তৃপক্ষের ভালো হবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হালো ঐ অধ্যক্ষই একদিন সবার সামনে আমাকে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বলে বসলেন। এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করা নয়, কেবল আমার জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য যা মনে করে হৃদয় আপ্লুত হয়।

আমার জীবনে আনন্দের স্মৃতির সাথে সাথে দুঃখের স্মৃতিও রয়েছে এই কলেজ প্রাঙ্গণে। আমার চাকরি তখন সবে ১ থেকে দেড় বছর। সাংস্কৃতিক সপ্তাহে বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা চলছিল পুরো সপ্তাহ ধরে। আমাদের কয়েকজনের উপর দায়িত্ব পড়েছিল। প্রতিযোগিতার বেশ কয়েকটি ইভেন্টে প্রথম হয় একটি ছাত্র যার ডাক নাম ছিলো মনি এবং ভালো নাম ছিল খুব সম্ভব ইহসানুল হক। প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেলেও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজনে দেরি হচ্ছিল বলে ওদের পাওনা পুরস্কার দেয়া হয় নি। শেষ পর্যন্তও সেই পুরস্কার দিতে পারিনি বলে আজও আমার মনে কষ্ট রয়ে গেছে। কারণ সেই ছাত্রটি একটি রাজনৈতিক দলের জনসভায় লালদিঘির ময়দানে ক্রসফায়ারে সাধারণ শ্রোতা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এখনও প্রশাসনিক ভবনের বারান্দা দিয়ে হেঁটে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে মনে হয় মনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলছে ম্যাম আমার প্রাইজ দেবেন না? পরনে জিন্সের জ্যাকেট, হাতে রিস্ট চেইন যেগুলো পরতো বলে প্রায়ই টিচারদের কাছে বকা খেতো। ১ম বর্ষে অকৃতকার্য হওয়ার কারণে তাকে ছাড়পত্র নিতে বলা হয়েছিল। ঠিক এমন সময়ে পরম করুণাময় তাকে ইহজগৎ থেকেই ছাড়পত্র ইস্যু করে দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমি যখনই মনির কথা মনে হয় দুহাত তুলে দোয়া করি সে যেন আমাকে ক্ষমা করে তার পাওনা পুরস্কার তাকে দিতে না পারার জন্য।

দিন গড়িয়ে যায় এরই মধ্যে পার হলো আরও ১টি বছর। তখন ছিল কুমিল্লা বোর্ড এর অধীনে আমাদের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ তখন চট্টগ্রাম বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয় নি এবং কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে সেটাই ছিল শেষ বছরের পরীক্ষা। সেই বছর বলতে ১৯৯৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় আমাদের এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানকে গৌরবের আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় বাণিজ্য বিভাগের ফলাফল।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী বাকী ফারহানা হক (নীতু) সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সেই দিনের স্মৃতি এখনও আমাকে ভীষণভাবে

আনন্দিত করে। এরকম আরও কত কথা কত স্মৃতির ঝরা ফুল দিয়ে মালা গেঁথে রেখেছি। এইতো মনে হয় সেদিনের কথা, আমার দুই সন্তান পাবলিক কলেজের আঙিনায় (টেনিস কোর্টে) অন্যান্য সহকর্মীদের সন্তানদের সাথে খেলছে আর আমি অলস বিকেলে সোনালি রোদ্দুরে মোড়ায় বসে আমার টিচার্স কোয়াটারের ছোট বারান্দা থেকে ওদের ওপর চোখ রাখছি। একদিকে আমার সন্তানদের লালন-পালন, অন্যদিকে ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ভাবতাম, আসলে কারা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি? ছেলেরা বড় হয়ে বলে তুমি ছাত্রদের বেশি আদর করো। আর ছাত্রদের কাছ থেকে এমনও শুনেছি, 'আমি যদি আপনার ছেলে হতাম!' সবার জীবনে হয়তো এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয় নি কিন্তু আমি হয়তো একটু বেশিই ভাগ্যবান সেদিক থেকে।

আমি যখন পাবলিক কলেজে যোগদান করি তখন ছিল এটি একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ যা শুধু ২টি বিল্ডিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে সেই প্রতিষ্ঠান একটি অডিটোরিয়াম এবং আলাদা ৫টি ভবনের বিশাল কলেবরে এসে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানে পাস কোর্স চালু হয়। এর আগ পর্যন্ত বাণিজ্য বিভাগে ছিলাম আমি এবং হিসাববিজ্ঞানে একাধিক শিক্ষক আসলেন। একঝাঁক নতুন শিক্ষক যাঁদের কেউই এখন আর নেই শুধু মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী আর মো. মাহফুজুর রহমান ছাড়া। দীর্ঘ আট বছর সফলভাবে বিকম (স্নাতক) চালানোর পর ২০০৫ সালে পাস কোর্স বন্ধ করে আমরা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিবিএস অনার্স কোর্স (যা বর্তমানে বিবিএ অনার্স) এবং বিবিএ অনার্স প্রফেশনালস্ কোর্স চালু করি। যা সমগ্র বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানকে ১ম ব্যাচ ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত ফলাফলে প্রথম স্থান অর্জন করার বিরল সম্মান এনে দেয় এবং বিবিএ প্রফেশনালস্ এর দ্বিতীয় ব্যাচও সমগ্র বাংলাদেশে ১ম স্থান অর্জনের গৌরবে গৌরবান্বিত করে। অনার্স কোর্স চালু প্রসঙ্গে কয়েকটি স্মৃতির কথা না বলে থাকতে পারছি না। ১ম ব্যাচ ব্যবস্থাপনাতে যখন ছাত্র ভর্তি চলছে তখন ভর্তির দ্বিতীয় দিনে রিলিজ স্লিপ নিয়ে এক ভদ্রলোক আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি আপনার ফারুক মামা (ছোটমামার বন্ধু)। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, মানুষ বয়স হলে কেমন বদলে যায়। ফারুক মামা বলেছিলেন উনার বড় মেয়ে সুমাইয়াকে আমার ব্যবস্থাপনা বিভাগে (২০০৫ এর নভেম্বর মাস থেকে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে আছি) ভর্তি করে উনি নিশ্চিন্ত হতে চান। সেই ১ম বর্ষ থেকে ৩য় বর্ষ পর্যন্ত মেয়েটি (সুমাইয়া জেরিন) আমার ডিপার্টমেন্টে অনেক চড়াই-উতরাই পার করে শেষ বর্ষে এসে কিছুদিন ক্লাস করার পর একদিন দুপুরে মনের কোণে অনেক অভিমান নিয়ে পরপারে পাড়ি জমালো। আমার মনে হচ্ছে দিনটি ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সাল। সেদিন ছিল কলেজ সেকশনের (অনার্সসহ) বার্ষিক পিকনিক। আয়োজন করা হয়েছিল সমুদ্র বিহারের। পিকনিকে যাবার একদিন আগে সুমাইয়া আমাকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করেছিলো, ম্যাম আমাকে নিয়ে যান না আপনাদের সাথে। আমি বলেছিলাম, তোমাদের কয়েকদিন

পর শেষ বর্ষের স্টাডি ট্যুর হবে কক্সবাজারে তুমি সেখানে যাবে। সুমাইয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। আমার ছোট ছেলে আমাকে বারংবার বলতে লাগলো, আম্মু তুমি আপুটাকে পিকনিকে নিলে আপুটা বেঁচে যেতো। হয়তো উপরওয়ালার ইচ্ছাই ছিল এরকমটি ঘটবে। আমার চোখে এখনও সুমাইয়ার লাল ঘোমটা পরা নতুন বউয়ের সাজে সদা হাস্যময় নিটোল মুখটি ভেসে বেড়ায়। মনে পড়ে ১ম ব্যাচ ব্যবস্থাপনা ছাত্রদের মুখগুলো। যারা আমার খুবই কাছের এবং আদরের ছিল।

অনেক কষ্ট হয় যখন ঝরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া মুখখানি মনে হয়। তাদের মধ্যে পাটোয়ারী স্যার (শরীরচর্চা শিক্ষক), ফিরোজ স্যার (স্কুল লাইব্রেরিয়ান), খাইরুল মুমিনিন স্যার (ড্রইং শিক্ষক), আনোয়ারা ম্যাডামের ছেলে রাইয়ান (আমার প্রতিবেশী ও আমার ছেলের খেলার সাথি), রবিউল্লাহ (পিয়ন) বড় মেয়েটি যার নাম ছিল আমার নামে। আর মনে পড়ে অমলেন্দু স্যারের ছোট ছেলে অমিতের কথা।

অনেক অনেক আনন্দ হয় যখন দেখি পুরনো ছাত্র-ছাত্রীরা কোথাও দেখা হলে দৌড়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে উপুড় হয়ে পদধূলি নেয় এবং জিজ্ঞেস করলে বলে, অমুক কোম্পানির মালিক, তমুক ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা। অথবা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছে। আমার সবসময় মনে হয় মাতা-পিতা এবং শিক্ষকই মনে প্রাণে চায় তাঁদের সন্তান বা ছাত্র তাঁদেরকে ছাড়িয়ে অনেক অনেক উপরে উঠুক।

আজ দুপুরে বসে আমার বিভাগীয় কক্ষে টেবিলে যখন দিনের ব্যস্ততম সময়গুলো পার করছি ঠিক তখনই উর্মিলা তার দলবল নিয়ে হাজির। দাবি সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে লেখা দিতে হবে। এতো অল্প সময়ে কি লিখবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। যাই লিখলাম তা কেবলই কিছু স্মৃতিকথার মতো মনে হলেও আমার কাছে এসব ঘটনাই একেকটি ঝরা ফুলের গাঁথা মালার মতো, চিরজীবন অবসর সময়গুলোর একাকিত্ব দূর করার জন্য তাজা ফুলের সৌরভ ছড়াবে। সবশেষে সকল পুরাতন ও বর্তমান ছাত্রদের উদ্দেশে একটা কথা বলতে চাই-

তুমি (তোমরা) রবে নীরবে
হৃদয়ে মম।

(সংযোজিত) জীবনের চলার পথে কতনা স্মৃতি মনকে আপ্লুত করে। কতজন চলে গেছে অসীম আকাশের ওপারে। এমনি একজন হলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন সহকর্মী কামরুন নাহার ম্যাডাম। উনাকে আমি খালা ডাকতাম, কারণ সম্পর্কে উনি আমার খালা হন। ম্যাডাম কলেজে ভূগোল পড়াতেন মানবিক শাখায় এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়াতেন বাণিজ্যিক ভূগোল বিষয়টি। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে ০১ জুন ১৯৯৫ তারিখে যোগদান করেন এবং ৩১ অক্টোবর ২০০২ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। ম্যাডাম দীর্ঘ দিন রোগভোগের পর ১৪ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ নিজ

বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। আমি উনার ভাগিনী হিসেবে বা বাণিজ্যিক ভূগোল বিষয়ের পার্টনার হিসেবেও অনেক স্নেহ ও সহযোগিতা পেয়েছি। ম্যাডাম অনেকগুলো বিড়াল পুষতেন। আমার ছেলেরা উনার নাম শুনলেই বলতো কার কথা বলছো আম্মু? বিড়াল নানুর কথা?

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কোণায় কোণায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য স্মৃতিকথা। সেরকমই ভুলা যায় না অমলেন্দু স্যারের কথা। অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য স্যার এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন ১৯৮৪ সালে এবং চাকুরিরত অবস্থায় ২০১৬ সালের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। স্যারের সাথে আমার অনেক স্মৃতি। তিনি ছিলেন আমার বড় বোনের সহপাঠি আগ্রাবাদ কলোনি স্কুলে। তাই সবার আড়ালে আমি স্যারকে দাদা বলে সম্বোধন করতাম। স্যারের ছিল বিখ্যাত (ছাত্রমহলে) এক হোন্ডা। ছুটির পরে আমার দুই ছেলেকে দোতলার বারান্দা থেকে ডেকে নিয়ে কলেজের বাস্কেটবল কোর্টের মাঠে হোন্ডাতে বসিয়ে কতক্ষণ ঘোরাতেন/ চড়াতেন। এটা পরবর্তীতে ওদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ওপর থেকে স্যারকে দেখলেই ওরা চিৎকার শুরু করতো হোন্ডা মামা বলে। কি যে সুন্দর ছিল উনাদের সেই মামা ভাগ্নেদের কাণ্ড কারখানা। চাকুরিকালে স্যারের সাথে অফিসিয়াল ব্যাপারে মতদ্বৈততা থাকলেও অন্যান্য সময় আমাকে উনি বয়সে ছোট হলেও খুবই সমীহ করতেন। মনে পড়ে আমার বড় ছেলে একদিন কলেজ থেকে বাসায় এসে আমাকে বলেছিল; আজকে ক্লাসে অমলেন্দু স্যার বলছিলেন, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে টিচার থাকলে একজনই আছেন যাকে ছাত্ররা যেমন ভয় পায় আবার তেমন ভালোও বাসে শুধু তাঁর টিচিং এর জন্য। স্যারের এই কথায় আমার সহকর্মীরা যেন কেউ মনে কষ্ট না পান এটি ছিল স্যারের একটি উক্তি মাত্র। আমি উনার মেয়েরও শিক্ষক ছিলাম তাই তিনি একথাটি বলে থাকতে পারেন। অমলেন্দু স্যার চলে যাওয়ার পর অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানে চলে গেলেন তাঁর জীববিজ্ঞান বিষয়ের ডেমোনেস্ট্রেটর (প্রদর্শক) জনাব আবু বকর সিদ্দিকি স্যার। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন ১৭ মে ১৯৮৯ তারিখ। তিনি চাকুরিরত অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শরীরে মরণব্যাধি ক্যান্সার যে কখন বাসা বেঁধেছিল তা আমরা কেউ বুঝিনি বা তিনি নিজেও টের পাননি। সদা হাস্যময়ী বকর স্যারের মুখচ্ছবি জীববিজ্ঞান ল্যাবে গেলেই আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। এরই মধ্যে কেটে গেল আরও কতগুলো বছর। দিন চলে যায় রয়ে যায় স্মৃতি।

বিগত বছর এবং এই চলতি বছরে চলে গেল আমাদের আরও কিছু প্রিয় সহকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্যে ইংরেজি বিভাগের কলেজ শাখার প্রাক্তন শিক্ষক ইন্দ্রানী মুৎসুদ্দি এবং গোলামুর রহমানের নাম মনে পড়ে প্রায়ই। এরা দুজনেই ছিলেন আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন অনুজপ্রতিম। গত বছরেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে চলে গেল ইন্দ্রানী। মৃত্যুকালে সে ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। আর গোলামুর রহমান ছিল ডেপুটি সেক্রেটারি এবং চট্টগ্রামের প্রখ্যাত মুসলিম হলের প্রকল্প পরিচালক। এই কিছুদিন আগেই ১৩ জুলাই ২০২১ তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র সৈয়দ আজগর হোসাইন স্যার। স্যারকে আমি নানা বলে সম্বোধন করতাম, কারণ উনি ছিলেন আমার নানার ভক্ত বা অনুসারী। আমার বড় মামির বাবা যাকে আমার বাবা-মা এবং আমার পরিবার খুবই সম্মান করতো। উনি ছিলেন মাওলানা মোহাদ্দেস। আমাদের সকল রকমের বিপদ-আপদ বা সুসংবাদে যাঁকে আমরা সবাই সর্বাগ্রে মনে করতাম। সেই নানার অনুসারী ছিলেন আজগর স্যার। স্যারও ধর্ম বিষয়ে বেশ জ্ঞান রাখতেন। আমি আমার যাবতীয় ধর্ম বিষয়ক পরামর্শ তাঁর সাথেই করতাম। স্যারের মৃত্যুতে আমি অনেক অনেক মর্মাহত হয়েছি। আমার মনে হয়েছে মাথার ওপর থেকে বুঝি একটা মহা বটগাছের ছায়া সরে গেল। আমার মনে আছে আমার আর নানার (আজগর স্যার) খুনসুটি দেখে নাইমা সেহেলী ম্যাডাম প্রায়ই বলতেন "রাশেদা তুমিতো দেখি পাবলিক কলেজটাকে বাড়িঘর বানিয়ে আত্মীয়ের মেলা বসিয়েছো"। আমি প্রত্তুত্তরে হাসতাম আর বলতাম এটাই বা কয়জনে পারে? আপনিও তো আমার খালা হন। নাইমা সেহেলী ম্যাডাম সম্পর্কে আমার খালাতো বোনের শাশুড়ি এবং বড় মামির চাচাতো বোন হন। আসলে সত্যি বলতে কি? সহকর্মীরা যে কতটা আপন হতে পারে- তা সিসিপিসিতে না কাজ করলে বুঝতেই পারতাম না। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রমও আছে । নাইমা সেহেলী ম্যাডামের এ কথা বলার পিছনে কারণও ছিল। আমাদের সবচাইতে প্রবীণ এবং সম্মানিত প্রাক্তন শিক্ষক জোহরা কবির ম্যাডামকেও আমি খালাম্মা ডাকি। কারণ- উনি আমার বান্ধবীর মা।

সিসিপিসি এর বিতর্ক টিম বরাবরই খুব চমৎকার পারফরম্যান্স করে আসছে। এই বিতর্ক দলের এক সময়কার তুখোড় বক্তা ছিল বাণিজ্য শাখার তানভীর তাসরিক তমাল। বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ হার্ট অ্যাটাক করে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেল ওপারে। তার এই হঠাৎ মৃত্যুতে আমি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়ি। তার ঠিক একদিন পরই চলে গেল আরেফিন রাসেল শান্তনু।

সিসিপিসির প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব হুমায়ুন কবির চৌধুরী গত ২৯ নভেম্বর এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে গমন করেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের এইচএসসি-৯৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী ডা. ফারহানা হক ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সৌদি আরবের রিয়াদে এবং ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তাওসিফ নূর গত ১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

বিগত ২৫ জুলাই ২০২১ তারিখে চলে গেলেন আমার আরও এক প্রিয়ভাজন অনুজপ্রতিম শিক্ষক জনাব জাবেদুর রহমান। ১৯৯৫-১৯৯৬ সেশনে ডিগ্রি পাসকোর্স

খোলার পর একঝাঁক নবীন শিক্ষকদের একজন ছিলেন। তখন ঐ দলে ছিলেন মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী, বখতেয়ার মিয়া, জাবেদুর রহমান, নুরুল আলম, মাহফুজুর রহমান ও সাঈদুল হাসান স্যারেরা। সেই নবীন শিক্ষকরাই এখন আমার পরবর্তী প্রবীণ শিক্ষক হওয়ার পথে। সত্যি মেঘে মেঘে বেলা কম হল না। আর ক'দিন পরই আমাকে ছেড়ে যেতে হবে প্রাণপ্রিয় এই প্রতিষ্ঠানের প্রিয় প্রাঙ্গণ।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রবীণতম ড্রাইভার আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ মৃত্যুবরণ করে। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাকে বেহেশতবাসী করেন।

কালের অতল গহ্বরে আমরা সবাই একদিন হারিয়ে যাবো। তবুও আমাদের সকলের হৃদয়ে থাকবে সিসিপিসি এবং তার সাথে জড়িত সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী। এই প্রাকৃতিক নৈসর্গমণ্ডিত একখণ্ড স্বর্ণ পৃথিবীর কোথাও গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না আমি জানি। তাই সবশেষে এই কামনা-

আমি তো চলেছি বন্ধু সম্মুখপানে
অনাগতের হাতছানি
পিছনের প্রবলটানে
কখনও না যেন হার মানি ॥

লেখা প্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা-২০১১

লেখক: উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৯২ থেকে অদ্যাবধি।

স্বপ্ন দেখি অনেক বড়

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম

অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে শতাব্দীর পথে এগিয়ে চলা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ (সাবেক চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ)। এ প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ঐতিহ্যের সমঅংশীদারের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে, পারস্পরিক সহযোগিতার একটি বড় ক্ষেত্র তৈরি করতে, সমাজ তথা দেশের সেবায় ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করতে, সর্বোপরি ঐক্যের এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সহকর্মী ও বন্ধুত্বপূর্ণ বৃহত্তর সিসিপিসি পরিবার গঠনের প্রয়াসে গড়ে উঠেছে এ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের সংগঠন সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন। বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা স্যারের ঐকান্তিক আগ্রহে, তাঁর অনুপ্রেরণায় ও দিক নির্দেশনায় সংগঠনটির সক্রিয়তা আজ নতুন মাত্রা পেয়েছে। ঐক্যবদ্ধ ও গতিশীল একটি প্রাক্তন সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সিসিপিসি পরিবার গঠনের স্বপ্ন আজ সবার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। আর এ স্বপ্নে স্বপ্নবান হয়ে সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন বিগত তিন মাসে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন, সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, উপদেষ্টা কমিটি ও টিচার্স মনিটরিং কমিটি গঠন, পিকনিক আয়োজন, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মাঝে ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন, শীতবস্ত্র বিতরণ, কলেজের প্রাক্তন কর্মচারী হারাধন দে'র চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সফলভাবে সম্পাদন করেছে। এত অল্প সময়ে এতগুলো কাজের সফল বাস্তবায়ন সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন ও সিসিপিসির প্রতি তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের পরিচয় বহন করে। এ অঙ্গীকার থেকে তারা আয়োজন করতে যাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের ৪র্থ পুনর্মিলনী উৎসব।

সিসিপিসির এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার আলো ছড়িয়েছে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। তাদের সকলেই আজ প্রতিষ্ঠিত। মেধা ও মননের স্বাক্ষর রেখে তারা আজ দেশের যোগ্য নাগরিক, কর্মক্ষেত্রে তারা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। উজ্জ্বল এ তারকারাজির মিলনমেলা দেখব বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

পুনর্মিলনীর প্রাক্কালে আমি আজ স্মৃতিকাতর। পুরানো অনেক ছাত্র ছাত্রীদের মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়। মনে পড়ছে আদর আর অনুশাসনের অনেক টুকরো স্মৃতি। স্মৃতিকাতর আজ তোমরাও। তোমরাও প্রিয় সহপাঠীদের কাছে পাওয়ার জন্য উন্মুখ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আরেকবার দেখার জন্য অধীর। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের এ মিলনমেলা আমাদের মধ্য সৃষ্টি করবে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। গড়ে উঠবে ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান এক সিসিপিসি পরিবার।

পুনর্মিলনীর মিলনমেলা যেন শুধু আনন্দ আড্ডা আর আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে সত্যিকার অর্থেই পরস্পরের প্রতি সহমর্মী একটি সিসিপিসি পরিবার গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করে এ প্রত্যাশাই করি। সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশনকে নিয়ে আমি অনেক বড় স্বপ্ন দেখি। আশা করি পুনর্মিলনীর এই মিলনমেলা আমাদেরকে স্বপ্নের সেই পথে এগিয়ে যেতে শক্তি যোগাবে।

আমি স্বপ্ন দেখি এই পরিবারের প্রত্যেক সদস্য হবে সহোদর ভাই বোনের মতো। একে অন্যের আনন্দে যেমন আনন্দিত হবে, তেমনি একজনের বিপদেও আরেকজন এগিয়ে আসবে আপন ভাইয়ের মতো। এর প্রতিটি সদস্য সার্বক্ষণিকভাবে একে অন্যকে সহায়তা করবে। সিসিপিসির অনেক শিক্ষার্থীই আজ শিল্পপতি কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার দেবে কোনো সিসিপিসিয়ানকে। যোগ্য লোকটি পরিবারের মধ্যেই থাকলে কেন কর্মী খুঁজতে বাইরে যাবে। এ লক্ষ্যে এলামনাই প্রতি বছর 'জব ফেয়ার' এর আয়োজন করবে। এখানকার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সিভি নিয়ে এমপ্লয়ারদের সাথে যোগাযোগ করে দেয়ার জন্য অনলাইনভিত্তিক 'জব লিংক' গড়ে তুলবে। প্রতি বছর নিজ নিজ পেশায় দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে আয়োজন করবে 'ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং'। এতে অংশ নিয়ে সিসিপিসির ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন পেশায় ক্যারিয়ার গঠনের নির্দেশনা পাবে। এলামনাইয়ের লাইফ মেম্বারদের চাঁদা নিয়ে বিশেষ তহবিল গড়ে তুলে ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখবে। এর আয় থেকে এ প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে। সিসিপিসির ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে আসবে। এলামনাই গ্রহণ করবে এমনি আরো হাজারো মানবিক উদ্যোগ। সিসিপিসি পরিবারের ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে প্রতি বছর আয়োজন করবে ফ্যামিলি নাইট, পিকনিক, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাসহ নানা অনুষ্ঠান। বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর সম্মিলিতভাবে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস সিসিপিসি ডে উদযাপন করবে। সিসিপিসি যখন উচ্চমাধ্যমিক অথবা সম্মান পরীক্ষার্থীদের বিদায় দিবে এলামনাই তখন তাদেরকে বরণ করে নিবে সদস্য হিসেবে। এখন থেকে এ পরিবারের কেউ আর হারিয়ে যাবে না, বন্ধুদের থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না। এলামনাই সিসিপিসির প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের, শিক্ষক ও কর্মচারীদের একটি তথ্য ব্যাংক গড়ে তুলে ডাইরেক্টরি প্রকাশ করবে যাতে যে কেউ তার প্রয়োজনে যে কাউকে খুঁজে নিতে পারে। এমনি সব বড় বড় (অথচ একটু চেষ্টাতেই সম্ভব) স্বপ্ন আমার মনে উঁকি দিচ্ছে। আশা করছি এসব স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন এ কলেজের উন্নয়নের অংশীদার হবে। গড়ে উঠবে শক্তিশালী সিসিপিসি পরিবার সর্বোপরি স্বপ্নের সুন্দর বাংলাদেশ গঠনে সামনের সারিতে থেকে কাজ করে যাবে এ সংগঠনের প্রতিটি কর্মী।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: পুনর্মিলনী স্মরণিকা-২০১৮

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (বিবিএ প্রফেশনাল)। কর্মকাল: ০২ মার্চ ১৯৯৬ হতে অদ্যাবধি।

স্মৃতির শব্দগুলো

নাইমা সেহেলী

জীবনের ব্যাপ্তি যত বেড়ে চলে, স্মৃতির আধিক্য সে অনুপাতে বেড়েই চলে। লিখতে বসে, মনে হচ্ছে স্মৃতিগুলো যেন বড় বেশি জমাট বেঁধে আছে, আর তাই চিন্তার জলে তা গলিয়ে ভেজানোর এক চেষ্টা আমার এ লেখা। জীবনের কিছু স্মৃতি সময়ের ধুনিতে ম্লান হয় আবার কিছু থাকে অম্লান-অটুট। আমার সেই অম্লান স্মৃতি অটুট হয়ে আছে এক গৌরবময় প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে যার নাম এক সময়ে ছিল *ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল* পরবর্তীতে চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ আর বর্তমানে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ সংক্ষেপে সিসিপিসি নাম ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি পরিসরে, আবহে ও কর্মকাণ্ডে হয়েছে বিশাল, ব্যাপক ও ঋদ্ধ।

এ প্রতিষ্ঠানে আমার কর্মজীবনের সূচনা হয় ৯ নভেম্বর '৭৩-এ আর সমাপ্ত ২৫ মার্চ, ২০০৯। প্রায় ছত্রিশ বছরের এক সুদীর্ঘ সময়। আমার চাকুরির এই মেয়াদকাল শুনে সাবেক অধ্যক্ষ কর্নেল মো. আসাদুজ্জামান সুবহানী স্যার বলেছিলেন 'আপনি তো লিজেন্ড'। কথাটি আমাকে আজও আন্দোলিত করে। এ দীর্ঘ সময়ে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী সহকর্মী পেয়েছি, যাদের সান্নিধ্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। দেখা হোক বা না হোক এখনও প্রায় কথা হয় সবার সাথে দেশ হতে কি প্রবাস হতে। অবসরের অনেকটা সময় কেটে যায় আমাদের স্কুলের মধুর স্মৃতি রোমন্থনে।

পাবলিক স্কুলে কাজ করার জন্য প্রথম অনুপ্রেরণা পাই আমার শিক্ষামনস্ক বাবার কাছ হতে। জানতাম এমএ পাশ করলে কলেজে চাকরি করতে হয়। তাই কলেজ সে যেমনই হোক চাকরি করবো বলে বাবাকে জানাতেই বললেন, 'গ্রামে গঞ্জে যাবার দরকার নেই, স্কুলে কাজ করে পড়াশোনাকে যেমন কাজে লাগানো যায় তেমনি সংসারেও সময় দেওয়া যায়। আজকের পেপারে পাবলিক স্কুলের বিজ্ঞপ্তি আছে দেখো। দেখলাম 'হাউজ মাস্টার' পদের জন্য যোগ্যতা চেয়েছে এমএ ডিগ্রি আর সহকারী শিক্ষকের জন্য চেয়েছে বিএ ডিগ্রি। এমএ যখন পাশ করেই ফেলেছি তখন 'লুষ্টি তো ভান্ডার, মারি তো গণ্ডার' এই নীতির অনুসারী হয়ে হাউজ মাস্টার পদের জন্য আবেদন করলাম। কিছুদিন পরে ডাকা হলো। বাবা নিয়ে গেলেন সঙ্গে

করে। পৌঁছে দেখলাম তিন পাহাড়ের মাঝে পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত মূল বিল্ডিংখানি, সামনে দখিনে অবারিত খোলা প্রান্তর পাহাড় হতে নেমে আসা জলধারায় মাছের ভেসে চলা- দেখে হলাম মুগ্ধ।

সে যাক, অধ্যক্ষ মহোদয় এর অফিস রুমের সামনে অনেক প্রার্থীর ভিড়ে আমিও শরিক হলাম। ওখানে গিয়ে জানলাম লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। একথা শুনে বিজ্ঞপ্তিতে না থাকায় জানা শিক্ষক প্রার্থী চলে গেলেন। অভিজ্ঞতাহীন আমি ডিগ্রিখানা সম্বল করে ভাবলাম চাকরি তো হবে না, তবুও পরীক্ষাটা দিয়েই যাই। মনে পড়ে সেদিন ব্যাগে কলমও ছিল না। একজনের কাছ হতে একটা কলম চেয়ে নিলাম। সে কিনা পরীক্ষা না দিয়ে ফিরে গিয়েছিল। চেহারা মনে নেই, কিন্তু মনে মনে তাকে জানিয়েছিলাম অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। ধার করা কলম দিয়ে পরীক্ষা দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন অপেক্ষা করতে বলা হলো। ডাক পড়লো ইন্টারভিউ বোর্ডে। সেখানে মূলত উচ্চারণ পারিবারিক আবহ জানাটাই ছিল মুখ্য। বোর্ডে সভাপতিত্ব করেছিলেন তৎকালীন জিওসি মেজর জেনালের মীর শওকত। আমার আবেদন পত্রখানা হাতে নিয়ে বললেন, হাউজ মাস্টারের পদে আমরা Male teacher নেব, আপনাকে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে নিতে চাই। আমার আপত্তি করার প্রশ্নই আসে না। সে সময় আমি ছাড়াও জয়েন্ট করেছিলেন নাট্যশিল্পী দিলারা জামান, ফাতেমা দোহা (গায়িকা) ফেরদৌসী রহমানের ননদ ও জুলফিকার আলী খান। বিজ্ঞপ্তিতে ছিল বেতন হবে ৩২৫ টাকা।

আমার অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি দেখে উনি বোর্ডেই বলে ফেললেন উনাকে ২৫ টাকা বাড়িয়ে দাও। বেতন হলো ৩৫০ টাকা। বর্তমানে পাবলিক কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। আর আমি হলাম তার সূচনা শিং লাগানোর জন্য (Hons) তখন যে কতটা ব্যঙ্গবিদ্রুপ শুনতে হতো তা এখন ভাবাই যায় না। এখন তো প্রতিষ্ঠানটি কলেবরে বৃদ্ধি হয়ে শিং লাগানোর কাজটিও করে যাচ্ছে গৌরবের সাথে।

তখনও (৭৩) আমি বাবার মেয়ে। পাঁচলাইশে বাবার বাসায় থাকি। সে সময় স্কুলে পরিবহণের জন্য কোনো বাহন ছিল না। ছিল শুধু নীল রঙের একটা টয়োটা কার। আমার আসা বিশেষ করে স্কুল হতে ফেরার সময় বেশ বেগ পেতে হতো। ছিলামও বয়োকনিষ্ঠ। একদিন অধ্যক্ষ স্যার ডেকে বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে 'Principal's Car' ব্যবহার করতে পারেন। আসা-যাওয়ার জন্য আপনার বেতন থেকে অফিস ৮০ টাকা কেটে রাখবে। Sir এর প্রস্তাব লুফে নিলাম। মাস গেলে বেতন পেতাম ২৭০ টাকা। আর তা দিয়ে আমি চলতাম রাজকীয় হালে। একটা তুলনা করলে বেশ বোঝা যাবে। আজকাল যে শাড়ি কিনতে তিন/সাড়ে তিন হাজার টাকা লাগে, সে সময় তা ১৫/১৭ টাকা দিয়েই কেনা যেত। কী যে দিন ছিল, আজ তা স্বপ্ন বলেই মনে হয়। সে যাক, মনে পড়ে তখন স্কুলে অডিটোরিয়াম হয় নি। ছিলোনা অনুষ্ঠান করার মতো তেমন পরিসর। তবুও সেই সময়ে স্কুলের সহপাঠ

কার্যক্রমের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হতো প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিন ব্রেকের পরেই। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের চেয়ার খানি বয়ে এনে তাতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতো অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুমের পাশের পরিসর জায়গাটিতে। আর প্রতিযোগীরা বসতো তৎকালীন জুনিয়র সেকশনে যাবার পথে সিঁড়িতে। অধ্যক্ষ মহোদয় আর শিক্ষকরা বসতেন দু'পাশে বেতের সোফাতে। অনুষ্ঠান শেষে হুড়াহুড়ি করে চেয়ার শ্রেণিতে নিয়ে যাবার ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মকাণ্ড এখনও চোখে ভাসে।

এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম সবসময়ে ছিলো তবে সময়টা এখন সবার জন্য স্বস্তির ছিল বলে শহরের দু'চারটা ভালো স্কুলের সাথে বেশ শক্ত হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই হতো যেকোনো সহপাঠ কার্যক্রমে। সে সুস্থিরতা প্রতিষ্ঠানটি এখনও ধরে রাখতে পেরেছে বলেই আজ আমাদের জয় জয়কার।

একসময় প্রতিষ্ঠানটি পরিসরে ছোট হলেও নিয়ম-নীতির কারণে স্বনামধন্য ছিল তাই এখানে সন্তানদের ভর্তি করাতে পারলে অভিভাবকরা শান্তি পেতেন। সে সময় হোস্টেলও ছিল। সুষ্ঠু সুন্দর নিয়ম-কানুনে চালিত হতো বলে অভিভাবকরা তাদের ছেলে সন্তানদের হোস্টেলে দিতেন আগ্রহী হয়ে। এ প্রসঙ্গে একটা নিয়মের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে-সে সময় অনাবাসিক শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব ছিল একেক দিন এক একজন শিক্ষক দুপুরের খাবার পরখ করার পরই বাচ্চাদের খেতে দেওয়া হতো। রাতে আবাসিক শিক্ষকরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। মনে পড়ছে হোস্টেলের বয়োবৃদ্ধ কর্মচারী 'ইসহাক ভাই' এর কথা - যে নাকি মাতৃসুলভ মমতা নিয়ে ছোট বাচ্চাদের (৮/১০ বছর) চুল আঁচড়িয়ে দিতে, কাপড় পরাতেও সাহায্য করতো। আবার কেউ হয়তো সন্তানের জন্য হোস্টেলে সিট পাননি। কিন্তু পরিবহণ খরার সে যুগেও বাসে যাবার অনুমতি হয়তো পেয়েছেন তাতে তাদের খুশির সেই অভিব্যক্তি আমার কানে আজও ভাজে "আঁর পোয়ারে বাসত্ দিয়্যি।" এই বাক্যটি প্রমাণ করে প্রতিষ্ঠানটি সবসময়ে সর্বকালে অভিভাবকপ্রিয়তা পেয়েছিল। এখনও পাচ্ছে ভবিষ্যতেও পাবে।

এবার যাই এক মন কাড়ানিয়া স্মৃতিরাজ্যে- এ প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেবার পরপরই বাংলাদেশ এলিমেন্টারি স্কুলের অধ্যক্ষ শায়লা আপার আগ্রহ ও অনুরোধে "জ্ঞান নিয়ে কবরে যেতে হয় না- দিয়ে যেতে হয়" উনার এই বিশেষ উক্তি অনুধাবন করে যোগদান করলাম স্কুলটির প্রশাসনিক দায়িত্বে। আর সাথে যোগ হলো ব্যাকরণ পড়ানো অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণিতে। সেদিন অষ্টম শ্রেণিতে লিখতে দেওয়ার পরে এক ছাত্রী খাতা জমা দিলো লেখার নিচে আমার নামসহ। জানতে চাইলাম এখানে আমার নাম কেন? সাথে সাথে ছাত্রীর ত্বরিত জবাব আপনি কি পাবলিক কলেজ হতে এসেছেন? হ্যাঁ বলতেই শুনলাম চমকপ্রদ ও অভিনব উক্তিটি। ওর মামা জিয়া আমার ছাত্র, মামার অনুরোধেই মা ওর এই নাম

রেখেছেন। ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে কিন্তু তাই বলে এতটা। পরবর্তীতে এ ছাত্রী পাবলিক কলেজের নবম শ্রেণিতে যখন ভর্তি হলো তখন স্নেহভাজন আমার সহকর্মী কেউ বলেছিলো এ নামে আমাদের একজন ম্যাডাম ছিলেন- ছাত্রী সে কথা কানে পৌঁছে দিয়ে জানান দেয় আমার সহকর্মী আমাকে এখনও মনে রেখেছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

শিক্ষকতা একটা মহান পেশা আর এর প্রয়োজন মানবমন সাধারণত কিছু পাওয়ার আশা করে- শিক্ষকতার পেশা সেই পাওয়াটাকে এমনভাবে পাইয়ে দেয় আর তা যে কতটা বলে বোঝাবার নয়- অর্থ দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায় তার প্রাপ্তিযোগের আনন্দময়তাকে। আর সেই আনন্দময়তাকে উপলব্ধি করাতে সহায়তা করেছে আমার স্নেভাজন ছাত্রছাত্রীরা।

পরিশেষে অধ্যক্ষ স্যারের কথা না বললেই নয়। আমার সর্বকাজে অনুপ্রেরণা পেয়েছি নয়জন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্যারদের কাছ হতে। বাংলা বিষয়ের শিক্ষক বিধায় একটা মজার কথা বলি- আমার কর্মজীবনের সূচনায় ছিলেন অধ্যক্ষ আশরাফ স্যার আর অন্তিমে ছিলেন কর্নেল আনিস স্যার। 'আ' দিয়ে শুরু শেষ হলো মাঝে ছিল 'ম' এর আধিক্য। শ্রদ্ধা জানাই মুর্শিদ স্যার, মোকাররম স্যার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাওলা স্যার, কর্নেল মুর্তজা স্যার, কর্নেল বাতেন স্যার, কর্নেল শামস স্যার ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহিদ স্যার প্রমুখকে।

আর বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল তোহা স্যার এর কথা না বললেই নয়- প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন 'সিসিপিসি এলামনাই এসোসিয়েশন' নিয়ে ওনার ভাবনা ও কার্যক্রম প্রশংসনীয়। এই সংগঠনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য উনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন সবার মনে।

এই প্রতিষ্ঠান হতে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা লাখ খানেকের কম হবে না। আর এর শুধু দেশেই নয় পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন পেশায়, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছে গৌরবের সাথে- সম্মানের সাথে। সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভ কামনা।

"মৃত্যু নয় ধ্বংস নয়
নহে বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: পুনর্মিলনী স্মরণিকা-২০১৮

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৮১ থেকে ২৭ জুলাই ২০০৯।

ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক কথা

অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহলী মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। বিশেষ করে সাথে যদি স্বীয় বলয়ের কোনো সংশ্লিষ্টতা থেকে থাকে তবে সে আগ্রহ যেন বহুগুণে বেড়ে যায়। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে অনেক সমৃদ্ধ ও গৌরবময়। এ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ জনাব এ.বি.আশরাফ উদ্দিন আহমেদ ১৯৭৬ সালে প্রথম এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এতদসংক্রান্ত তাঁর স্বাক্ষরিত দলিলপত্র প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে, যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা এ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লিখনকার্য হালনাগাদকরণ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি তাগিদ অনুভব করেন এবং এ লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি অনুধাবন করি কাজটি মোটেও সহজ নয়, অনেক দুরূহ।

প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র, আমেরিকায় বসবাসরত প্রাক্তন অধ্যক্ষ এম.জি.জে.এন. মুর্শিদ-এর সাথে টেলিফোনে কথোপকথন, প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক মিসেস জোহরা কবির, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক মিসেস নাইমা সেহেলী, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মি. মো. নাজমুল আহসান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার হতে প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাপ্ত এসব তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী *গিরিপ্রভার* ২০১৬ ও ২০১৭ সালের সংখ্যায় যথাক্রমে *'সিসিপিসি-শুরুর কথা'* এবং *'উন্নয়নের ক্রমধারায় সিসিপিসি'* নামে দুটো নিবন্ধ ইতিহাসের অংশ হিসেবে আমি সম্পাদন করি।

ইতিহাস সংরক্ষণে প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা, সহকারী অধ্যাপক মো. হুমায়ূন কবিরকে সভাপতি করে আরো একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি প্রতিষ্ঠাকাল হতে হাল আমল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সকল প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি, অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের নাম সংগ্রহপূর্বক মূল ভবনের বিভিন্ন স্থানে ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যেমন এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যবাহী মূল ভবনের স্থপতি একজন আমেরিকান। কিন্তু কী তাঁর নাম সেটি জানা সম্ভব হয় নি। প্রতিষ্ঠানের মূল মনোগ্রামটি কোন শিল্পী চিত্রণ করেছেন তাও উদ্ধার করা যায়নি। এসব তথ্য কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের একটি প্রধান উৎস হচ্ছে কলেজ বার্ষিকী *গিরিপ্রভা* ও ত্রৈমাসিক *গিরিবার্তা*। ত্রৈমাসিক *গিরিবার্তা* প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা-এর উদ্যোগে ২০১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গিরিবার্তারই প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বর্ণিত হয়েছে। বার্ষিকী *গিরিপ্রভা* দীর্ঘ সময়ব্যাপী একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান অবয়ব ধারণ করেছে। বিষয়গুলো এখনই লিপিবদ্ধ না করলে এসব তথ্যও একসময় হারিয়ে যাবে কিংবা অনুল্লেখ থেকে যাবে। এ তাগিদ থেকেই আমার ইতিহাস সম্পর্কিত এবারের লেখার বিষয় বার্ষিকী *গিরিপ্রভা*।

২০১৮ সালে দ্বাদশ শ্রেণির পিকনিক স্পট কাপ্তাইয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মি. শিপন চন্দ্র দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক (গণিত বিভাগ) এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান যে, প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী *'গিরিপ্রভা'*র নামকরণ কে করেন? সেখানে এ প্রসঙ্গে আমার নাম উচ্চারিত হলে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করি এবং মাইক্রোফোন নিয়ে *গিরিপ্রভা*র নামকরণের সঠিক ইতিহাস সকলের সামনে তুলে ধরি। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পিএসসি মহোদয় বিষয়টি উপভোগ করেন এবং এ প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, ম্যাগাজিনের নামকরণ নিয়ে *গিরিপ্রভা*র আগামী সংখ্যায় একটি লেখা দিতে পারেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের একথা হতে আমি *গিরিপ্রভা*র ইতিহাস লিখন বিষয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করি।

১৯৮২ সাল। প্রতিষ্ঠানের নাম তখন 'চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ'। জানুয়ারির ১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ম্যাগাজিন কমিটি । প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র হতে পরবর্তী ৬ বছরেরও অধিক সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতির কথা জানা যায়নি। ১৩ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি তথা পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখের মধ্যে ম্যাগাজিন প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এরপর আরো একটি বছর কেটে যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (জুলাই-১৯৮৯) মাসে বহু প্রতীক্ষিত এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম ম্যাগাজিন *'বার্ষিকী ১৩৯৬ (বাংলা)'* নামে প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি ব্রিগেডিয়ার শাফাত আহমেদ, পিএসসি, কমান্ডার

৩০৫ পদাতিক ব্রিগেড-এর উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতায় এটি প্রকাশিত হয়।

বার্ষিকীর এ প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন মিসেস নাইমা সেহেলী, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন মি. প্রবীর ভট্টচার্য্য, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মেজর মো. ছালেহ উদ্দীন খান, জি.এস.ও-২ (শিক্ষা), ২৪ পদাতিক ডিভিশন, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ, এম.জি.জে.এন. মুর্শিদ, মি. খাদেমুল ইসলাম, প্রভাষক (গণিত), মিসেস মালেকা বানু চৌধুরী, প্রভাষক (বাংলা), মিসেস রাজিয়া সুলতানা চৌধুরী, প্রভাষক (ইংরেজি) মি. সুজিত কুমার চৌধুরী, প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান) ও মি. খায়রুল মুমিনিন, সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)।

শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে আবেদ ইসলাম (দ্বাদশ শ্রেণি), অরিজিৎ বড়ুয়া (একাদশ শ্রেণি), হোসনে আরা সিদ্দিকী (এসএসসি পরীক্ষার্থী), জুলিয়া আমেনা খালেদ (দশম শ্রেণি), ফারিয়েল সামিনা রহমান (৯ম শ্রেণি), ফারজানা তাহের (৮ম শ্রেণি), অনিন্দ্য চৌধুরী (৭ম শ্রেণি), সাবরিনা নিলুফার (৬ষ্ঠ শ্রেণি) এবং মুনতাসির মামুন (৫ম শ্রেণি)। বহু প্রতীক্ষিত এ সংখ্যার প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন তৎকালীন চারু ও কারুকলা শিক্ষক মি. খায়রুল মুমিনিন, আলোকচিত্রের দায়িত্বে ছিলেন, পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মি. সুজিত কুমার চৌধুরী। কম্পোজের দায়িত্বে ছিল আজাদী ফটোটাইপ সেন্টার আর মুদ্রণ করেছে আজাদী প্রিন্টার্স লিমিটেড ও কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশের ৫ বছর পর ১৪০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (আগস্ট-১৯৯৪ মাসে বার্ষিকীর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'বার্ষিকী ১৪০০ (বাংলা)' নামে। সম্পাদক ছিলেন মিসেস রাজিয়া সুলতানা চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি), ছাত্র প্রতিনিধি ছিল মাহফুজ জামান চৌধুরী ও নাজিয়া এনায়েত। পরবর্তীকালে আরো ৫ বছর পর ১৪০৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর-১৯৯৯) বার্ষিকীর তৃতীয় সংখ্যা 'বার্ষিকী ১৪০৬' নামে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন মিসেস নাইমা সেহেলী, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)।

কর্মরত সেনা কর্মকর্তা হিসেবে লে. কর্নেল (পরবর্তীতে কর্নেল) মো. আব্দুল বাতেন, এইসি সর্বপ্রথম এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ০৪ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। যোগদানের পর তিনি বেশ কিছু সংস্কারমূলক কাজে হাত দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে বার্ষিকী প্রকাশের প্রাক্কালে তিনি কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত নিয়মিতভাবে প্রতিবছরই বার্ষিকী প্রকাশ করা, দ্বিতীয়ত বার্ষিকীর সাইজ ২৭ সে.মি x ২১ সে.মি. হতে কমিয়ে ২৪ সে.মি. x ১৮ সে.মি করা এবং বার্ষিকীর নামকরণপূর্বক একটি নির্দিষ্ট নামে প্রকাশিত করা। সে মোতাবেক নামকরণের জন্য তিনি একটি দিক নির্দেশনাও প্রদান করেন। ''চারদিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত একটি শিক্ষালয় হতে জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে''-এ মেসেজটি ধারণ করে এমন একটি সংক্ষিপ্ত নাম

বার্ষিকীর জন্য তিনি শিক্ষকগণের কাছ থেকে আহ্বান করেন। কতিপয় শিক্ষক নাম জমা দেন। কিন্তু ভাবার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় সেসব গৃহীত হয় নি।

সে বছরেরই শেষার্ধের এক অপরাহ্নে অধ্যক্ষ লে.কর্নেল মো. আব্দুল বাতেন স্যারের সাথে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে আসকারদিঘির পারে ফার্নিচারের দোকানে যাচ্ছিলাম। গাড়ি বায়েজিদের পূর্বে ফায়ার সার্ভিস ক্রস করার প্রাক্কালে স্যার আমাকে বললেন, "ম্যাগাজিন প্রকাশের সময় এসে গেল, কিন্তু নাম ঠিক হল না এখনো।" স্যারের মুখে একথা শোনার পর হঠাৎ-ই আমি বললাম, 'প্রভা' হলে কেমন হয় স্যার? ঠিক কয়েক সেকেন্ড পর তিনি বলেন, "সাথে গিরি জুড়ে দিলে?" প্রথমে বুঝতে পারিনি। স্যারই পরিষ্কার করে বললেন 'গিরিপ্রভা' কি অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে। আমি সাথে সাথে বললাম, "অসুবিধা কী স্যার, বাংলা ভাষায় একটি নতুন শব্দেরও সৃষ্টি হবে।" স্যারের নির্দেশমতো পরেরদিন মিসেস নাইমা সেহেলী, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), মি. প্রবীর ভট্টাচার্য্য, সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি), মিস কাবেরী সেন গুপ্তা, ঊর্ধ্বতন শিক্ষকসহ বিশেষ করে বাংলায় পারদর্শী শিক্ষকগণের নিকট হতে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে সকলেই একবাক্যে *গিরিপ্রভা*র পক্ষে মতামত দেন। সেই থেকে এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকীর নাম হয় *গিরিপ্রভা*।

গিরিপ্রভা নামে বর্তমান সংখ্যাসহ প্রকাশিত বার্ষিকীর সংখ্যা বিশ। সে হিসেবে প্রকাশনার শুরু হতে অদ্যাবধি প্রকাশিত মোট বার্ষিকীর সংখ্যা তেইশ। ২০০৯ সাল হতে *গিরিপ্রভা* পুনরায় ২৭ সে.মি. ২১ সে.মি. আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। শুরু হতে বার্ষিকী সাদা-কালোয় অফসেট পেপারে মুদ্রিত হলেও ১৯৯৪ সাল হতে বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠাগুলো রঙিন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়। তবে এক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে ২০০২ সালে। সে বছর হতেই *গিরিপ্রভা* সম্পূর্ণ আর্ট পেপারে মুদ্রণ শুরু হয়। সে সময় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন কর্নেল মোকাররম আলী খান। মূলত তাঁর আগ্রহেই এ পরিবর্তন ঘটে। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলাম আমি, প্রচ্ছদ ও অলংকরণের দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র শিক্ষক মি. খায়রুল মুমিনিন ও দি-এ্যাড কমিউনিকেশনের পরিচালক মি. দীপক দত্ত। সে সময়কাল পর্যন্ত শুধু চট্টগ্রামেই নয় সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে গিরিপ্রভার সে সংখ্যাটি পাঠকমহলে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল।

এভাবেই চলে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। অবশেষে ২০১৪ সালে *গিরিপ্রভা* প্রকাশনায় আসে আরো একটি বড় পরিবর্তন। তখন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. ওবায়দুল হক এবং অধ্যক্ষ ছিলেন কর্নেল আবু ছালেহ মো. রফিকুল ইসলাম। তৎকালীন পর্ষদ সভাপতি মহোদয়ের উৎসাহ আর অধ্যক্ষ মহোদয়ের উদ্যোগের ফলে সে বছর হতেই *গিরিপ্রভা* শুধু আর্ট পেপারেই নয়, সম্পূর্ণ ফোর কালারে প্রকাশিত হয়।

*'গিরিপ্রভা'*র সে সংখ্যার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিসেস হোসনে শামীম। এভাবেই *'গিরিপ্রভা'* ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা লাভ করে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহের মধ্যে প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান ও মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়। বিগত ২০১৫ সাল হতে প্রতিবছর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহ হতে প্রকাশিত বার্ষিকীগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মূল্যায়নের এ ধারায় এ প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশিত *গিরিপ্রভা* ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহের মধ্যে যথাক্রমে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত *গিরিপ্রভা*র উক্ত সংখ্যাত্রয়ের সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মি. হুমায়ূন কবির, প্রভাষক (বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক), মিসেস হামিদা বেগম, প্রভাষক (বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক) এবং মি. মো. দিদারুল আলম মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক।

সর্বশেষ *গিরিপ্রভা*র ২০১৮ সালের সংখ্যাটি সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে। বর্তমানে অধ্যক্ষ কর্নেল মো. মনিরুজ্জামান, পিএসসি মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত এ সংখ্যাটির সম্পাদক ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী।

২০১৬ ও ২০১৭ সালের সংখ্যা দুটোর অলংকরণের দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক মিসেস জাকিয়া সুলতানা এবং প্রচ্ছদ এঁকেছেন যথাক্রমে-দশম বিজ্ঞান (ক) এর শিক্ষার্থী মো. সাদিক হুসাইন ইভান এবং দ্বাদশ-বিজ্ঞান (গ) এর শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মনসুর আবরাজ। ২০১৮ সালের *গিরিপ্রভা*র অলংকরণ করেন সহকারী শিক্ষক তুহিন কান্তি হালদার এবং প্রচ্ছদ এঁকেছে একাদশ-বিজ্ঞান (খ) এর শিক্ষার্থী জান্নাতুল আজমী।

এভাবেই ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় *গিরিপ্রভা*র অগ্রযাত্রা রয়েছে অব্যাহত। অন্তহীন এ যাত্রাপথে *গিরিপ্রভা* আরো সাফল্য বয়ে আনুক সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। তারুণ্যের জাদুর ছোঁয়ায় স্পন্দিত হোক *গিরিপ্রভা*। *গিরিপ্রভা*র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হোক অসংখ্য নবীনপ্রাণ। আর এর সৌরভ ছড়িয়ে পড়ুক দিক হতে দিগন্তে।

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন বছরের পরিচালনা পর্ষদের নোটশিট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকীসমূহ এবং অন্যান্য নথিপত্র।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০২০

লেখক: প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (কলেজ)। কর্মকাল: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

সত্যের মুখোমুখি

কাবেরী সেনগুপ্তা

সত্যের অপলাপ মিথ্যের সাথে জুটেছে
হয়নাকো জানা ইতিহাস।
নিংড়ে পড়া লক্ষ হাজার তারা
কাঁপছে থরথর
বক্ষে বারংবার।

কী করে বলব সত্য, যাকে রুদ্ধ করায় হেনেছো।
কে বলে মানুষ, মানুষের দামে চড়ে,
দাম দেয়নিকো
হায়েনা হাজার বারে।
লজ্জা ঢাকার স্থান
হয়নি সংকুলান।

তোমার গ্লানি, তোমার ভিড়ে হারায় লক্ষ্য
তুমি ডুবে জলে, নেয়ে ধারা পলে,
আবার সেজেছো লক্ষ্মী মায়ার ছলে।
ভুলতে পারিনি লাঞ্ছনা
তবুও প্রবঞ্চনা হাতছানি দেয়
হাজার তারের বীণা।

বোঝাপড়া শেষ, বোঝা ও বুঝার কারসাজি
নোংরামো রাখ সাবধানে
নচিকেতা হারে সব্যসাচীর কণ্ঠে ঝুলে।
দাউ দাউ জ্বলছে আগুন
চক্ষে হারাবার ভয়
বক্ষে পাবার জয়।

ছিন্নতারে আবার রুদ্র, উঠবে পুরে সবুজের দিন
হৃদয় ভাঙবে, গড়বে নতুন সোনা ফলার ঋদ্ধ ঋণ
আগুয়ান হও সবে নিজগুণে,
ভেঙে দাও কণ্ঠপ্রাচীর
হাতে নাও নন্দন তীর
বলে দাও জয় পরাজয়ে
ডরে না বীর।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা-২০১৩

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ২৯ জুন ১৯৮৮ থেকে ৩১ মে ২০১৭।

প্রচ্ছন্ন স্মৃতি

আনোয়ারা বেগম

স্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় অনেক কিছু, কিন্তু এরপরও তার মাঝে খুঁজে বের করতে হয় ডুবুরির মতো করে, মনে করার চেষ্টা করেছি, সব কিছু মনে করা সম্ভব নয়, কিছু কিছু স্মৃতি যা মনের মধ্যে নাড়া দিয়েছে সেগুলোই উদ্ভাসিত হতে চায়। মনের অজান্তে ধরে রাখা স্মৃতি থেকে কিছু ঘটনা মনে পড়ে। যেমন- উর্মিলা যখন জানালো, "ম্যাডাম এতদিনে আপনার মনে অনেক কিছু জমা হয়ে আছে, যা আপনি লেখা শুরু করলেই বেরিয়ে আসবে'। ঠিক তখনই ওর ক্লাসে আমি গেলাম, তবে ঠিক কোন শ্রেণিতে 'ও' ভর্তি হয়েছিল মনে নেই। ছোট্ট বেলার সেই হাসিখুশি উর্মিলা, আমার কাছ থেকে বকা শুনবে বলে একেবারে মলিন চেহারা নিয়ে বসেছিল। ব্যাগের ভিতরে করে এনেছিল বিভিন্ন ধরনের রং। তাতে বই খাতা সব রঙিন হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করাতে বলল- আমি জানিনা কীভাবে হলো। ওর মা খুবই সতর্কতার সাথে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতেন, প্রায় প্রতিদিনই মেয়ে কী করে? তবে হ্যাঁ ও খুবই মেধাবী আর চঞ্চল ছিল সবাই ওকে পছন্দ করত "শেষ ভালো যার, সব ভালো তার", এ রকম কথাটার ঠিক উল্টোটা হলো আমার বেলায় হ্যাঁ আমার অবসর গ্রহণের বিষয়টির কথা বলছি, আমার আর আমার আগে ... অবসরে চলে যাওয়া কয়েকজন টিচারকে চাইলেই হয়ত স্কুল কর্তৃপক্ষ আরো কিছুটা সময় স্কুলে শিক্ষক হিসেবে ধরে রাখতে পারতেন। তাইতো চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে যাওয়ার আগ্রহ একেবারেই হারিয়ে ফেলেছি, না পারতে যাই হঠাৎ ছোট্ট বেলার মঞ্জুর কথা মনে হল সেই ছোট্ট মঞ্জুর যখন ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে ক্লাসে নিয়ে আসল ক্যামেরা, প্রিন্সিপালকে নালিশও করা হয়েছিল। এরপর স্কুল শেষে সে নাকি বিদেশে চলে গেছে এখন বিরাট বড় ব্যবসায়ী। স্কুল ম্যাগাজিনের প্রথম দিকের পাতায় ওর ছবি দেখলাম এরিয়া কমান্ডারের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় এসব দেখে ভালো লাগে।

থাক এসব কথা Students যদি আমাকে টিচার বলে স্বীকৃতি নাও দেয় তবুও আমার কোনো দুঃখ নেই, সব ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতি দেখলে আনন্দ লাগে। দূর থেকে মনে মনে দোয়াই করে যাই। সব ছাত্র-ছাত্রী আমার কাছে সমান মর্যাদার। সবারই উন্নতি কামনা করি।

পরিশেষে আমার জন্য দোয়া চাইছি সবার কাছে আমার পক্ষ থেকে পাওয়া আঘাতের জন্য ক্ষমা চাইছি। আল্লাহ যেন সবাইকে সুখী করেন আর আমরা সবাই যেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টায় রত থাকি। আমিন।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী-২০১১

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ থেকে ১৫ জুন ২০১০।

Reminiscence

Syed Asgar Hossain

2nd January 2013 at 5pm I got a telephone call from an ex-student of C.P.S.C to write some past experiences about the school because they are going to celebrate 50th anniversary of the school.

I don't know whether I shall be able to satisfy the curiosity of the readers with this short history of the school. The foundation of the school was laid by the then President of Pakistan in the year 1961.

After the completion of the school building in the year 1969 the school started with 24 students on the 2nd April under the supervision of Chittagong Cantonment. Lt. Col. Sardar Khan (retd) was appointed as the principal of the school. We were two Bangladeshi teachers recruited by the Army officers of E.B.R.C. Mrs. Sofia Siddique Mia, Nursery expert from U.K. and myself.

With 12 teachers and 14 students from classes Nursery to five, it started its auspicious journey in the pattern of Abbotabad Public School. It was a semi-residential school. Since 20 acres of land were donated by the Cantonment, the majority of the members and the managing committee were selected from the officers of Army Education Corps.

Area Commander (G.O.C) was the patron-in-chief of Chittagong Public school. Late Mr. Abdul Jalil Chowdhury, Late Mr Abdul Hakim and Late Mr. Sikander Hossain were the major donors in constructing the school building. We are really grateful to these philanthropists of Chittagong. Besides them, Adamjee, Amin, Dawood, Ispahani and many others from the then West Pakistan donated money and helped in many ways in running the institution smoothly.

Just before liberation two mere Bengali teachers named Mr. Ashraf and Mrs. Dilara Islam were appointed. Mr. Ashraf was appointed as house tutor. Later on he became the principal of the institution. He is the brother-in-law of (Late) Brigadier Mir Shawkat Ali.

We three Bengali teachers joined the school in December 1971 and

found it in a very wretched condition. Prisoners of war were given shelter in the school compound.

The school campus was occupied by a British orphanage organization who looked after the distressed war babies. In the mean time the then D.C. of Chittagong Mr. Samad declared Public school as 'White Elephant' and ordered to close down. Some of our ex-students came back and we started our classes. In order to get rid of this order we went to late Mr. Nurul Islam, who was then State Minister for Defense. He ordered the British organization to vacate the school campus and Mr. Samad carried out the order also.

Shahnewaz, son of late Mr. Yusuf, the famous industrialist of Chittagong, contacted Bangabandhu and sought to solve the multifarious problems. Anyhow, we managed to start the school but we did not draw monthly salary for 9 months.

Moreover, the school money was frozen in the bank. For this reason we had to run the school with the help of philanthropist like late Mr. Abdul Jalil Chowdhury. It was he who came forward to help us with money.

Gradually the people of Chittagong grew their confidence in us. In the year 1974 the first batch of the school appeared and came out with flying colors in the S.S.C examination. We had students from Pakistan. They also sat for S.S.C exam and came out successful. In this year we had 3/4 students who secured the 1st Division and others in the 2nd Division and so on. Most probably my memory failed to throw light on many contributions of philanthropists and educationists which helped in building the school as one of the best educational institutions of Bangladesh. I have served in this school for long 27 years. My humble attempt to give a pen picture of the previous history of the then Chittagong Public school which is now known as Chittagong Cantonment Public College might help the people of Bangladesh to know about the revival or rebirth of the school.

May Allah bless the students, teachers and other members of the school management.

Writing Source: Subornojoyonti-2011

Writer: Former Assistant Professor. In Service: 01 June 1982 to 28 February 2009.

Nostalgia

Razia S. Chowdhury

Chittagong Cantonment Public School is celebrating its golden jubilee. So many years have passed by and made me ponder and reflect back to the years I spent here.

My relationship with this college began in June 1982. I watched it take its first few steps and then move on to become one of the best institutions in the country.

I laugh when I think of the innocent pranks of my students. I feel honored to have so many friendly colleagues. I miss their co-operation and advice and the time spent with them at adda in the canteen. How I would grumble at the innumerable scripts that I had to check and the adjustment classes I had to go to. But now these are pleasant memories.

This institution has given me so much. It has made me a more mature and better person. I am grateful to it for having given my son and daughter a quality education and discipline to make them well placed in life. This college became more than my work place, it became my second home, my colleagues, my family and my students, my children.

My prayers will always be with late colleagues Mr. Patwari (our P.T. sir), Mr. Khairul Mominin (our drawing sir), Mr Feroz (our Librarian) and Mr. Krishna (our office employee). Now I am no longer actively associated with this college, but as an invisible figure with it will always exist. When I see it marching proudly to its destined greatness, my heart fills with pride and honor that I was once a part of it and will always remain so.

Article Source: Subornojoyonti-2011

Writer: Former Assistant Professor. In Service: 01 June 1982 to 28 February 2009.

অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নঃ সিসিপিসির একযুগ

অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আর শিক্ষায় নারী পুরুষের সমতা অর্জনে বর্তমান সরকারের সাফল্য বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুকরণীয়। স্বাক্ষরতায় হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগ, ছাত্র-ছাত্রীর সমতা, নারী শিক্ষায় অগ্রগতি, ঝরে পড়ার হার দ্রুত কমে যাওয়াসহ শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোল মডেল এখন বাংলাদেশ।

সিসিপিসির প্রতিষ্ঠা লগ্নের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে গেলেও গত একযুগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। শিক্ষার অন্যান্য সূচকের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই সিসিপিসির শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন। বিশেষ করে গত একযুগে নান্দনিক ৫ম তলা একাডেমিক ভবন (স্কুল) নির্মাণ, ৬ষ্ঠ তলা একাডেমিক ভবন (কলেজ) নির্মাণ, আধুনিক মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ, ক্লাসরুমসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে সিসিপিসিতে নিঃসন্দেহে একটা বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

সিসিপিসির কলেজ হোস্টেল ভবনটি (ইংলিশ মিডিয়াম ভবন) পরিত্যক্ত ঘোষণার পর সেখানকার ১৪টি ক্লাস অন্যান্য ভবনে পরিচালনা করার ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে বিধায় শুধু স্কুল শাখার ক্লাসসমূহ পরিচালনার জন্য ২০০৬ সালে ৫ম তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ গড়িয়ে তৎকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয় ৫ম তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনে এলে জুনিয়র ব্লকের পূর্বপার্শ্বের জায়গায় পাহাড়ের পাদদেশে ৫ম তলা ভবন নির্মাণের পক্ষে মত দেন। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে ৫,১৫,০০৬৮৮ টাকা ব্যয়ে উক্ত ভবনের কাজ ১২ আগস্ট ২০০৮ তারিখে শুরু করে ৮ এপ্রিল ২০১০ তারিখে শেষ করা হয়। উক্ত ভবন নির্মাণে তদারকি কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন উপাধ্যক্ষ মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী এবং নির্মাণ শেষে ভবনটি হস্তান্তর কমিটিতে প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন সহযোগী অধ্যাপক জিয়াউল করিম বাহার স্যারের সঙ্গে আমিও সদস্য হিসেবে কমিটিতে সম্পৃক্ত ছিলাম।

২০১০ সালের জুন মাসের শুরুতে কলেজ শাখার বিজ্ঞান ভবনের দক্ষিণাংশ একদিকে হেলে পড়ায় টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ভবনটি বিপজ্জনক ঘোষণার প্রেক্ষিতে নিলাম ডাকের মাধ্যমে ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে শ্রেণি কক্ষের সংকট দেখা দেয়। শ্রেণি কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে ২২টি শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের কক্ষ, পরীক্ষাগার এবং অন্যান্য সুবিধাসহ একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিষ্ঠানের মাননীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মহোদয় মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আসহাব উদ্দিন এনডিসি, পিএসসি ৩০ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে কলেজ পরিদর্শনে আসলে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতার কথাটি গোচরীভূত করা হলে তিনি অনতি বিলম্বে নার্সারি ভবনের পশ্চিম দিকের খালি জায়গায় (হোস্টেল ভবনের ভাঙার পর জায়গাটি খালি হয়) এল আকৃতির ৬ষ্ঠ তলা ভবন নির্মাণের নির্দেশনা দেন। নির্দেশ প্রাপ্তির পর ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয় প্রস্তাবিত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মূলত তৎকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়ের আগ্রহ ও নির্দেশনায় ৬ষ্ঠ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এবং আগস্ট ২০১২ সালের মধ্যে তিন তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়। শুরুতে মেসার্স কাজল এন্ড ব্রাদার্সকে ৯,৫০,০০,০০০ টাকায় ৬ষ্ঠ তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আর্থিক সংকটের কারণে ৬ষ্ঠ তলার পরিবর্তে ৬,৫৪,৮৯৫৫১ টাকায় তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়।

৬তলা একাডেমিক ভবনের ৪র্থ তলা থেকে পরবর্তী ফ্লোরসমূহ ঠিকাদার ছাড়া নিজেদের কমিটি গঠন করে শুধু লেবার ঠিকাদার নিয়োগ করে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪র্থ তলার সম্পূর্ণকাজ ও ৫ম তলার শুধু ছাদ ঢালাইয়ের কাজ ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে শেষ হয় ১,৪৫,০০,০০০ টাকা বাজেটে। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক জিয়াউল করিম বাহার স্যার। এ সময়কালেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসসমূহ নবনির্মিত (৩ তলা পর্যন্ত) ৬ তলা একাডেমিক ভবন ও মূলভবনে এবং অনার্স পর্যায়ের ক্লাসসমূহ অডিটরিয়ামের পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবনদ্বয়ে হস্তান্তর করা হয়।

১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে কর্নেল আবু ছালেহ মো. রফিকুল ইসলাম অধ্যক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এ সময়েই ৬ষ্ঠ তলা একাডেমিক ভবনের ৫ম তলার আংশিক কাজ ও ৬ষ্ঠ তলা সম্পূর্ণ কাজ ১,৯৬,১০,৬৩৪/- টাকায় শেষ হয়। উক্ত ৫/৬তলার সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কমিটিতে আমি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এখানে উল্লেখ্য যে উক্ত কাজের জন্য নির্ধারিত বাজেট ২,৪৫,০০,০০০ এর স্থলে আমরা ১,৯৬,১০,৬৩৪ টাকা খরচ করে উক্ত কাজ সফল

ও মানসম্মতভাবে শেষ করি। ৬তলা একাডেমিক ভবনের তদারকি কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. জাহাঙ্গীর আলম।

পরবর্তীতে উক্ত সময়ে ৬তলা একাডেমিক ভবন থেকে মূল ভবনে যাবার হেরিংবোন রোডটিও নির্মাণ করা হয়। উক্ত রোড নির্মাণ কমিটিতেও আমি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ৬ মে ২০১৫ তারিখে ৩তলা একাডেমিক ভবনের বর্ধিতাংশের কাজ শুরু হয়। উক্ত বর্ধিতাংশের ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১,২৭,৭৭,১৩১ টাকা। ২২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে উক্ত কাজ শেষ হয়। উক্ত কাজে কমিটি প্রধান ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ দিদারুল আলম মজুমদার। ৬তলা একাডেমিক ভবনের বর্ধিতাংশের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণের নিমিত্তে জিই (আর্মি) চট্টগ্রামকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতেও আমি সদস্য হিসেবে কাজ করি।

কর্নেল রফিকুল ইসলাম স্যারের সময়ে আরও কয়েকটি বড় উন্নয়ন কাজ সম্পাদিত হয়। তার মধ্যে একটি হলো মূলভবন থেকে অডিটরিয়ামের পার্শ্বের বিজ্ঞান ভবন পর্যন্ত পাহাড়ের পাদদেশে ড্রেন তৈরিকরণ। উক্ত ড্রেন তৈরি কমিটিতে আমি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এছাড়াও মূল ভবনের পরিত্যক্ত সকল স্টিলের জানালা পরিবর্তন করে থাই গ্লাসসহ জানালাগুলোকে আধুনিকায়ন করাসহ একটি প্রকল্পও তখন সম্পন্ন হয়। সংশ্লিষ্ট কমিটিতেও আমি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। উক্ত কাজের ফলে বর্তমানে মূল ভবনটি একটি আধুনিক ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে।

৬ জুন ২০১৫ তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি স্যার যোগদানের পর ৩৩,৪১,৮৩৬ টাকা ব্যয়ে ৬তলা একাডেমিক ভবনে অক্টোবর ২০১৭ মাসে এবং ২,৯৭০,০০০/- টাকা ব্যয়ে ৫ম তলা একাডেমিক ভবনে এপ্রিল ২০১৮ মাসে দুটি লিফট স্থাপন করে স্কুল ও কলেজ শাখার দুটি একাডেমিক ভবনকে পরিপূর্ণ ভবনে রূপান্তর করা হয়। উক্ত ভবন দুটিতে লিফট সংযোজন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক তড়িৎ চক্রবর্তী।

৬০ বছরে প্রাচীন সিসিপিসিতে বর্তমানে যে দুটি মূল একাডেমিক ভবন স্কুল ও কলেজ শাখার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে সে ভবন দুটিই গত এক যুগে তৈরি হয়েছে। এ ভবন দুটি নির্মাণের মাধ্যমে সিসিপিসিতে দীর্ঘদিনের ক্লাসরুম সংকটের বিষয়টি স্থায়ীভাবে দূরীভূত হয়েছে।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (ব্যবস্থাপনা বিভাগ)। কর্মকাল: ০২ মার্চ ১৯৯৬ থেকে অদ্যাবধি।

ফেলে আসা স্মৃতির পসরা

নাইমা সেহেলী

'শব্দের চেয়ে কাজ উচ্চস্বরে কথা বলে।' এ আপ্তবাক্যটি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ সম্বন্ধে অবলীলাক্রমেই বলা চলে। এ প্রতিষ্ঠানটি তার কাজের জন্যই বর্তমানে সারা দেশে সম্মানের সাথে সবার মনে স্থান করে নিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবের অধিকারী দেশের অন্যতম এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রকৃতির রূপছটার সাথে ইমারতে ইমারতে শোভিত হয়ে সবার কাছে হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয়। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়াতে পেরে নিজেকে একজন সৌভাগ্যশালী বলেই মনে করি। আমার কর্মজীবনের দীর্ঘ ছত্রিশ বছর কেটেছে এ প্রতিষ্ঠানে। আর সেই ছত্রিশ বছরের পর কেটে গেছে আরও এগারটি বছর কিন্তু কর্মকালের অনেক স্মৃতি এখনও অম্লান।

মনে পড়ে '৭৩ সালে বাংলায় অনার্স নিয়ে এমএ পাশ করে ভেবেছিলাম কলেজের শিক্ষকতা করবো। কারণ আত্মীয়স্বজন অনেকের বিরাগভাজন হয়েও আধুনিক শিক্ষামনস্ক বাবার কারণেই অনার্স পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। দুবছরে যদি বিএ পাশ করা যায় তবে তিন বছর লাগিয়ে অনার্স পড়ার যৌক্তিকতাকে অনেকে সে সময় অসার মনে করতেন বলে। সে যাক- খবর পেলাম হাটহাজারী কলেজে একটা সম্ভাবনা আছে- বাবাকে একথা বলতেই উনার জবাব, অনেক লম্বা বাস জার্নি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছো, আর এমন জার্নির প্রয়োজন নেই। পাবলিক স্কুলে শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সেখানে চেষ্টা করো। করলাম- আর নির্দিষ্ট দিনে গেলাম পাহাড়ে ঘেরা দক্ষিণ খোলা প্রতিষ্ঠানটিতে। হ্যাঁ, বাবাই সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিটিতে ছিল মৌখিকভাবে যাচাই হবে কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য দেখে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হলো লিখিত পরীক্ষা হবে আর তা শুনে অনেক প্রার্থী চলে গেল। আমরা কিছু সদ্য পাশ করা অনভিজ্ঞ প্রার্থী বসে রইলাম বেশ কিছু অভিজ্ঞ প্রার্থীর সাথে। মনে পড়ে ব্যাগে কলমও ছিল না- কার কাছ থেকে যেন কলম চেয়ে নিলাম যে নাকি পরীক্ষা দেবে না বলে চলে গিয়েছিল চেহারা মনে নেই কিন্তু মনে মনে

তাকে জানিয়েছি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তৎকালীন ঊর্ধ্বতন শিক্ষিকা জোহরা কবির ম্যাডাম ও আরও দু-একজনকে দেখলাম যারা কর্মচঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করছিলেন। উনারাই তাৎক্ষণিক প্রশ্ন তৈরি করলেন। 'ইউটিলিটি অব পাবলিক স্কুল' নিয়ে লিখতে বলা হলো সাথে ছিল কম্প্রিহেনশান ও ট্রান্সলেশান। বাংলার কিছু ছিল না- ভাগ্যিস ইংরেজি জ্ঞান তখনও ছিল। কিছুক্ষণ পরে রেজাল্ট দিয়ে আমাদের দশজনকে অপেক্ষা করতে বলা হলো। মৌখিকভাবে পরখ করার জন্য আর তা ছিল মুখ্যত উচ্চারণ ও পারিবারিক আবহ বোঝার জন্য বোর্ডে ছিলেন জিওসি তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী ও অধ্যক্ষ আশরাফ উদ্দিন। ডাক পড়লো বোর্ডে আমার। শিক্ষকতার জন্য চাওয়া হয়েছিল গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। আর আমি মাস্টার ডিগ্রি থাকায় আবেদন করেছিলাম হাউজ মাস্টার পদের জন্য। তখন প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল ছিল। বোর্ড প্রধান বললেন হাউজ মাস্টার মেইল পোস্ট আমাকে উনারা সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে নেবেন। আমার তো আপত্তি করার প্রশ্নই আসে না। বয়সে সবার চাইতে নবীন হলেও আমি নাকি ছিলাম প্রতিষ্ঠানে প্রথম এমএ ডিগ্রিধারী শিক্ষক। পরে শুনেছিলাম অধ্যক্ষ আশরাফ উদ্দীন স্যারের মনের একটা সুপ্ত ইচ্ছে ছিল প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজে রূপান্তর করার। বের হয়ে আসবো-ঠিক তখনই জিওসি মহোদয় বললেন, 'উনার অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি আছে ওনাকে পঁচিশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দাও। পেপারের বিজ্ঞপ্তিতে ছিল তিনশত পঁচিশ টাকা আর আমাকে দেয়া হবে তিনশত পঞ্চাশ টাকা। কথাটা হাসির উদ্রেক ঘটালেও বর্তমানে টাকার মূল্য অনুধাবন করতে গেলে তা আর মনে হবে না- একটা উদাহরণই যথেষ্ট। এখন যে শাড়িটি কিনতে তিন/চার হাজার টাকা ব্যয় হয় সে সময় তা পনের/সতের টাকা দিয়েই পাওয়া যেত। সে যাক আগস্ট মাসের সেই ফল পরিপক্ব হতে লাগলো আরও মাস দুয়েক। অক্টোবরে পেলাম সেই আকাঙ্ক্ষিত পত্র যা আমি এখনও যক্ষের ধনের মতো আগলে আছি। আমার সাথে যোগ দিলেন প্রখ্যাত নাট্যাভিনেত্রী দিলারা জামান, ফাতেমা দোহা ও জুলফিকার আলী খান। প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম নভেম্বরের ৯ তারিখে ৭৩ এ যে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় '৬১ সালের ১৭ অক্টোবর। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক হলেও এর শ্রেণি কার্যক্রমের সূচনা হয় ১৯৬৯ এ। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ হবার পরেই একে আবার স্কুলের পর্যায়ে নিতে জোহরা কবির ম্যাডাম, সোফিয়া ম্যাডাম ও আশরাফ উদ্দিন স্যারের অবদানের কথা মনে হলে উনাদের জন্য মনে শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে।

বর্তমানে ডজনখানেক বাস দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী পরিবহণ চলছে- তখন তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অধ্যক্ষ স্যারের নীল রঙের টয়োটা কারটিই ছিল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজের একমাত্র বাহন। আমি তখনও বাবার মেয়ে- ঠিকানা বদল হয় নি। সকালে যেতে তেমন অসুবিধে না হলেও দুপুরে ফিরতে বেশ বেগ পেতে হতো। ছুটির পর হেঁটে এসে মূল রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাহনের যোগাড়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হতো- কারণ তখন এত গাড়িতে রাস্তা সয়লাব থাকতো না। আমার

এ দুরবস্থার কথা অধ্যক্ষ স্যার কারও কাছ থেকে শুনে একদিন ডেকে বললেন উনার গাড়িটি আমাকে আনা-নেওয়া করবে বিনিময়ে আমার বেতন থেকে আশি টাকা করে কেটে রাখা হবে। আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। এরপরও দুইশত সত্তর টাকা আমার কাছে অনেক টাকা। কারণ চাহিদা ও সরবরাহ তখনও ছিল অপ্রতুল।

সে সময় প্রতিষ্ঠানের মূল ভবনের নিচের তলাটিতে ছিল শ্রেণিকক্ষ আর অফিস ও অধ্যক্ষের অফিস কক্ষ। দোতলায় উঠার সিঁড়ির একপাশে ছিল হোস্টেল আর অন্যপাশে ছিল অধ্যক্ষের আবাসস্থল। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তেমন নয়, শিক্ষক সংখ্যাও তাই। আশরাফ স্যারের পর যোগ দিলেন অধ্যক্ষ গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ স্যার। উনার কর্মকালের ব্যাপ্তিও ছিল দীর্ঘ একুশ বছর। ওনার সময় হতে প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির সোপানে পা রাখতে শুরু করে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে- নতুন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাও এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হন গভীর আগ্রহ ও কর্মোদ্দীপনা নিয়ে। পাঠের সাথে সহপাঠ কার্যক্রমের সূচনা হয় এ সময়েই। প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিনের ছুটির পর শুরু হতো DDP (Declamation & Display Program) অনুষ্ঠান। ছিল না তখন কোনো হলকক্ষ কিংবা অডিটোরিয়াম। পঞ্চম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করতে পারতো। ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষ থেকে যার যার চেয়ার এনে বসতো অধ্যক্ষ স্যারের অফিস কক্ষের ডান পাশের খোলা জায়গায়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বসার ব্যবস্থা হতো দুপাশে বেতের সোফা রেখে। সে সময়ে জুনিয়র ব্লকে যাবার সিঁড়ির সামনে হতো আবৃত্তি, কৌতুক, গান ও নাচের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা যার যার চেয়ার ফিরিয়ে নিতো বটে কিন্তু শ্রেণিকক্ষে রাখতো যেমন তেমন করে। সেসব ঠিক করতে গিয়ে বেচারা পিয়নদের হতো গলদঘর্ম।

স্কুল বিল্ডিং এর দক্ষিণ পার্শ্ব ছিল খোলা, বাতাসের ছিল অবাধ গতি। মনে পড়ে মুর্শিদ স্যার যেদিন আমাদের সরকারি ভাতার টাকা আনতে যেতেন সেদিন ছুটির সময়ে আর ফিরতে পারতাম না কারণ টাকা রাখার তেমন কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং আমরা ওনার অফিস কক্ষের সামনে বসে দক্ষিণের হাওয়া উপভোগ করতাম 'দক্ষিণ হস্তের কর্মের কথা ভুলে। স্যার ফিরে আসার পর ভাতাসমৃদ্ধ হয়ে আমরা বাড়ি ফিরতাম। কী যে ছিল দিনগুলো ভাবলে অবাক হতে হয়। সামনের এই দক্ষিণের মাঠে হতো বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। মাঠটি এবড়ো-থেবড়ো না হলেও একে খেলার উপযোগী করা এবং অতিথি, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের বসার উপযোগী করতে কী যে পরিশ্রম করতে হতো এখন তা বলে বোঝানো যাবে না। ছিল আমার ওপরে পুরস্কার ক্রয়ের দায়িত্ব- স্টেডিয়াম মার্কেট হতে নিউমার্কেট, রেয়াজুদ্দীন বাজার চষে বেড়াতাম। পরে অবশ্য গোলাম রসুল মার্কেট হবার পর কষ্ট অনেক লাঘব হয়। এখন প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান উপভোগ করতে করতে সে সব কথা ভাবতে বেশ লাগে।

আমরা যখন কাজ করেছি তখন শিক্ষক সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না। একটা আন্তরিক পরিবেশে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কে প্রত্যেকেই ছিলাম প্রত্যেকের আপনজন। আমাদের সন্তানদের প্রতিও ছিল না কোনো আত্মপর ভেদ, নিজ সন্তানের মতো দায়িত্ব পালন করতেন সকলেই আনন্দচিত্তে। জীবনের এ পর্যায়ে এসে সে বোধটুকুর কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর তা সম্ভব হয়েছে প্রতিষ্ঠানের সুস্থ, সুন্দর মানবিক পরিবেশের কারণে।

পেশাগত দিকের কথা বলতে গেলে বলা যায় শিক্ষকতা একটি পেশা হলেও এর সেবাধর্মিতা একে অন্যান্য পেশা হতে আলাদা করেছে, করেছে মহীয়ান। পেশাগত জীবনে পাওয়ার আশা সবাই করে তবে এ পেশায় যা পাওয়া যায় তা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না- পরিমাপও করা যায় না- কারণ এ এমন এক পাওয়া যা মানকে ভরিয়ে তোলে। সে সময়ের সুস্থির পরিবেশে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল একটা আন্তরিক স্নেহ-শ্রদ্ধার পারস্পরিক মিশেল। আমার মতে ছাত্রের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক থাকবে স্নেহ ও প্রীতির। ছাত্রের মঙ্গলের জন্য শিক্ষকের কর্মপ্রচেষ্টা থাকবে আর তার নেপথ্যে থাকবে নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা, যা ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করবে শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতে।

আমার কর্মজীবনে আমি পেয়েছি নয়জন অধ্যক্ষ মহোদয়কে- উনাদের সাহচর্যে আমার শেখাও হয়েছে প্রচুর- সহযোগিতাও পেয়েছি যথেষ্ট। উনাদের প্রতি রইলো অশেষ শ্রদ্ধা। অবসর পরবর্তী জীবনে প্রয়োজনে অনেকবার আমাকে প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়েছে বিভিন্ন কাজে। আমি পেয়েছি সবার কাছ হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা। বর্তমান অধ্যক্ষ কর্নেল মনিরুজ্জামান স্যার প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে আমাকে এলামনাই কমিটির একজন পৃষ্ঠপোষকে পদায়ন করে সম্মানিত করেছেন। উনাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে কামনা করি এ প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: গিরিপ্রভা- ২০২০

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন)। কর্মকাল: ০১ জুলাই ১৯৮১ থেকে ২৭ জুলাই ২০০৯।

ভালোলাগায়-ভালোবাসায়

রোখসানা আক্তার

'সবুজ' - সবুজ যে এত সুন্দর হতে পারে, এত বিচিত্র হতে পারে সেটা এখানে না এলে বোধহয় বুঝতেই পারতাম না। এখানে আগে যে কখনো আসিনি এমন নয়, তবে তখন সবুজ প্রকৃতির সৌন্দর্য বা মাহাত্ম্য বোঝার বোধ বা অনুভূতি আমার ছিল না। আজ এখন আমার প্রাপ্তিটা এত অপ্রত্যাশিত আর এত বহুমাত্রিক যে, যা দেখি সবই ভালো লাগছে। ভালো লাগার সব ধরন বোধ হয় একসঙ্গেই এসে আমার আমিতে ভর করেছে, আপ্লুত করেছে। শুধু যে সবুজ তা নয়- এত বড় ক্যাম্পাস, এত বড় বড় দালান, গাছপালা, তার মাঝে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতির মতো শত শত ছাত্র-ছাত্রী, সত্যিই মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না!

বলছিলাম সেই মে-২০০০ সালের কথা। যেদিন আমি এবং আমার মতো আরো ১১ জন এই সুনামধন্য ও স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে জয়েন করতে এসেছিলাম। 'চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ' - সেই প্রিয় নাম, প্রিয় অঙ্গন, সময়ের প্রয়োজনে, জীবনের বাস্তবতায় প্রায় সবাই খুঁজে নিয়েছে নতুন ঠিকানা। রয়ে গেছি কেবল আমরা দুজন 'সবেধন নীলমণি' হালিমা আপা আর আমি। যাইনি, যাওয়া হয়নি, রয়ে গেছি ভালোলাগায়-ভালোবাসায়।

প্রথম যখন আসতে শুরু করলাম- আমাদের সবাইকে নিয়ে বেশ কয়েদিন ধরে চলল বিশেষ ওরিয়েন্টেশন ক্লাস। নিতেন সুযোগ্য সব শিক্ষক। তাঁদের সান্নিধ্যে সদ্য পাশ করা অথবা তখনও শিক্ষার্থী আমরা পরম মমতা আর আশ্বস্ততা বোধ করতাম। তাঁরাই আমাদের হাত ধরে চলতে শিখিয়েছেন, শিখিয়েছেন বলতেও। পাবলিক স্কুলের আলাদা ও ব্যতিক্রমধর্মী কাজগুলো গভীর মনোযোগে শিখেছি সিনিয়র শিক্ষকদের কাজ থেকে। হাত ধরে তাঁরা আমাদের এই সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গনের আভিজাত্য ও গৌরবের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। পরম শ্রদ্ধায় তাই তাঁদের আমরা কখনো 'কলিগ' বলতে পারার ধৃষ্টতা দেখাইনি। বরং তাঁরাই এই প্রতিষ্ঠানে আমাদের গুরু, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক।

কঠিন ও উপভোগ্য নিয়মের বেড়াজালে আমাদের ভালোই লাগত। ছুটির পর, ছুটির দিন অথবা অবকাশে আমাদের ১২ জনের প্রায় সবারই সরব উপস্থিতি থাকতো কেথাও না কোথাও। জীবনটাকে আমরা তখন প্রায় প্রতিদিনই নতুন করে আবিষ্কার করতাম, উপভোগ করতাম।

এখানে প্রকৃতি এত অকৃপণ হাতে তাঁর সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়েছে যা না দেখলে বোঝানো যাবে না। প্রকৃতি সব ঋতুর আগমনী বার্তা এত সুন্দরভাবে জানান দেয় যে, সেটা উপেক্ষা করে চলার কোনো উপায় থাকে না। আমরা ১২ জন তরুণ-তরুণী সেই প্রকৃতিকে ধারণ করেছি ষোল আনাই। চলনে-বলনে হয়তো তার প্রকাশ ধরা পড়ে এখনও।

সবচেয়ে বেশি ভালো লাগার বিষয় কাজ করতো, যা এখনও করে- তা হলো রঙিন ফুলগুলো, মানে শিক্ষার্থীরা আর তাদের সান্নিধ্য। কী ছোট, কী বড়- সব ক্লাসের ছেলে-মেয়েদেরই এত কাছের মনে হয়-আমরা যেন সত্যিই এক বিরাট, বিরাট একটা পরিবার। কাউকে একটুও অচেনা লাগে না, খারাপ লাগে না, দূরের মনে হয় না। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে এই যে থাকতে পারাটা - এমন সৌভাগ্যের ভার আমি সারাজীবন বয়ে বেড়াতে চাই।

২৫ মে ২০০০ - ওই দিন যে আশ্চর্য মুগ্ধতা, যে প্রচণ্ডরকম ভালোলাগা নিয়ে এই চিরযৌবনা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছিলাম আজ ১৫ বছর পার হয়ে গেলেও - সেই মুগ্ধতায়, সেই সৌন্দর্যে, সেই ভালোলাগায় কোনো ঘাটতি বা কমতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। বরং সেটা আরও পরিণত হয়েছে, আরো গাঢ় হয়েছে।

সেই দিনের মতোই প্রতিটা দিন মনে হয় স্মৃতি নয়- আমি যেন সেই দিনটাকেই প্রতিদিন দেখতে পাই, অনুভব করি কারণ আমি আমার স্মৃতিগুলোর একটা দিনও বয়স বাড়াতে চাই না। এই শিক্ষাঙ্গন, এই প্রিয় শিক্ষার্থী, এই শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োকনিষ্ঠ শিক্ষক-সহকর্মী - এদের সবাইকে নিয়ে আমার প্রতিটা দিন হোক আমার জীবনের সেরা দিন, আমার শ্রেষ্ঠ দিন॥

লেখা প্রাপ্তির উৎস: পুনর্মিলনী স্মরণিকা-২০১৮

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক। কর্মকাল: ২৫ মে ২০০০ থেকে অদ্যাবধি।

তোমার সাথে একযুগ

হোসনে শামীম

দর্পণে যখন দুই একটা শুক্লকেশ দেখি, বাংলা বিভাগে যখন সহকর্মী হিসেবে নিজের ছাত্রীকে পাই, ছাত্রের মেয়ের জন্মদিনের দাওয়াতে যখন যেতে হয় তখন ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালে জানতে পারি চাকুরিতে পার করছি এক যুগ। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে আমার যোগদান ১৮ মার্চ ২০০১ সালে, শিক্ষকতাই করবো এমন ভাবনা নিয়ে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি নিয়ে বের হলাম তখন এ কলেজে আমার যোগদান অনেক আনন্দের হয়ে উঠেছিল।

এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও সহকর্মী সবাইকে নিয়ে পার করেছি এক অসাধারণ সময়। সিনিয়র সহকর্মী হিসেবে যাঁদের এ প্রতিষ্ঠানে পেয়েছিলাম আজকে তাঁরা অনেকেই অবসরে চলে গেলেও তাঁদের সাথে কাটানো সময়গুলো ভীষণ ভালো লাগার। মিসেস নাইমা সেহেলী ম্যাডাম ও মিসেস মালেকা বানু চৌধুরী ম্যাডাম এর সাথে কাজ করেই আজ এতদূর আসা, আমার শিক্ষানবিশ কালে তাঁদের আমার চাকুরি জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। এ প্রতিষ্ঠানে পেশাগত সম্পর্কের বাইরে এক গভীর সম্পর্ক সকল সহকর্মীকে তীব্রভাবে আবদ্ধ রেখেছে বা সত্যিই অসাধারণ। যেকোনো বিশেষ দিনের আগে সব সহকর্মীদের মোবাইলে সবার আগে রাজিয়া ম্যাডামের প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তাটি মনে করিয়ে দেয় সেই সম্পর্কের কথা।

আমার নাতিদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে বিশেষস্থান অধিকার করে আছে আমার শিক্ষার্থীবৃন্দ। এ প্রতিষ্ঠানে যোগদানের প্রথম দিন থেকেই ছিলাম অষ্টম 'গ' শাখার শ্রেণি শিক্ষক। কী অদ্ভুত সুন্দর মেধাবী ছিল সবগুলো মেয়ে! তাদের অনেকেরই নাম, রোল নম্বর আমার আজও মনে আছে। ক্লাসের বাইরে বিতর্ক অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর সাথে দূরত্ব কেটে গিয়ে তৈরি হয় ভিন্ন মাত্রিক সম্পর্ক। পাশ করে বেরিয়ে যাওয়া ছাত্ররা যোগাযোগ রাখে। ভালো ফলাফল হলে ফোন করে কিংবা দেখা করতে আসে। এইতো গত পরশুই পূজন ভট্টাচার্য ফোন করে চাকরির খবর জানালো। মিডিয়াতে অনেক ছাত্র কাজ করছে। ভালো লাগে বলতে রোমানা, উর্মিলা, ফারিয়া, তানভীরসহ আমার ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য। শিক্ষকদের প্রচণ্ড আনন্দ দান করে আর তাই শিক্ষকরা হয়তো কঠিনভাবেই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আপাত শাসনের আড়ালে যে ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে এ কলেজ থেকে বেরিয়ে গিয়েই শিক্ষার্থীবৃন্দ তা উপলব্ধি করে।

লেখা প্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী-২০১১

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক। কর্মকাল: ১৮ মার্চ ২০০১ থেকে অদ্যাবধি।

পথের রণতরী

কাজী মোহাম্মদ রেজাউল করিম

সুদীর্ঘ ৫০ বছর! ১৮২৬২ দিন, ৪৩৮২৮৮ ঘণ্টা, ২৬২৯৭২৮০ মিনিট, ১৫৭৭৮৩৬৮০০ সেকেন্ড। এতটা পথ পেরিয়ে, শত বাধা, দুর্যোগ পার করে, অসীম ধৈর্য নিয়ে, অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে আজ এই বিদ্যানিকেতনটি এক মাইলফলক এর সামনে দাঁড়িয়ে। সময়ের কাঁটা ঘুরতে যে দিনটিকে আজ সকলে বরণ করে নিতে প্রস্তুত, সে দিনটিতে আমার উপস্থিতি, আমার লেখনী আমাকে গর্বিত করেছে। ২ জানুয়ারি ২০১৩ কলেজ ছুটির সময় দৌড়ে আসল একটি মেয়ে। নাম ঊর্মিলা, ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর (২০০৭ ব্যাচ)। বলল, স্যার একটি। শুধু একটি লেখা ম্যাগাজিনের জন্য। তাই ভেবে লিখতে বসলাম রাত ১০ টায়। কী লিখব ভাবছি ... মনে পড়ে গেল, ৩ জনু ২০০২ সাল। ১০ বছরেরও অধিক সময় আগের একটি ঘটনা। আমার জীবনের এই সেই তারিখ, যখন আমি এই বিদ্যাতরীর মাঝি হবার গৌরব অর্জন করি। প্রাণচঞ্চল নিষ্পাপ প্রতিটি মুখ, প্রতিটি হাসি আমাকে মুগ্ধ করেছিল, অক্লান্তভাবে আজও তা করে যাচ্ছে। এ যেন বিদ্যাতরীর যাত্রী অথবা মাঝির চলার শক্তি। প্রাণের উচ্ছ্বাসে এ প্রাঙ্গণ চিরমুখরিত, চিরতরুণ। আর এ তরুণ্যের জয়রথ এতটুকু অংশীদার হতে পেরে আমি আপ্লুত। আজ এই অসীম চলার পথের এক মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সকল মাঝিদের, যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে, ধৈর্য নিয়ে এত কোমলমতি যাত্রীসকলের পথপ্রদর্শন করে আসছেন, পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই সেই সকল কর্মীদের, যাঁরা প্রতিটি মুহূর্তে এই তরীটির দেখভাল করে আসছেন। এই পথ পরিক্রমাকে করছেন নির্বিঘ্ন, ভুলে যেতে চাই না তাদের কথা, যাঁরা ঘষে-মেজে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছেন এই তরীটির ভিতর ও বাহির, প্রতিটি ইটের গাঁথুনিতে যাদের ঘাম আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার শিক্ষকজীবন শুরু এই তরীটিতে, হয়তো শেষও এখানেই। জীবনটা আজ একটা ঠিকানা পেয়েছে, পেয়েছে স্থিতি, বৈচিত্র্য। আর এই পথে আমার অনুপ্রেরণা আমার শিক্ষকমণ্ডলী, আমার গুরুজন। যাঁদের আশীর্বাদসিক্ত হয়ে আজ আমি এই মহান

পথের পথপ্রদর্শক। এখনো ঘিরে ধরে বিষণ্নতা, দুর্বলতা, ক্লান্তি। হয়তো কিছু না পাওয়ার বেদনা, বোবা কান্না আঁকড়ে ধরে মন। তবে এই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কচিপ্রাণ একমুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় আমার এই না পাওয়া বেদনা। সত্যিই তো, আজ আমি কী পাইনি। আমি আজ একাধারে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, চিত্রকর, গায়ক, গবেষক, ... কী নই আমি? সব, সব পেয়েছি এ জীবনে। একজন শিক্ষকের জীবনে অপ্রাপ্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না। আমারও নেই। আজকের এই দিনটাতে মাথা উঁচু করে আমি বলতে পারি, আমার জীবনে অপ্রাপ্তি কিছুই নেই। আমি সার্থক, আমার জন্ম সার্থক, আমি চিরঞ্জীব। একজন শিক্ষকের কাছে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যই মূলকথা। যখন তারা আসে দোয়া নিতে, সফল শিক্ষাজীবনের হাসিটুকু মুখে নিয়ে, সে হাসিতে দেখতে পাই জান্নাত। হে আল্লাহ, একটা আকুতি জানাই তোমার পানে, সুযোগ দিও শত বছরের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ দেখে যেতে। শেষ করতে চাই একটি-ই কথা বলে-

'আল্লাহ্ , আমায় জ্ঞান দাও'

লেখা প্রাপ্তির উৎস: সুবর্ণজয়ন্তী-২০১১

লেখক: সহকারী অধ্যাপক। কর্মকাল: ০১ এপ্রিল ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি।

হুমকি পর্যালোচনা

কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার, পিবিজিএম

পর্ব-১

স্কুলের মূলভবন, পাহাড়ের চূড়ায় লেখা 'আল্লাহ আমায় জ্ঞান দাও' আর হাতেগোনা কিছু পুরাতন গাছ ছাড়া আর কিছুই আগের মতো নেই। অনেকটা বদলে গেছে। এসেছে অনেক আধুনিকতার ছোঁয়া, কিন্তু হারিয়ে গেছে অনেক মায়ার বাঁধন। ৮২ বছর বয়সে এখানে আজ আমি অনেকের কাছে আগন্তুক। আবার অনেক পুরাতন শিক্ষক বা স্টাফ পা ছুঁয়ে সালাম করে। শেষ বয়সে অনেক কিছুই ভুলে গেছি। কিন্তু কেন জানি স্কুলের ইট সুরকির সংস্পর্শে আসলে হাজারো স্মৃতি ভেসে ওঠে। বকুলতলার সেই পুরানো গাছটি আর নেই, তবে নতুন আরেকটি চারা লাগানো হয়েছে, সেইসাথে নির্মিত হয়েছে বসার জায়গা। এখানে বসলেই ফিরে আসে সব না বলা কথা আর হাজারো অনুভূতি। অবসরে যাওয়া সব শিক্ষক হয়তো আমার মতোই স্মৃতিচারণে পার করেন বাকি জীবন।

তিনটা জাতীয় পতাকা দেখে আর তিনটা জাতীয় সংগীত গেয়ে আমার জীবন পেরুলো। ১৯৩৮ সালে আমার জন্ম। বাবা পেশায় সরকারি আইনজীবী হবার কারণে শৈশব কেটেছে রেঙ্গুনের 'এ জি বেঙ্গল' এলাকায়। যে এলাকা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের নামে খ্যাত। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন রেঙ্গুন আক্রমণ করল তখন আমরা রিফিউজি হয়ে ফিরে এলাম জন্মভূমি চট্টলায়। এরপর অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান - পেশোয়ার, আহমেদাবাদ, দিল্লি, রেঙ্গুন, ঢাকা ঘুরে বাবা একসময় কলকাতায় থিতু হবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ এর দেশ ভাগ আবার আমাদের ফিরিয়ে আনলো জন্মভূমি বীর চট্টলায়। ততদিনে আমার বাংলা, উর্দু, হিন্দি এবং ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশোনা করার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। বাবা তদানীন্তন অনগ্রসর ও শিক্ষার আলোহীন চট্টগ্রাম নিয়ে খুব আফসোস করতেন। এখান থেকেই আমাদের ভাই বোনদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহের বীজ বপন হয়েছিল। ডাঃ খাস্তগীর স্কুল হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে যাওয়া অবধি দেখেছি অনেক সহপাঠীর বিদ্যালয় থেকে হারিয়ে যাওয়া। তখন মেয়েদের পড়াশোনা করার

বিষয়টি অনেক পরিবারেই বেপর্দা হিসেবে গণ্য হত। সামাজিক আক্রমণে মা প্রায়শই অস্থির হয়ে উঠতেন, কিন্তু বাবা এসব একেবারেই গা করতেন না। ফলে কলেজ পেরিয়ে গ্র্যাজুয়েশন এরপর কুমিল্লায় বিএড, এসব চলছিলো বাধাহীনভাবে। এর মাঝেই আমার বিয়ে। প্রথম দিকে, বাবা এবং স্বামীর আদর্শ নিয়ে খুব শঙ্কায় ছিলাম। কিছুদিন বাদেই নিজেকে বেশ সৌভাগ্যবতী মনে হলো। আমার স্বামী পেশায় আইনজীবী হলেও ছিলেন বেশ প্রগতিশীল ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু ল টেম্পলের ফাউন্ডার। ফলে বাবার আদর্শ থেকে আরেক ধাপ উঁচুতে আসতে আমার তেমন কোনো সমস্যা হয় নি। শিক্ষকতা পেশায় তিনি প্রথম থেকেই দিয়ে এসেছেন অপার সমর্থন।

১৯৬০ সালে ১৪৬ টাকা বেতন স্কেলে, চট্টগ্রাম গোলজার স্কুলের শিক্ষক হিসেবে আমার ক্যারিয়ার শুরু। এরপর সেন্ট স্কলাস্টিকা স্কুলের প্রিন্সিপাল সিস্টার বারবারার তত্ত্বাবধানে ছিলাম বেশ কিছুদিন। একসময় বন্দর হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলাম। দেশে তখন ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান চলছে। এর মাঝেই চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল হতে আমার ডাক এল। পরে শুনেছিলাম, সিস্টার বারবারা ওখানে আমার নাম পাঠিয়েছিলেন। স্কুলটি চট্টগ্রাম শহর থেকে দূরে বলে আমার তেমন ধারণা ছিল না। তবে খোঁজ নিয়ে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলাম। এটি ছিল, তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের ৩য় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল। স্কুলটির অবকাঠামো এবোটাবাদ পাবলিক স্কুল (পাকিস্তান) এর আদলে তৈরি। একজন আমেরিকান আর্কিটেক্ট তৈরি করেছেন ভবনের নির্মাণ শৈলী। শুনেছি এবোটাবাদ এলাকা নাকি এখানকার মতোই পাহাড় ঘেরা। স্কুলটি ইংলিশ মিডিয়াম এবং বয়েজ রেসিডেন্সিয়াল। স্কুলের পাঠ্যক্রম রডেন পাবলিক স্কুলের অনুরূপ। আর রয়্যাল পাবলিক কলেজ অব ব্রিটেন এর ভাবগাম্ভীর্যের ছোঁয়া আছে এখানে। স্কুলের সকল ফার্নিচার ছিল ফ্রেসকো কোম্পানির। এছাড়া সকল আইটেম ছিল নামিদামি ব্র্যান্ডের। এবার আসি প্রিন্সিপাল প্রসঙ্গে। লে. কর্নেল (অব.) এম সর্দার খান, এ ই সি, বয়স ৭৫। তিনি মিলিটারি কলেজ ঝিলাম (MCJ), কাকুল,পাকিস্তান হতে অবসর গ্রহণের পর ডেপুটেশনে এসেছেন এখানে। স্কুল ভবনের দোতালায় স্ত্রী আর দুই কন্যাসহ তাঁর আবাসন। ২০ হাজার টাকায় উনার জন্য কেনা হয়েছে নীল রঙের টয়োটা ডিলাক্স কার। বেশভূষায় তিনি ছিলেন সর্বদা পরিপাটি। পরিষ্কার ইংরেজিতে তিনি কথা বলতেন কিছুটা ধীরলয়ে। বয়সের কারণে তিনি পারকিন্সান রোগে ভুগছিলেন বলে মাথাটা হালকা দুলত। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপে আমি এখানে যোগদান করি। ১৯৬৯ সালে দেশের প্রথম পাবলিক স্কুলের প্রথম বাঙালি শিক্ষক ছিলাম আমি। নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালোভাবে যাচাই হতো। আমার নিয়োগের সময় প্রিন্সিপাল আমার বাসা ও আমার বাবার বাসায় সশরীরে গিয়ে যাচাই বাছাই করেন। তবে বাঙালি

শিক্ষক নিয়োগে তিনি যতটা কঠিন ছিলেন, উর্দুভাষী নিয়োগে ছিলেন ততটা মোলায়েম। 'হামকো-তুমকো' বলে অনেক উর্দুভাষী শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছিলেন। লে. কর্নেল সরদারের বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ইংরেজি নিউ ইয়ার, হিজরি সালের পাশাপাশি বাংলা নববর্ষকে তিনি পূজা-পার্বণ হিসেবে নিতেন। তাঁর ধারণা, বাঙালিরা পরিপূর্ণ মুসলিম নয়। এই ধারণা থেকে তিনি স্কুলের লোগোতে যুক্ত করলেন কোরানের আরবি আয়াত, 'রব্বি জিদনি ইলমা।' যা আজও বিদ্যমান। ১৯৭০ সালে স্কুলে যোগদান করলেন আরো দুজন বাঙালি শিক্ষক - মিসেস মিয়া এবং এ বি আশরাফ উদ্দিন আহমেদ। জনাব আশরাফ মিলিটারি কলেজ ঝিলাম হতে পাশ করা এবং লে. কর্নেল (অব.) সরদারের ছাত্র ছিলেন। একটা শক্ত ফাউন্ডেশনের ওপর এগিয়ে চলছিল দেশের প্রথম পাবলিক স্কুল। শিক্ষা, আদর্শ আর আধুনিকতায় সবদিক ছাড়িয়ে যাচ্ছিল এই প্রতিষ্ঠান। আমরাও ধ্যান, মান, জ্ঞান নিয়োগ করেছিলাম এই উন্নয়নের চলার পথে।

১৯৭১। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশব্যাপী আন্দোলন তখন চরমে। ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী স্বাধীকার আন্দোলনের ডাকে তখন জনতার দখলে সকল রাজপথ। আশঙ্কা, অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার দোলাচালে জনজীবন। স্কুল নিয়ে আমরাও বেশ শঙ্কিত। ১৯৭১ সালের মার্চের কোনো এক বিকেলে আমাকে ডেকে পাঠালেন প্রিন্সিপাল। স্কুল ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে উনার স্ত্রী আর দুই কন্যা। নীল রঙের টয়োটা ডিলাক্সে উঠানো উনাদের মালামাল। বুঝলাম ভস্মে ঘি ঢেলে প্রিন্সিপাল ফিরে যাচ্ছেন পাকিস্তানে। ড্রাইভার ফারুক অফিসের দিকে ইশারা করলেন। অফিসের চেয়ারে বসা লে. কর্নেল সরদার। চেহারায় বেশ উৎকণ্ঠা। ফর্সা মুখে লালাভ আভা। নীরবে এগিয়ে দিলেন একটি চেক। বুঝলাম উনার হাতের শেষ বেতন। চলে যাবার সময় তিনি ছুঁড়ে দিলেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় হুমকি! আর বললেন- "বাঙালি এই পাবলিক স্কুল কোনো দিন চালাতে পারবে না।" সময় নষ্ট না করে তিনি সপরিবারে রওয়ানা করলেন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। স্কুলের বিশাল খোলা প্রান্তরের ধুলোয় হারিয়ে গেল নীল রঙের টয়োটা ডিলাক্স। স্কুল প্রাঙ্গণের সুনসান নীরবতার মাঝে এলোমেলো হেঁটে বেড়াচ্ছি। ক্লাসরুম, ডেস্ক, ডাইনিং টেবিল, রোস্টাম, নোটিশ বোর্ড... যেদিকেই তাকাই কেবল হতাশা। সযত্নে লালিত স্বপ্নের ওপর প্রচণ্ড একটি আঘাত অনুভব করলাম। একটা টেক্সি নিয়ে এলাম নিউমার্কেট। উদ্দেশ্য জায়দিস স্টুডিও থেকে কিছু ফটোগ্রাফ সংগ্রহ। তখন স্কুলের সব ছবি তোলা হতো এই স্টুডিও থেকে। ওরা জানালো, পাকিস্তানিরা সব ছবি নিয়ে গেছে। শূন্যহাতে ফিরলাম বাসায়।

মার্চ ১৯৭১ এর পর থেকে সারাদেশ অচল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধারা। স্বামীর রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে আমরা শহর ছেড়ে ফিরে গেলাম পৈত্রিক ভিটা বাঁশখালি। মিসেস মিয়া উনার ডাক্তার স্বামীর সাথে

থেকে গেল মেডিকেল কলেজে। আর জনাব আশরাফ থাকতেন চকবাজারে। আমার স্বামী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন বাঁশখালির পার্বত্য অঞ্চলে, আর মাঝে মধ্যে রাতে ফিরে আসতেন। এসময় বাবার রুমের একটা ছোট রেডিও ছিল সারা দুনিয়ার সাথে আমাদের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

জুন ১৯৭১। পাকিস্তান জান্তার টালমাটাল অবস্থা, কিন্তু তারা বিশ্বজুড়ে সবকিছু স্বাভাবিক দেখানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। এ সময় আইয়ুব খান ঘোষণা দিলেন, দেশের পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। তিনি সকলকে অনতিবিলম্বে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের আদেশ দিলেন। আমার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাবা ছিলের কান্ডারী। তিনি আমাকে স্কুলে যোগদানের সাহস যোগালেন। আমার ছোট দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে ফিরে এলাম ক্যান্টনমেন্টে। রাস্তায় পাকিস্তান সেনাদের গাড়ি চলছে। আতঙ্ক আর শঙ্কা চারদিকে। এর মাঝেই দুরুদুরু বুকে প্রবেশ করলাম স্কুল প্রাঙ্গণে। স্কুল তখন পাকিস্তানি ২০ বেলুচ রেজিমেন্টের দখলে। স্কুলের একটা অংশে আটকে রাখা হয়েছে বাঙালি যুদ্ধবন্দিদের। দূর থেক দেশপ্রেমিদের আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু কিছুই দেখার উপায় নেই। এর মাঝেই ডেকে পাঠালেন লে. কর্নেল বেলায়েত। তিনি আমার পরিচয় ও আসার কারণ জানতে চাইলেন। আমি সবিস্তারে সব জানানোর এক পর্যায়ে তিনি হাত তুলে আমাকে থামালেন। একই সঙ্গে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। স্কুলের করিডোর দিয়ে ফিরছিলাম। দেখলাম লণ্ডভণ্ড স্কুল। অনেক ফার্নিচার লাপাত্তা। করিডোরের দামি মোজাইক টাইলসের ওপর বাসানো হয়েছে লাকড়ির চুলো। মনে পড়লো, কতো সখ করে লাগানো হয়েছিল এই টাইলস। কতো দোকান ঘুরে নির্বাচন করা হয়েছিল এর ডিজাইন। করিডোরে এই চুলোর দাগ এখনো স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। এসবের মাঝেই ঘুরপাক খাচ্ছিলো একটা চ্যালেঞ্জ, লে. কর্নেল সরদারের দেয়া সেই হুমকি। কিন্তু তার আগে দেশ স্বাধীন হওয়া খুব জরুরি।

বাঁশখালির সেবারের বর্ষা অন্যান্য সময়ের তুলনায় ছিল অধিক বর্ষণমুখর। ইতোমধ্যে মুক্তি সেনারা সুসংগঠিত হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে চালাচ্ছিল সাঁড়াশি আক্রমণ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আর স্বামীর মুখে শোনা মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা আমার স্বপ্নজালকে আরো সঘন করে তুলছিলো। স্বাধীন দেশে আবার শুরু হবে আমার প্রাণের পাবলিক স্কুল। ডিসেম্বর নাগাদ মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিল ভারতীয় মিত্রবাহিনী। যৌথ আক্রমণে নাভিশ্বাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। ফলে সারেন্ডার ছিল তাদের জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপায়। মুক্তির আনন্দ আকাশে বাতাসে। এদিকে আমার স্বপ্নের পালকগুলো দ্রুত বেড়ে উঠছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর ঈশ্বর নির্ধারণ করেন অন্যকিছু।

পর্ব-২

(এই গল্পের স্থান, কাল, পাত্র - সব কাল্পনিক)

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও; চট্টগ্রাম স্বাধীন হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। পুরো চট্টগ্রাম শহর তখন এক বধ্যভূমির নগরী। পাহাড়তলী পাঞ্জাবি লাইন, ওয়্যারলেস কলোনি, বাহাদুর শাহ কলোনি, ফয়'স লেক (ক্যান্টনমেন্টে বন্দি নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে শেষে হত্যা করে এখানে এনে পুঁতে রাখা হতো), হালিশহর, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার ও আশপাশের বিভিন্ন জায়গা, ঝাউতলা, দামপাড়া গরীবুল্লাহ শাহ মাজার, পাঁচলাইশ, পতেঙ্গা বিমানবন্দরের কামানটিলা, আমবাগান, শেরশাহ কলোনি, চাঁদগাঁও, লালখান বাজার, কালুরঘাট, নাসিরাবাদ, শিবনাথ পাহাড়, ছুটি খাঁ দিঘি, পোর্ট কলোনি, সার্কিট হাউজ সর্বত্রই বধ্যভূমি। বাতাসে লাশের গন্ধ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কংকাল আর শকুন। নাম না জানা লক্ষ শহিদের শোকে বিহ্বল বীর চট্টলার আকাশ বাতাস। সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন কিংবা সড়কপথ সব অচল। বিজয়ের আনন্দ আর হারানোর শোকের এক অবিমিশ্র অনুভূতি। চেনা গণ্ডির পরিচিত মুখদের খুঁজে কেটে গেল সপ্তাহ খানেক সময়। এর মাঝেই একদিন জনাব আশরাফ খবর পাঠালো, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল আবার চালু হবে। আপনি দ্রুত যোগদান করুন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দ্রুত খবরটা বাবাকে জানালাম। বাবার মুখ কিছুটা গম্ভীর। সময় নিয়ে তিনি চিন্তা করছেন। একসময় তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ খুললেন -

"মা, তোমার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। রডেন পাবলিক স্কুলের সিলেবাস তুমি খুব ভালোভাবেই পড়াতে পারবে। তুমি স্কুলটাকে অনেক ভালোবাস এটাও সত্যি। তাছাড়া এই স্কুলটাকে দাঁড় করানোর একটা চ্যালেঞ্জ তোমার ভেতর আছে। স্বাধীন দেশে বাঙালি শিক্ষকদের মাঝে যোগদানের ভিত্তিতে তুমি সিনিয়র। সুতরাং তোমার প্রিন্সিপাল হবার সমুহ সম্ভাবনা আছে। তবে কিছু বাস্তবতা তোমাকে মেনে নিতে হবে। তা হলো চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গি। এখানকার সমাজ এত বড় স্কুল এবং এই বিশাল আয়োজনের প্রিন্সিপাল হিসেবে একজন নারীকে মেনে নেবে না। তাই আমার উপদেশ, তুমি একাডেমিক দিক থেকে স্কুলকে শীর্ষ স্থানে পৌঁছানোর কাজে আত্মনিয়োগ করো। নেপথ্যের কুশীলব হয়ে সহায়তা করো। প্রিন্সিপাল না হয় কোনো পুরুষ শিক্ষকই হোক।"

বাবার উপদেশ আমার জীবনের পাথেয়। সকল উচ্চাশা ভুলে স্কুলে ফিরে যাবার চিন্তাই শ্রেয় মনে হলো।

জানুয়ারি ১৯৭২। স্বাধীন দেশে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে; আমার পুনরায়

পদার্পণ। এখানকার পাহাড়গুলোর সাথে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের সম্পৃক্ততা ও সম্মুখ যুদ্ধের ইতিহাস পুস্তকে পড়েছি। মুক্তিযুদ্ধের পর এই ধ্বংসলীলার দ্বিতীয় অধ্যায় নিজ চোখে দেখার সুযোগ হলো। অবশ্য এই ধ্বংসলীলার শুরুটা আমি যুদ্ধের মাঝপথে দেখেছি। তবে একটা বিষয়ে খুব অবাক হলাম। স্কুল প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের মাঝপথে দেখেছিলাম শত্রুবাহিনীর ২০ বেলুচ রেজিমেন্ট। যুদ্ধের পর একি প্রাঙ্গণে দেখলাম মিত্রবাহিনীর ভারতীয় শিখ রেজিমেন্ট। তবে এরা আচরণে বেশ বন্ধুবৎসল। লে. কর্নেল শিংদার, মেজর শর্মা, মেডিকেল অফিসারসহ রেজিমেন্টের সকল সদস্য পুরো স্কুল জুড়ে অবস্থান নিয়েছে। পরিচিত প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ ঘুরাফেরার মাঝেই আবিষ্কার করলাম মিসেস মিয়া ও আশরাফকে। দীর্ঘ নয়মাস পর চেনামুখগুলো দেখে আমাদের তিনজনের চোখ ঘোলা হয়ে যাচ্ছিল। একটা ধ্বংসস্তূপের মাঝে আকাশচুম্বী স্বপ্ন নিয়ে আমরা তিনজন, যাদের মাথার ওপর ছিল না কোনো ছাতা।

স্কুলের ব্যবহার্য জিনিসপত্র খোঁজের প্রথম ধাপে খুঁজে পেলাম প্রিন্সিপালের টয়োটা ডিলাক্স কারটি। তবে তা অবস্থান করছিল কক্সবাজারে ডোগরা রেজিমেন্টের অফিসারদের কাছে। সম্ভবত উনারা গাড়িটি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ভারতীয় সেনারা অবশ্য কারসহ সবকিছু আমাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে তারা মাসখানেকের মধ্যে ভারতে ফিরে গেল। জনতা ব্যাংকে তখন স্কুল ফান্ডের পঞ্চাশ হাজার টাকা ফ্রোজেন হয়ে আছে। অবশ্য পাকিস্তানি মুদ্রা তখনো বাজারে প্রচলিত। তবে আমরা তিনজন মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বেতনহীন অবস্থায় আছি। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে মাসিক বেতন ছিল ৪৮০/- টাকা। এর মাঝেই কর্নেল মীর শওকত আলী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম পাবলিক স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর নতুনভাবে উদ্বোধন করলেন। আমরা তিনজন শিক্ষক নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিলাম। স্কুলপ্রাঙ্গণ পরিষ্কারের সময় বেরিয়ে এল সোনার চুড়ি, বালা, গলার হার, কানের দুল আর বেশকিছু তাজা গ্রেনেড। নাম না জানা বীরাঙ্গনাদের পাশবিক অত্যাচারের কথা আবার স্মৃতিপটে ভেসে এল। আমরা কড়াই ভর্তি সকল মূল্যবান স্বর্ণালংকার ডিভিশন সদরে পাঠিয়ে দিলাম। দিনরাত খেটে চেষ্টা করছিলাম স্কুলটাকে শুরু করতে। এসময় চোখ বুজলেই স্কুলের সেই রাজকীয় রূপ আর চোখ খুললেই ধ্বংসলীলা দেখে আমরা প্রায়শই উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠতাম। তবে কি লে. কর্নেল সর্দারের কথাই সত্য হতে যাচ্ছে? নাহ্! কোনোভাবেই না। বাঙালি হারতে জানে না। অধ্যবসায় থাকলে আমাদের জয় নিশ্চিত। আমরাও সর্বস্ব উজাড় করতে প্রস্তুত। কিন্তু বিধিবাম। ভাগ্যলক্ষ্মী কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে আসছিল না।

কিছুদিনের মাঝেই নতুনভাবে সরকারি আদেশ পেলাম ব্রিটিশ অরফানেজ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে তাদের অনাথ আশ্রম স্থাপন করবেন। শত্রু-মিত্র বাহিনীর পর এবার স্কুল শেয়ার করতে হবে ব্রিটিশ অরফানেজের সাথে। বিষয়টি

কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সে রাতেই আমরা তিনজন শিক্ষক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিসারের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাদের পরিপূর্ণভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠার আহ্বান একরকম উড়িয়ে দিলেন। এর মাঝে মরার ওপর খাঁড়ার ঘাঁ হয়ে এল তদানীন্তন চট্টগ্রামের 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকার একটি নেগেটিভ সংবাদ। তারা চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুলকে শ্বেতহস্তি আখ্যা দিয়ে বিতর্কিত সংবাদ ছাপালো। এদিকে আমরাও হাল ছাড়ার পাত্র নই। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম চট্টগ্রামের ডিসি জনাব এমএ সামাদের সাথে দেখা করব। কিন্তু তিনি আমাদের আরো হতাশ করলেন। এই ধরনের পাবলিক স্কুল চালানোয় প্রচুর খরচ। তা ছাড়া ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ তো আছেই। প্রয়োজনে এখানকার ছাত্রদের ক্যাডেট কলেজে স্থানান্তর করা যাবে। আরেকটা রেসিডেন্সিয়াল পাবলিক স্কুল হবার কোনো যুক্তি নেই। আদতে ক্যাডেট কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আরেকটি পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তিনি অনুভবই করলেন না। আমরা শেষ চেষ্টায় বিফল হয়ে ফিরে এলাম। গভীর রাতে পাশফিরে শুয়ে আছি, চোখ দিয়ে ঝড়ছে অপমানের জল। পাকিস্তানি অফিসারের হুমকির প্রেক্ষাপটে; বোধহয় আমরা হেরে যাচ্ছি। এর মাঝেই কারো হাত পড়ল আমার মাথায়। ফিরে দেখি আমার স্বামী আমার পানে তাকিয়ে আছেন। সময় নিয়ে সব যন্ত্রণার কথা উনাকে খুলে বললাম। উনি বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বেশ কিছুক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে ভাবলেন। তারপর চকিতে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "তুমি বিস্তারিত বর্ণনা করে তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট একটা পত্র লিখ। পাশাপাশি আমি আমার রাজনৈতিক চ্যানেল ব্যবহার করে দেখি কতদূর সুরাহা করা যায়।"

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম মন্ত্রিপরিষদে স্টেট মিনিস্টার হিসেবে যোগদান করেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম। রাজনৈতিকভাবে তিনি আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন। আমরা দুজন একদিন সলিমপুরে উনার বাসায় সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত ঘটনা জানালাম। তিনি আমাদের বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হবার বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন। এদিকে চট্টগ্রামের জনাব ইউসুফ (কয়লা) সাহেব ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। উনার ছেলে শাহনেওয়াজ ছিল তৎকালীন ছাত্র রাজনীতিতে বেশ সোচ্চার। শাহনেওয়াজ ব্যক্তিগতভাবে আমার ছাত্র ছিল। প্রফেসর নুরুল ইসলাম এবং শাহনেওয়াজ এর যৌথ প্রয়াসে কিছুদিনের মধ্যেই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দপ্তর হতে আশার বাণী পেলাম। আমাদের স্কুল চালিয়ে যেতে বলা হলো। সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে জনাব আশরাফ আমাকে দায়িত্ব নেয়ার অনুরোধ করল। আমি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। তবে নেপথ্যে থেকে সর্বাঙ্গীণ সহায়তার আশ্বাস দিলাম। ব্রিটিশ অরফানেজ আর পাবলিক স্কুলে এল না। তবে জুড়ে দেয়া হলো কিছু নতুন শর্ত।

- সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে স্কুল হতে হবে বাংলা মিডিয়াম।
- স্কুলে সকল শ্রেণি-পেশার অভিভাবকদের সন্তান ভর্তি করাতে হবে।
- স্কুলের বেতন হতে হবে যৎসামান্য।

ফলে, বেতন এক লাফে ৮০ টাকা থেকে ২০ টাকায় নেমে এল। স্কুলফান্ডে তখন অর্থের হাহাকার। এসময় সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন। জনাব এ কে খান, হাজি জলিল চৌধুরী, জনাব ইউসুফ (বস্ত্র ও কয়লা শিল্পপতি), জনাব আব্দুল হাকীম (জব্বরের বলীখেলার উদ্যোক্তা), জনাব ও আর নিজাম, শ্রী ভট্টাচার্য, জনাব নুরুল ইসলাম আর অবাঙালিদের মধ্যে ছিলেন আদমজী, ইস্পাহানি, বাওয়ানী, দাউদ ও আমীন প্রমুখ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এখানে জনাব জলিল চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতেই হবে। মাসিক ৩০০/- টাকা হারে, দীর্ঘদিন উনি আমাদের তিনজন শিক্ষককে বেতন যথাসময়ে দিয়ে গেছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। এর মাঝে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন- মিসেস ভুইয়া, মিসেস কবির, জেরিনা আলী প্রমুখ। '৭৩ এর নভেম্বর মাসে জয়েন করে দিলারা জামান, ফাতেমা দোহা, নাইমা সেহেলী ও জুলফিকার আলী খান। পরের বছর '৭৪ - এ হাসিনা সুলতানা, বিলকিস বেগম, মালেকা বানু।

এসময় ঘটল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রিপেট্রিয়েশনের ফলে অনেক সামরিক-বেসামরিক সদস্যরা পাকিস্তান হতে স্বদেশে ফিরে আসল। যাদের সন্তানরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে অভ্যস্ত। ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত স্কুলে আবার চালু হলো ইংলিশ মিডিয়াম। ব্যাপক সাড়া পড়ল এই ঘটনায়। ধন্যবাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। দেশপ্রেম আর মুক্তিযুদ্ধের মাঝে যার জন্ম। ইংলিশ মিডিয়ামে আমাদের পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে ছাত্র-ছাত্রী বাড়তে লাগল গুণিতক হারে। "কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন" এর বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ড. কুদরত-ই-খোদা সশরীরে এলেন আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণে। তিনি পাঠ্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলেন এবং ভূয়সী প্রশংসায় ভাসালেন আমাদের। উনার সফরসঙ্গী চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল মুগ্ধ হলেন আমাদের পাঠদান প্রক্রিয়ায়। এরপর আর আমাদের পিছু ফিরে তাকাতে হয় নি। আমরা ততদিনে পাকিস্তানি অফিসারের হুমকির জবাব দেয়া শিখে গেছি। এখন সময় শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়া আর নতুন নতুন সফলতার গল্প রচনা করার।

উৎসর্গ:

মিসেস জোহরা কবির
প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
(দেশের ৩য় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের প্রথম বাঙালি শিক্ষিকা)

জয়তু সিসিপিসি
(সমাপ্ত)

লেখক: অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

হীরকজয়ন্তীতে

সম্মাননা স্মারক

পেলেন যাঁরা

ক্রম	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	নাম ও পদবি
০১.	অধ্যক্ষ	১৭	১. লে. কর্নেল এম. সর্দার খান, এইসি ২. এ. বি. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ ৩. গোলাম জিলানী নজরে মুর্শিদ ৪. লে. কর্নেল মো. আব্দুল বাতেন, এইসি ৫. কর্নেল মোকাররম আলী খান, এইসি ৬. লে. কর্নেল মো. শামসুল আলম, পিএসসি, এইসি ৭. কর্নেল সৈয়দ মোফাজ্জেল মাওলা, এইসি ৮. কর্নেল শাহ মুর্তজা আলী, এইসি ৯. কর্নেল মো. জাহিদ হোসেন, পিএইচডি ১০. কর্নেল মো. আনিসুর রহমান চৌধুরী, পিএসসি ১১. কর্নেল সৈয়দ গোলাম জাহিদ, পিএসসি ১২. কর্নেল মো. আসাদুজ্জামান সুবহানী, এইসি ১৩. কর্নেল শাহরীয়ার আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি ১৪. কর্নেল আবু ছালেহ মো. রফিকুল ইসলাম, এইসি ১৫. কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা, বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ১৬. কর্নেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পিএসসি ১৭. কর্নেল মুজিবুল হক সিকদার, পিবিজিএম
০২.	প্রথম উপাধ্যক্ষ (কলেজ)	০১	মো. নাজমুল আহসান, সহকারী অধ্যাপক
০৩.	প্রথম উপাধ্যক্ষ (স্কুল)	০১	পারভীন সুলতানা, সিনিয়র শিক্ষক
০৪.	অধ্যাপক	০৫	১. অধ্যাপক তড়িৎ চক্রবর্তী ২. অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম ৩. অধ্যাপক রাশেদা আখতার ৪. অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী ৫. অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল আলম
০৫.	স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে প্রথম বিভাগীয় প্রধান (ব্যবস্থাপনা বিভাগ)	০১	অধ্যাপক রাশেদা আখতার

ক্রম	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	নাম ও পদবি
০৬.	স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে প্রথম বিভাগীয় প্রধান (ব্যবস্থাপনা বিভাগ)	০১.	অধ্যাপক মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী
০৭.	পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষক	০৩.	১. ড. মোহাম্মদ ফারুক আলী তরফদার, সহকারী অধ্যাপক ২. ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সহকারী অধ্যাপক ৩. ড. মো. শফিকুল ইসলাম, প্রভাষক
০৮.	প্রথম বাঙালি শিক্ষক	০৩.	১. এ. বি. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র শিক্ষক ২. জোহরা কবির, সিনিয়র শিক্ষক ৩. সোফিয়া সিদ্দিকি মিঞা, সিনিয়র শিক্ষক
০৯.	শ্রেষ্ঠ জীবন্ত ফসিল শিক্ষক	০১.	নাইমা সেহেলী, সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন)
১০.	বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (কলেজ)	০১.	মোহাম্মদ দিদারুল আলম মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক
১১.	বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (স্কুল)	০১.	মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, সিনিয়র শিক্ষক
১২.	প্রথম একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর (কলেজ)	০১.	এ.কে.এম. খাদেমুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
১৩.	প্রথম একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর (স্কুল-সিনিয়র শাখা)	০১.	এ.কে.এম. খাদেমুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
১৪.	প্রথম একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর (স্কুল-জুনিয়র শাখা)	০১.	রেশমিন আখতার চৌধুরী, সিনিয়র শিক্ষক
১৫.	শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী (স্কুল) এসএসসি প্রথম স্ট্যান্ড (সম্মিলিত)	০১.	এহসানুল হক ইমন (এসএসসি-১৯৯৭-বিজ্ঞান বিভাগ)
১৬.	শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী (কলেজ) এইচএসসি প্রথম স্ট্যান্ড (সম্মিলিত)	০৩.	১. কাজী ফারহানা হক, (এইচএসসি-১৯৯৫-ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ) ২. শায়লা শিমুল, (এইচএসসি-১৯৯৬-মানবিক বিভাগ) ৩. সৈয়দ আশিকুল কবির মাহমুদ, (এইচএসসি-১৯৯৮-ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ)
১৭.	প্রথম হিসাবরক্ষক	০১.	কাজী আবদুল লতিফ, হিসাবরক্ষক
১৮.	প্রথম ল্যাব সহকারী	০১.	মো. চাঁনমিঞা, ল্যাব সহকারী
১৯.	প্রথম লাইব্রেরি সহকারী	০১.	মো. মিজানুর রহমান, লাইব্রেরি সহকারী
২০.	প্রথম টাইপিস্ট/ কম্পিউটার অপারেটর	০১.	লরেঞ্জ জু পাল, টাইপিস্ট
২১.	প্রথম করণিক	০১.	জে এন ভট্টাচার্য্য, করণিক
২২.	প্রথম কেয়ারটেকার	০১.	আবদুল আউয়াল, কেয়ারটেকার
২৩.	প্রথম চালক	০১.	মো. ফারুক আহমেদ, চালক
২৪.	প্রথম পিয়ন	০১.	আবদুল লতিফ, পিয়ন
২৫.	প্রথম আয়া	০১.	বীণা প্রভা আইচ, আয়া
২৬.	প্রথম ইলেকট্রিশিয়ান	০১.	মো. ইসলাম, ইলেকট্রিশিয়ান
২৭.	প্রথম নিরাপত্তা প্রহরী	০১.	মো. সুলায়মান, নিরাপত্তা প্রহরী
২৮.	প্রথম মালী	০১.	মৃত মো. সুলতান আহমদ, মালী
২৯.	প্রথম ক্লিনার	০১.	মৃত হরিমোহন দাশ, ক্লিনার

সাবেক
ও
বর্তমান
শিক্ষকগণের
তথ্যাবলি

০১
মো. নাজমুল আহসান
সহকারী অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ

যোগদান:
০১-০৮-১৯৭৫
পদত্যাগ:
৩০-০৭-১৯৭৭
মোবাইল:
০১৮৪৭০৭৭১৪৮

০২
নাইমা সেহেলী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
অবসর:
২৭-০৩-২০০৯
মোবাইল:
০১৭১১৩৮৯৭৪৫

০৩
বিলকিস বেগম
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
অবসর:
০১-০১-২০০৯
মোবাইল:
০১৭১৫৩৬৯৮৪০

০৪
মালেকা বানু চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
অবসর:
০৭-০৪-২০০৬
মোবাইল:
০৩১-৬৫৫৩০১

০৫
মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
অবসর:
৩০-০৯-২০০৭
মোবাইল:
০১৭৫১৭১৩৪৪৯

০৬
এ.কে.এম.খাদেমুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
অবসর:
৩১-০৭-২০০৮
মোবাইল:
০১৭১৪৩৮০৬৫৪

০৭
প্রবীর ভট্টাচার্য্য
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
অবসর:
৩১-০১-২০১৫
মোবাইল:
০১৮১৫৫০৬৬৮৩

০৮
গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
পদত্যাগ:
১৭-০৯-১৯৯৩
মোবাইল:
প্রয়াত

০৯
কামরুন নাহার
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
অবসর:
৩১-১০-২০০২
মোবাইল:
প্রয়াত

১০
মো. আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮১
পদত্যাগ:
২৪-০৮-১৯৯২
মোবাইল:
০১৭৫০০২৯২০৭

১১
সাইয়্যেদ আছগার হোছাইন
সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ

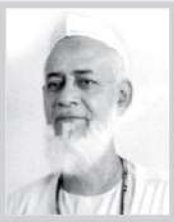

যোগদান:
০১-০৬-১৯৮২
অবসর:
২৮-০২-২০০৯
মোবাইল:
প্রয়াত

১২
রাজিয়া সুলতানা চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
০১-০৬-১৯৮২
অবসর:
২৮-০২-২০০৯
মোবাইল:
০১৭১১৭৪৮৭৫৮

১৩
সুজিত কুমার চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৩-০৮-১৯৮২
অবসর:
৩১-০৭-২০১৫
মোবাইল:
০১৮১৯৬১৫৩৫৫

১৪
রণজিৎ কুমার দাশ
প্রভাষক, গণিত বিভাগ

যোগদান:
০৯-০৮-১৯৮৩
পদত্যাগ:
০১-০১-১৯৮৬
মোবাইল:

১৫
সামসুন নাহার কাশেম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১১-০৮-১৯৮৩
পদত্যাগ:
০১-১২-১৯৮৭
মোবাইল:

১৬
বিভূতি রঞ্জন দাশ
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

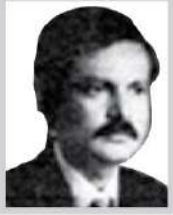

যোগদান:
০৮-১০-১৯৮৩
পদত্যাগ:
১৭-০৯-১৯৯৩
মোবাইল:

১৭
রেবেকা আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১৭-০৭-১৯৮৪
অবসর:
৩০-০৬-২০০৩
মোবাইল:
০১৭১১৭৮০৮১১

১৮
অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য
সহযোগী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১৮-০৭-১৯৮৪
মৃত্যু:
২৩-০৩-২০১৬
মোবাইল:
প্রয়াত

১৯
নুরুল আলম
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

যোগদান:
০২-০২-১৯৮৫
পদত্যাগ:
২৫-১১-১৯৯১
মোবাইল:

২০
লুৎফর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (খণ্ডকালীন), জিটিডি বিভাগ

যোগদান:
০১-১১-১৯৮৫
পর্যন্ত:
৩০-০৯-১৯৯০
মোবাইল:

২১
মো. আশরাফুল ইসলাম
প্রভাষক, গণিত বিভাগ

যোগদান:
০২-০২-১৯৮৬
পদত্যাগ:
৩০-০৬-১৯৮৬
মোবাইল:
০১৮৪২২১০৯৮৩

২২
রওশন আরা বেগম
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-১৯৮৬
পদত্যাগ:
০৮-০৭-১৯৮৭
মোবাইল:
০১৭১৩১০৯৮৭৫

২৩
মো. মফিজুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

যোগদান:
০২-০২-১৯৮৭
পদত্যাগ:
০৮-০৩-২০০৪
মোবাইল:
০১৭৪৭১৬৯৪৪২

২৪
তড়িৎ চক্রবর্তী
অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ (কলেজ), রসায়ন বিভাগ

যোগদান:
০৯-০৭-১৯৮৭
অবসর:
১৬-০১-২০২১
মোবাইল:
০১৯১১৮৪১৩৪৮

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ২৫
প্রধান শরীরচর্চা শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

যোগদান: ১৭-০৫-১৯৮৯
অবসর: ৩০-১২-২০১৯
মোবাইল: ০১৭৩৫৪০৬২৬৪

মো. আবু বকর সিদ্দিক ২৬
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ১৭-০৫-১৯৮৯
মৃত্যু: ০৯-০৭-২০১৭
মোবাইল: প্রয়াত

ইসতিয়াকুজ্জামান ২৭
প্রদর্শক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান: ১৭-০৫-১৯৮৯
পদত্যাগ: ৩১-০৭-২০০০
মোবাইল:

কাজী মো. কুতুব উদ্দিন ২৮
প্রদর্শক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ১৭-০৫-১৯৮৯
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৭৩১০২৬৫৭৭

জিয়াউল করিম বাহার ২৯
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

যোগদান: ২১-১০-১৯৮৯
অবসর: ১৩-০১-২০১৮
মোবাইল: ০১৯১৪২৩৭৮০৫

হাফিজ মো. রফিকুল্লাহ ৩০
প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ

যোগদান: ২৮-০১-১৯৯২
পদত্যাগ: ৩০-০৯-১৯৯২
মোবাইল:

ফোরকান হোসাইন ৩১
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ০১-০২-১৯৯২
পদত্যাগ: ২৯-০৫-১৯৯২
মোবাইল:

রাশেদা আখতার ৩২
অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ (কলেজ), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান: ০১-০৭-১৯৯২
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৮১৯৩৩০৭৫৭

মোসলেহ উদ্দিন ৩৩
ইন্সট্রাক্টর, জিটিডি বিভাগ

যোগদান: ১৭-০৮-১৯৯২
পদত্যাগ: ২৫-০৪-১৯৯৩
মোবাইল:

মো. জাহাঙ্গীর আলম ৩৪
অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ (কলেজ), পরিসংখ্যান বিভাগ

যোগদান: ১৫-০৯-১৯৯২
অবসর: ১৫-০২-২০২১
মোবাইল: ০১৯৩৮৮৭৪৫০৬

শাহ কামাল উদ্দিন ৩৫
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ১৫-০৯-১৯৯২
পদত্যাগ: ৩১-১০-১৯৯৩
মোবাইল:

মো. ইমতিয়াজ উদ্দিন ৩৬
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইংরেজি বিভাগ

যোগদান: ১৫-০৯-১৯৯২
পর্যন্ত: ৩০-১০-১৯৯২
মোবাইল:

৩৭ মো. মঞ্জুর-উল-আলম চৌধুরী
লাইব্রেরিয়ান

যোগদান: ০১-১২-১৯৯২
পদত্যাগ: ৩০-০৪-১৯৯৩
মোবাইল:

৩৮ মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ০১-১২-১৯৯২
পদত্যাগ: ০১-১১-২০০৯
মোবাইল: ০১৮১৯৬১৭৪৩২

৩৯ লিটন ভট্টাচার্য্য
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), অর্থনীতি বিভাগ

যোগদান: ২০-০১-১৯৯৩
পর্যন্ত: ২৯-০৪-১৯৯৩
মোবাইল:

৪০ মো. আমান উল্লাহ
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান: ০৪-০২-১৯৯৩
পর্যন্ত: ৩০-০৫-১৯৯৩
মোবাইল:

৪১ অভিজিত বড়ুয়া
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ১২-০৪-১৯৯৩
পদত্যাগ: ৩০-১০-১৯৯৩
মোবাইল:

৪২ অশোক কুমার চৌধুরী
ইন্সট্রাক্টর (খণ্ডকালীন), প্রকৌশল অংকন বিভাগ

যোগদান: ২৭-০৪-১৯৯৩
পর্যন্ত: ০২-০৪-২০০১
মোবাইল:

৪৩ ফাইজা নূর
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইংরেজি বিভাগ

যোগদান: ০১-০৬-১৯৯৩
পর্যন্ত: ৩১-০৭-১৯৯৩
মোবাইল:

৪৪ মো. আব্দুর রহিম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ২০-০৭-১৯৯৩
পর্যন্ত: ৩০-১১-১৯৯৩
মোবাইল:

৪৫ এ কে এম হারুনুর রশিদ
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ০১-০৯-১৯৯৩
পর্যন্ত: ৩১-১২-১৯৯৩
মোবাইল:

৪৬ আবুল কাশেম
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ০৬-১০-১৯৯৩
পদত্যাগ: ১০-০৮-১৯৯৫
মোবাইল:

৪৭ মাহবুবুল মতিন
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান: ৩১-১০-১৯৯৩
পদত্যাগ: ৩০-০৯-১৯৯৬
মোবাইল:

৪৮ মো. আব্দুল কাদের মিয়া
লাইব্রেরিয়ান

যোগদান: ০১-১১-১৯৯৩
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৭১২১৬৪৭৫৯

৪৯ মইনুল ইসলাম
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১৫-১১-১৯৯৩
পদত্যাগ:
৩০-০৪-১৯৯৫
মোবাইল:

৫০ মো. নুরুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৫-০৭-১৯৯৪
পদত্যাগ:
৩০-০৯-২০০৯
মোবাইল:
০১৭১১৩০৫৯৪৫

৫১ শামীম উদ্দিন খাঁন
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২২-০৮-১৯৯৪
পর্যন্ত:
১৫-০৭-১৯৯৫
মোবাইল:

৫২ নুরুল আলম
ইন্সট্রাক্টর, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৯-১৯৯৪
অবসর:
১৭-০৯-২০১৯
মোবাইল:
০১৯৯১৯৫৬১৪৬

৫৩ শারমিন চৌধুরী
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
১০-০৭-১৯৯৫
পদত্যাগ:
২৮-০৩-১৯৯৬
মোবাইল:

৫৪ গোলাম মোস্তফা স্বর্ণকার
সহযোগী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২০-০৭-১৯৯৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৩২১৮৬৩৩

৫৫ মো. রবিউজ্জামান
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২০-০৭-১৯৯৫
পদত্যাগ:
২০-০২-১৯৯৮
মোবাইল:

৫৬ সাইদুল হাসান খান
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
০২-০৩-১৯৯৬
পদত্যাগ:
২৯-০৯-২০০০
মোবাইল:
০১৮১১৪৬৬৭০৫

৫৭ মো. বখতিয়ার মিয়া
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০২-০৩-১৯৯৬
পদত্যাগ:
৩১-১২-১৯৯৮
মোবাইল:
+৬০১১-২৮০২২৪৭২

৫৮ মো. জাবেদুর রহমান
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০২-০৩-১৯৯৬
পদত্যাগ:
৩০-০৬-১৯৯৮
মোবাইল:
প্রয়াত

৫৯ মিঞা মোহাম্মদ ইউসুপ চৌধুরী
অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
০২-০৩-১৯৯৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১১১৬৩২৫২

৬০ মোহাম্মদ নুরুল আলম
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

যোগদান:
০২-০৩-১৯৯৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯১১৫০৯১১৬

মো. মাহফুজুর রহমান ৬১
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

যোগদান:
০২-০৩-১৯৯৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫১০

শ্যামা প্রসাদ মিত্র ৬২
সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান:
০৩-১১-১৯৯৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৮৮৯১৯৭৪

মান্না চৌধুরী ৬৩
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

যোগদান:
২২-০৯-১৯৯৭
পর্যন্ত:
৩১-১০-১৯৯৭
মোবাইল:

গোলামুর রহমান ৬৪
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
২৪-০৯-১৯৯৭
পদত্যাগ:
০২-০৫-১৯৯৯
মোবাইল:

এম নুরুল মোমেন ৬৫
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০৩-০৯-১৯৯৮
পদত্যাগ:
৩০-০৪-২০০১
মোবাইল:

নাজিম উদ্দীন আহমদ ৬৬
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০৩-০৯-১৯৯৮
পর্যন্ত:
১৯-০২-২০০১
মোবাইল:

সেগুপ্তা হাসান ৬৭
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পর্যন্ত:
১৫-০৩-২০০১
মোবাইল:
০১৭২৬৫৭৬৯৭৯

মো. হুমায়ূন কবির ৬৮
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পর্যন্ত:
১২-০৯-২০০০
মোবাইল:
০১৭৭৭৫২২৬৭

বিলকিস আক্তার ৬৯
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১৮-০৩-২০০১
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৬৯৫৫৬২৮

হোসনে শামীম ৭০
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যোগদান:
১৮-০৩-২০০১
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১০৯৩৫৬৩৩

মোছাম্মৎ লুৎফুননেছা ৭১
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

যোগদান:
১৮-০৩-২০০১
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৫৬৭৪৭৬৫

মো. দিদারুল আলম মজুমদার ৭২
সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০১-০৪-২০০১
অদ্যাবধি:
মোবাইল:
০১৭১২২৫৯৩৯১

মো. শাহেদ চৌধুরী (৭৩)
প্রদর্শক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান: ০১-০৪-২০০১
পদত্যাগ: ২২-০৩-২০০৫
মোবাইল:

মো. সরওয়ার হোসাইন (৭৪)
ইন্সট্রাক্টর, প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস বিভাগ

যোগদান: ০৩-০৪-২০০১
পদত্যাগ: ১২-০৪-২০০৩
মোবাইল:

আব্দুল্লাহ আল আজাদ (৭৫)
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান: ০২-০৬-২০০১
পদত্যাগ: ২৫-০৪-২০০৬
মোবাইল: ০১৭১১১৮০০৫৬

মাসুদা আক্তার (৭৬)
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান: ০৬-০৬-২০০১
পদত্যাগ: ১৩-০৫-২০০৭
মোবাইল: ০১৮১৫৬৬১১৯৬

চৌধুরী মো. ওয়াসি উদ্দিন (৭৭)
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ১২-০৩-২০০২
পদত্যাগ: ১৯-০৯-২০০৪
মোবাইল:

শিপন চন্দ্র দেবনাথ (৭৮)
সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

যোগদান: ০১-০৮-২০০৪
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৮১৯৩৮৩৩৮৪

আরিফুল আলম (৭৯)
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ২০-০৯-২০০৪
পদত্যাগ: ০১-০২-২০০৬
মোবাইল: ০১৭১১২৮৩৩০৪

লুৎফা বেগম (৮০)
প্রদর্শক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান: ২৩-০৩-২০০৫
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৭১২২৭৩৩৫২

মো. একরামুল হক (৮১)
ইন্সট্রাক্টর, প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস বিভাগ

যোগদান: ০৪-০৪-২০০৬
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৭২৫৪২৪৯৭০

আজম খান (৮২)
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান: ০২-০৮-২০০৬
পদত্যাগ: ০১-১১-২০০৬
মোবাইল: ০১৮১২৩৭৪৩৩১

ড. মোহাম্মদ ফারুক আলী তরফদার (৮৩)
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান: ০৯-০৮-২০০৬
পদত্যাগ: ২৩-১২-২০১৭
মোবাইল: ০১৭৩৮৮৭৪৫১৮

মো. আবুল কাশেম (৮৪)
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান: ১০-০৮-২০০৬
পদত্যাগ: ০১-০৪-২০০৯
মোবাইল: ০১৭২১৬২৮৬০৯

শ্যামলী ভট্টাচার্য্য ৮৫
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
১০-০৮-২০০৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৫৪১৩১৮৫

হোসাইন মারুফ ইমতিয়াজ ৮৬
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
১৪-০৮-২০০৬
পদত্যাগ:
০৭-০১-২০০৭
মোবাইল:
০১৮১৯৬৪৪৮৬৯

শম্পা রানী সাহা ৮৭
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
২৮-০৮-২০০৬
পদত্যাগ:
২৬-১১-২০১০
মোবাইল:
০১৭২৬১৫০৬৫৬

ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন ৮৮
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যোগদান:
০২-০৯-২০০৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১০২০৪০৬১

নাসিমা আখতার ৮৯
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
০৩-০৪-২০০৭
পদত্যাগ:
৩১-১২-২০১৬
মোবাইল:
০১৮১১১৭৫০০৩

নুরুননেসা ফাতেমা ৯০
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১২-০৬-২০০৭
পর্যন্ত:
২৬-০৯-২০০৭
মোবাইল:

মো. সিরাজুল ইসলাম ৯১
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
০৫-০৮-২০০৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫২২

মো. আবু তাহের ৯২
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১৫-০৮-২০০৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১১৯০৮৫৩২

মো. মঈন উদ্দিন ৯৩
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
০৬-০১-২০০৮
পর্যন্ত:
০৯-০৩-২০০৮
মোবাইল:
০১৭১৭৯৬২৪৩৪

বিধান ভট্টাচার্য্য ৯৪
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
০৬-০১-২০০৮
পর্যন্ত:
০১-১০-২০১১
মোবাইল:
০১৯১১০৫২০২৪

মো. কায়সার ৯৫
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১৫-০৩-২০০৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৮১৪০৪৭৩

মোহাম্মদ আশেক এলাহী ৯৬
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
০৩-০৫-২০০৮
পদত্যাগ:
৩১-০৬-২০০৯
মোবাইল:
০১৮১২০২৮১৬৬

কলেজ শিক্ষক

মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের
৯৭

প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান: ০৩-০৫-২০০৮

পদত্যাগ: ২৯-১১-২০১০

মোবাইল: ০১৭১৭৮১৪১৭১

মো. ইসমাইল হোসেন
৯৮

সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

যোগদান: ০১-০২-২০০৯

অদ্যাবধি

মোবাইল: ০১৭১২২৪৩৯৫৯

মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির
৯৯

সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল বিভাগ

যোগদান: ০৭-০২-২০০৯

অদ্যাবধি

মোবাইল: ০১৯১১০৩৪৮২৭

কাজী মোহাম্মদ রেজাউল করিম
১০০

সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

যোগদান: ০১-০৪-২০০৯

অদ্যাবধি

মোবাইল: ০১৯১১৭৮৭৮৭৫

এইচ এম জাকারিয়া
১০১

প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান: ০১-০৪-২০০৯

পদত্যাগ: ০১-০৬-২০০৯

মোবাইল: ০১৭১৮১৩৪৯২২

শায়লা বিনতে হোসাইন
১০২

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

যোগদান: ০৬-০৪-২০০৯

পদত্যাগ: ২০-০৩-২০১২

মোবাইল: ০১৮১৬৪৪৮২৮৩

শাহারা বানু
১০৩

সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান: ০১-০৬-২০০৯

অদ্যাবধি

মোবাইল: ০১৯১২০৯১১৯৫

সুরাইয়া নাজনীন কান্তা
১০৪

প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইংরেজি বিভাগ

যোগদান: ০৬-০৬-২০০৯

পর্যন্ত: ০৭-১০-২০০৯

মোবাইল: ০১৭০৮১১৮১৬১

হামিদা বেগম
১০৫

সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান: ০৯-০৬-২০০৯

অদ্যাবধি

মোবাইল: ০১৯৩৮৮৭৪৫২৮

নিগার সুলতানা
১০৬

প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান: ২৯-০৬-২০০৯

পর্যন্ত: ১৮-০৯-২০১০

মোবাইল:

মো. মাসুদ রানা
১০৭

প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ০৩-০৮-২০০৯

পদত্যাগ: ২৫-০৫-২০১৬

মোবাইল: ০১৯৩৮৮৭৪৫২৯

সুইটি মজুমদার
১০৮

প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান: ০৭-০১-২০১০

পদত্যাগ: ৩০-০৯-২০১৫

মোবাইল: ০১৮৮১৪০৩৯৭৮

১০৯
তুহিন বড়ুয়া
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০৯-০৩-২০১০
পর্যন্ত:
১২-০৪-২০১০
মোবাইল:

১১০
রুদ্র প্রতাপ দেবনাথ
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১৩-০৩-২০১০
পর্যন্ত:
১৪-০৯-২০১০
মোবাইল:
০১৭৭৮১৫৫৩৪২

১১১
মো. নূর হোছাইন
সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১০-০৭-২০১০
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৯৯২৩৪৫৫

১১২
জেসমিন আক্তার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

যোগদান:
০১-০৮-২০১০
পর্যন্ত:
০১-১২-২০১০
মোবাইল:
০১৭১৬০৬১৮২৫

১১৩
দীপংকর ঘোষ
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২২-০৯-২০১০
পর্যন্ত:
৩০-১১-২০১০
মোবাইল:

১১৪
তাসনুভা খায়ের
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
২৩-০৯-২০১০
পর্যন্ত:
৩০-১১-২০১০
মোবাইল:

১১৫
জোবায়দা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৯৫৪৫৫৫৬

১১৬
মো. তোহিদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৬৯১০১৩১

১১৭
মো. মহসিন মিয়া
প্রভাষক, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৮-০৩-২০১১
পদত্যাগ:
২০-০৯-২০১৭
মোবাইল:
০১৮১৬৪৪৮৫২২

১১৮
হাসিনা আক্তার
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
পদত্যাগ:
১২-০৬-২০১২
মোবাইল:
০১৭১৫৪৪৩৮২০

১১৯
মো. কামরুল আলম
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
পদত্যাগ:
৩০-১১-২০১৭
মোবাইল:
০১৯১৪৭৫৬৮৪৫

১২০
মোমেনা আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৬৫২৪১০৯

১২১
কুহু কোয়েল
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭৬২৬৫২৫৪১

১২২
মেহের নিগার লুনা জামান
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১৯৬১৭৮৮৯

১২৩
রাজীব চৌধুরী
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
১২-০৯-২০১১
পর্যন্ত:
১৫-০১-২০১২
মোবাইল:
০১৮১৪১২২৮৫৪

১২৪
মো. আব্দুল লতিফ
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১২-০৯-২০১১
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১২

মোবাইল:
০১৭৩১৯২৭২১৯

১২৫
সিতারা ইয়াসমিন চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যোগদান:
১১-০১-২০১২
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৪২

১২৬
বিশাখা বড়ুয়া
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
০১-০১-২০১২
পদত্যাগ:
৩০-০৬-২০১৩

মোবাইল:
০১৭৫১৪৯৬৬৪

১২৭
নাহিদা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-২০১২
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১২
মোবাইল:
০১৭১৭০২৯৯৭৬

১২৮
শেখ মো. শাহিন আলম
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮২১০৯৩৯০০

১২৯
মেরী বিশ্বাস
প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
পদত্যাগ:
০১-০২-২০১৪
মোবাইল:
০১৮১৮২৩৫১২৩

১৩০
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১৫-০৫-২০১৩
পর্যন্ত:
৩০-০৯-২০১৩

মোবাইল:
০১৮২৩৬৩২২৮৪

১৩১
তানজিয়া চৌধুরী
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
১০-০৬-২০১৩
পর্যন্ত:
৩১-০৫-২০১৪
মোবাইল:
০১৬৭৬৩৮৪৩৮৭

১৩২
মোহাম্মদ দিদারুল আলম
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-২০১৩
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭১২৯১৬৪৩১

মো. কাউছার আহমেদ পাটোয়ারী ১৩৩
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০১-০৭-২০১৩
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১৩
মোবাইল:
০১৭১৭৩৩৬১২৮

মো. আবুল মনছুর ১৩৪
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

যোগদান:
১৯-০৮-২০১৩
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১৩
মোবাইল:
০১৬১৪৪৯৮১৪১

সাইরীন মুত্তালিব ১৩৫
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১০-০৯-২০১৩
পর্যন্ত:
৩১-০৭-২০১৪
মোবাইল:

নুসরাত জাহান শিরিন ১৩৬
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০১-০২-২০১৪
পর্যন্ত:
৩১-০৭-২০১৫
মোবাইল:
০১৮১৬৯০৯১৭৮

কাজী আরিফুল ইসলাম ১৩৭
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), পরিসংখ্যান বিভাগ

যোগদান:
০১-০২-২০১৪
পর্যন্ত:
৩১-০৭-২০১৫
মোবাইল:
০১৬৭২২৬৭৫৭০

আফরিন ফেরদৌসী ১৩৮
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১২-১০-২০১৪
পর্যন্ত:
৩০-০৬-২০১৫
মোবাইল:
০১৭৩২৩৬৪৩৬০

মো. এরশাদ আলী খান ১৩৯
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
০১-০৬-২০১৪
পদত্যাগ:
৩০-১১-২০১৭
মোবাইল:
০১৯২৪৮২৮১৫৬

ড. মো. শফিকুল ইসলাম ১৪০
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০৫-০৮-২০১৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮২৯৩২০২৮৫

রফিকুল ইসলাম ১৪১
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০৫-০৮-২০১৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭৩৮১৪৪৭১৭

ববি বড়ুয়া ১৪২
প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ

যোগদান:
০৫-০৮-২০১৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮৭২১৯১৬১৩

মুহাম্মদ আসগার খান ১৪৩
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
০৫-০৮-২০১৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮৬৮৬৪৪৩৭৭

শারমিন সুলতানা ১৪৪
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
১০-০৮-২০১৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭২৮৬৯৮৮৫৫

রাশেদ বিন আলম ১৪৫
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯১৭৪৩০৩৮৩

মো. মাহমুদুল হাসান ১৪৬
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭১৭৩০১৫৬৯

মোহাম্মদ জাহীদুল ইসলাম ১৪৭
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৬৭২০৫০৪৩৭

তৈয়ব উদ্দিন আহমেদ ১৪৮
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৬৭৫১০৮০৬৩

মো. দিদারুল ইসলাম ১৪৯
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১১৬৭৬৩৫৯

সাদিয়া কবির ১৫০
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮৫৩৬৩৬৬০০

মো. নুরুল হাসান মুকুল ১৫১
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
পদত্যাগ:
০৯-০৩-২০১৭
মোবাইল:
০১৭৩৪১১৪৪৩৩

মো. মাহবুব আলম ১৫২
প্রভাষক, গণিত বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭১৯৪২৬১২৬

প্রীতম বড়ুয়া ১৫৩
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৭-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯১৯৪২৩৫২৪

বিলকিস আরা দিবা ১৫৪
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
০৬-০৮-২০১৬
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭২৩৬৬৩৬৩৯

মো. আবদুল আলিম ১৫৫
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
০১-০১-২০১৭
পর্যন্ত:
০৬-০৭-২০১৭
মোবাইল:
০১৭৬১৮৪৫১২৭

সুফিয়া সুলতানা ১৫৬
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

যোগদান:
০১-০৬-২০১৭
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৬৭৬৪০৩৫৭৮

কারিনা সিরাজ (১৫৭)
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
০২-১০-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৬৪৪১১৭৯

সাইয়্যেদুল আলম মিনহাজ (১৫৮)
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), পরিসংখ্যান বিভাগ

যোগদান:
০২-০৭-২০১৭
পর্যন্ত:
৩১-১০-২০১৭
মোবাইল:
০১৬৭৩৪৪৩৯২৫

সুলতানা রাজিয়া (১৫৯)
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০২-১০-২০১৭
পদত্যাগ:
২৭-০৭-২০১৯
মোবাইল:
০১৮২৪৪৬০৬৫৮

দিলরুবা সিদ্দিকী (১৬০)
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
০২-০৭-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭৯০০৫১২৩৫

ফারজানা আক্তার (১৬১)
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
০২-০৭-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯১৯৫৫২২০৯

মো. ফিদা হাসান ভূইয়া (১৬২)
প্রভাষক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

যোগদান:
০২-০৭-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৬৭২০১৮৭৭৩

মো. মঞ্জুরুল করিম (১৬৩)
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
১০-০৯-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯১১৫৮৬৯২৭

মো. শরীফুল আলম (১৬৪)
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
০২-১০-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৮৯৭৯৩৪৩৩

সুমন কুমার শীল (১৬৫)
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০৩-১২-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩০৬৮৪১৮৬

তানজিবা সুলতানা (১৬৬)
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

যোগদান:
০১-০৫-২০১৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮৭৫৫৩৪৮২৫

ইসমাত আফিয়া ইরা (১৬৭)
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), দর্শন বিভাগ

যোগদান:
০১-০৮-২০১৮
পর্যন্ত:
৩০-০৯-২০১৮
মোবাইল:
০১৬২৬৯১১১০২

মানিয়া ইসলাম (১৬৮)
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
২৬-০৮-২০১৯
পর্যন্ত:
৩১-১০-২০১৯
মোবাইল:
০১৮৩৫২০০৬৭২

মো. ইকরাম আনোয়ার তুহিন ১৬৯
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
২০-০৮-২০১৯
পর্যন্ত:
৩০-০৯-২০১৯
মোবাইল:

জয়া দত্ত ১৭০
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
০১-১০-২০১৯
পদত্যাগ:
৩১-০১-২০২০
মোবাইল:
০১৮৩০৪৬৯৭১০

নিশাত ফারজানা চৌধুরী ১৭১
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ

যোগদান:
১২-০২-২০২০
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৫৫৭৪১৭৪৪৩

নুসরাত বিনতে কামাল ১৭২
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যোগদান:
০১-০৩-২০২০
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০২০
মোবাইল:
০১৮১৫৮৬০৭৩৯

স্কুল শিক্ষক

জোহরা কবির ০১
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৩-১৯৬৯
অবসর:
৩১-১২-১৯৯২
মোবাইল:
০১৭২২১৬৯১২০

সোফিয়া সিদ্দিকি মিঞা ০২
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
১৩-০৩-১৯৬৯
পদত্যাগ:
৩০-০৭-১৯৭৫
মোবাইল:

এ.বি. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ ০৩
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-১৯৭০
পদত্যাগ:
১৪-০৫-১৯৭৮
মোবাইল:
প্রয়াত

মাহফুজুল হক ০৪
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-১৯৭২
পদত্যাগ:
৩০-১২-১৯৭৭
মোবাইল:

মো. রুহুল আমিন ০৫
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৭-১৯৭২
পদত্যাগ:
১৫-১১-১৯৭২
মোবাইল:

বি. রহমান ০৬
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৭-১৯৭২
পদত্যাগ:
৩১-১০-১৯৭২
মোবাইল:

মো. শুক্কুর আলী ০৭
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান:
০১-০৭-১৯৭২
পদত্যাগ:
৩১-০৭-১৯৭২
মোবাইল:

মৌলভী আবদুল ওয়াদুদ ০৮
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৭-১৯৭২
পদত্যাগ:
৩০-০১-১৯৭৩
মোবাইল:

মো. শেখ আনোয়ার আহমেদ ০৯
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান:
০১-০৮-১৯৭২
পদত্যাগ:
০১-০১-১৯৭৩
মোবাইল:

মো. নাসির উদ্দিন ১০
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৭-১৯৭২
পদত্যাগ:
৩১-১২-১৯৭২
মোবাইল:

মোসলেম উদ্দিন ১১
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান:
০১-০১-১৯৭৩
পদত্যাগ:
১৯৭৯
মোবাইল:
প্রয়াত

মো. কবির আহমেদ ১২
সহকারী শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত সহকারী লাইব্রেরিয়ান

যোগদান:
০১-০১-১৯৭৩
পদত্যাগ:
১৭-১২-১৯৭৫
মোবাইল:

নাজমা ইসলাম (১৩)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০২-০২-১৯৭৩
পদত্যাগ: ১২-০৬-১৯৭৪
মোবাইল:

মাসুদা খাঁন (১৪)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৫-০২-১৯৭৩
পদত্যাগ: ১০-০৮-১৯৭৪
মোবাইল:

শাবানা চৌধুরী (১৫)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৫-০২-১৯৭৩
পদত্যাগ: ১৮-০৮-১৯৭৪
মোবাইল:

এ. কে. এম. আবু তাহের (১৬)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৬-০২-১৯৭৩
পদত্যাগ: ২০-১১-১৯৭৭
মোবাইল:

সুলতানা করিম (১৭)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৩-১৯৭৩
পদত্যাগ: ২০-০৩-১৯৭৩
মোবাইল:

মোহাম্মদ ইসমাইল (১৮)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১৯-০৪-১৯৭৩
পদত্যাগ: ৩০-০৫-১৯৭৩
মোবাইল:

কাজী শাহ আলম (১৯)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৫-১৯৭৩
পদত্যাগ: ০৫-০৭-১৯৭৬
মোবাইল:

এন জে এম দেলোয়ার (২০)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৭-১৯৭৩
পদত্যাগ: ০৯-১২-১৯৭৩
মোবাইল:

দিলারা জামান (২১)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৫-১১-১৯৭৩
পদত্যাগ: ০১-১২-১৯৮০
মোবাইল: ০১৭১১৬৮৯৫৬৭

নাইমা সেহেলী (২২)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৯-১১-১৯৭৩
পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১
মোবাইল: ০১৭১১৩৮৯৭৪৫

ফাতেমা দোহা (২৩)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১০-১১-১৯৭৩
পদত্যাগ: ১৭-১২-১৯৭৪
মোবাইল:

জুলফিকার আলী খান (২৪)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১০-১১-১৯৭৩
পদত্যাগ: ৩১-০৩-১৯৭৯
মোবাইল: প্রয়াত

মো. তজম্মুল হোসেন চৌধুরী
২৫

সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০১-১৯৭৪

পদত্যাগ: ৩০-০৫-১৯৭৭

মোবাইল: ০১৬৭৫০২১০৯১

মনোয়ারা করিম চৌধুরী
২৬

সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০১-১৯৭৪

পদত্যাগ: ৩১-০৩-১৯৭৪

মোবাইল: প্রয়াত

হাসিনা সুলতানা চৌধুরী
২৭

সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৪-১৯৭৪

অবসর: ৩১-১২-১৯৯২

মোবাইল: ০১৬৭৮০৪৫৬৭৮

ফাতেমা খায়রুন্নেছা লুসি
২৮

সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৩-০৪-১৯৭৪

পদত্যাগ: ০১-১২-১৯৭৫

মোবাইল: প্রয়াত

নাসরিন আরা বেগম
২৯

সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৩-০৪-১৯৭৪

পদত্যাগ: ১৫-১১-১৯৭৪

মোবাইল:

আফজাল হোসাইন
৩০

সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০২-১৯৭৫

পদত্যাগ: ২৫-১২-১৯৭৫

মোবাইল:

মালেকা বানু চৌধুরী
৩১

সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৭-০৩-১৯৭৫

পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১

মোবাইল: ০৩১৬৫৫৩০১

হোসনে আরা আহসান
৩২

জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ১৮-০৪-১৯৭৫

পদত্যাগ: ৩০-০৭-১৯৭৭

মোবাইল: প্রয়াত

ফরিদা বেগম
৩৩

সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ৩০-০৬-১৯৭৫

পদত্যাগ: ১৫-০৩-১৯৭৭

মোবাইল:

এ কে এম খাদেমুল ইসলাম
৩৪

সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৬-১৯৭৫

পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১

মোবাইল: ০১৭১৪৩৮০৬৫৪

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
৩৫

সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৪-০৬-১৯৭৫

পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১

মোবাইল: ০১৭৫১৭১৩৪৪৯

বিলকিস বেগম
৩৬

সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৪-০৬-১৯৭৫

পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১

মোবাইল: ০১৭৫৩৬৯৮৪০

কামরুন নাহার ৩৭
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ১০-০৬-১৯৭৫
পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১
মোবাইল: প্রয়াত

আবু নাঈম মো.ইসমাইল ৩৮
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৭-১৯৭৫
পদত্যাগ: ১০-০৪-১৯৭৬
মোবাইল:

মো. রফিকুল ইসলাম ৩৯
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৭-১৯৭৫
পদত্যাগ: ১৫-০১-১৯৭৬
মোবাইল:

মো.আফরোজ উদ্দিন খাঁন ৪০
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২৭-০৭-১৯৭৫
পদত্যাগ: ৩০-১১-১৯৭৫
মোবাইল:

আবদুল হাকিম চৌধুরী ৪১
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২৫-০৮-১৯৭৫
পদত্যাগ: ১২-১০-১৯৭৬
মোবাইল:

মাওলানা আব্দুল খালেক ৪২
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ১৫-১১-১৯৭৫
অবসর: ০৩-০৭-২০০৯
মোবাইল: ০১৮৩২২২৬৩২২

আমিনুল ইসলাম ৪৩
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৪-১৯৭৬
পদত্যাগ: ১৪-১১-১৯৭৭
মোবাইল:

মো. তাজুল ইসলাম ৪৪
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৬-১৯৭৬
পদত্যাগ: ১৮-১১-১৯৭৭
মোবাইল:

রহিমা খাতুন ৪৫
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৬-১৯৭৬
পদত্যাগ: ১৪-১২-১৯৭৬
মোবাইল:

খায়রুল মোমেনিন ৪৬
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৭-০৭-১৯৭৬
মৃত্যু: ০৯-০৩-২০০৬
মোবাইল: প্রয়াত

রহিমা হুদা ৪৭
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৭-১৯৭৭
পদত্যাগ: ১৯-০৪-১৯৭৯
মোবাইল:

মোফাজ্জল হোসাইন ৪৮
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

যোগদান: ০২-০৭-১৯৭৭
পদত্যাগ: ২০-০৫-১৯৭৮
মোবাইল:

স্কুল শিক্ষক

৪৯ আ. রাজ্জাক তালুকদার
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-১০-১৯৭৭
পদত্যাগ: ১৪-০৬-১৯৭৯
মোবাইল:

৫০ জেনেতা রিবেইরা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৩-০৪-১৯৭৮
পদত্যাগ: ৩১-০৫-১৯৭৮
মোবাইল:

৫১ রোকেয়া চৌধুরী
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ১১-০৯-১৯৭৮
অবসর: ৩১-১২-২০০৭
মোবাইল: ০১৭২৭২৪০১৩৪

৫২ মো. আবদুল মতিন
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ১৩-১০-১৯৭৮
পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১
মোবাইল: প্রয়াত

৫৩ এ কে এম নজরুল হায়দার
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ১৫-১০-১৯৭৮
পদত্যাগ: ২৮-০২-১৯৭৯
মোবাইল:

৫৪ আব্বাস জাফর হাসান
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২০-১০-১৯৭৮
পদত্যাগ: ২৪-১২-১৯৮০
মোবাইল: ০১৭১৫৫৬৩১৩৫

৫৫ শিরিন রহমান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০২-১৯৮০
পদত্যাগ: ১৬-০৯-১৯৮০
মোবাইল: ০১৭১১৫৩৫২৫৪

৫৬ সিদ্দিকা মোর্শেদ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০২-১৯৮০
পদত্যাগ: ৩০-০৯-২০০১
মোবাইল:

৫৭ সুজ্জাত আলী পাটোয়ারী
সিনিয়র শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান: ০৬-০৩-১৯৮০
অবসর: ৩১-০৫-১৯৯৭
মোবাইল: প্রয়াত

৫৮ নারায়ন কৃষ্ণগুপ্ত
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০১-১৯৮০
পদত্যাগ: ০৭-০২-১৯৮৩
মোবাইল: ০১৮১৯৩১৯২২৮

৫৯ নির্মল কান্তি বৈদ্য
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৬-১৯৮০
অবসর: ২১-১১-২০১৪
মোবাইল: ০১৮১৯৮৯৫০১৯

৬০ সুজলা চৌধুরী
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৮-১৯৮০
অবসর: ০৩-০৯-২০০১
মোবাইল: ০১৭১৩৩৮৪৩৯০

৬১ পূরবী সেনগুপ্তা
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৪-০৯-১৯৮০
পদত্যাগ: ২৮-০৫-১৯৮৮
মোবাইল: প্রয়াত

৬২ সাইয়্যেদা গুলশান আক্তার
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০২-০১-১৯৮১
পদত্যাগ: ৩১-১২-১৯৮৩
মোবাইল: ০১৭১১৮৭৮৬৮৭

৬৩ প্রবীর ভট্টাচার্য্য
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ১০-০২-১৯৮১
পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৮১
মোবাইল: ০১৮১৫৫০৬৬৮৩

৬৪ আনসারী বানু
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৬-১৯৮৩
পদত্যাগ: ৩০-১২-১৯৮৬
মোবাইল: ০১৭১৫০৬৬০৬৪

৬৫ রওশন আরা বেগম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২০-০৩-১৯৭৩
পদত্যাগ: ১২-০৮-১৯৮৩
মোবাইল:

৬৬ নিলুফার আফরোজা
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২৩-১০-১৯৮৩
পদত্যাগ: ২৪-০২-১৯৯১
মোবাইল: ০১৭৩১৯২৭৫৬০

৬৭ আনোয়ারা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৫-০২-১৯৮৫
অবসর: ১৫-০৬-২০১০
মোবাইল: ০১৮১১৫৮৫৬২৫

৬৮ পারভীন সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ (স্কুল)

যোগদান: ১০-০২-১৯৮৫
পদত্যাগ: ০৭-০৬-২০০৪
মোবাইল: ০১৮১৫৩৮৫৪৯০

৬৯ নাজনীন আক্তার
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১২-০২-১৯৮৫
পদত্যাগ: ৩১-১২-১৯৯৫
মোবাইল: ০১৭১৬৭৪৮২৬৫

৭০ কাবেরী সেনগুপ্তা
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২৯-০৫-১৯৮৮
অবসর: ৩১-০৫-২০১৭
মোবাইল: ০১৯১৩৬১৬৬২৫

৭১ বুলবুল খালেদ
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২১-১০-১৯৮৯
পদত্যাগ: ৩০-০৬-১৯৯৩
মোবাইল: ০১৭১৫০২৫২৩৪

৭২ প্রদীপ কুমার বড়ুয়া
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান: ০১-০৯-১৯৯০
পর্যন্ত: ১৫-১১-১৯৯১
মোবাইল:

মামুনুর রশিদ ৭৩
সহকারী শিক্ষক
যোগদান:
০১-০৫-১৯৯১
পদত্যাগ:
২০-০৩-১৯৯২
মোবাইল:

সুফিয়া বেগম ৭৪
সহকারী শিক্ষক
যোগদান:
০১-০৫-১৯৯১
পদত্যাগ:
১৪-০৫-১৯৯৩
মোবাইল:

তাহমিনা আকতার নুর ৭৫
সহকারী শিক্ষক
যোগদান:
০১-০৫-১৯৯১
পদত্যাগ:
১৮-০৬-১৯৯২
মোবাইল:

কাজী মিনহাজ উদ্দিন ৭৬
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৫-১৯৯১
পদত্যাগ:
০৮-০৭-২০০২
মোবাইল:

মো. ফোরকান হোসাইন ৭৭
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১১-১১-১৯৯১
পদত্যাগ:
২৮-০১-১৯৯২
মোবাইল:

মানসী দেবী ৭৮
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
১১-১১-১৯৯১
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৫২

তাহসিনা নাসিম ৭৯
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
০১-০৩-১৯৯২
পর্যন্ত:
২৫-১২-১৯৯২
মোবাইল:

সাইয়্যেদা ফারাহ সোফিয়া হাসান ৮০
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৪-১৯৯২
পদত্যাগ:
০১-০৩-১৯৯৫
মোবাইল:
০১৮১১৪৫৯০৭৬

রেশমিন আখতার চৌধুরী ৮১
সিনিয়র শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ (স্কুল)

যোগদান:
২৬-০৪-১৯৯২
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৫৩

কামরুন নেছা ৮২
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৫-১১-১৯৯২
পদত্যাগ:
৩০-০৩-২০০৯
মোবাইল:

সেলিনা ইয়াসমিন ৮৩
সহকারী শিক্ষক
যোগদান:
১৩-০২-১৯৯৩
পদত্যাগ
২৩-১২-১৯৯৪
মোবাইল:

নাসরিন মাসকুরা বেগম ৮৪
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৯-০৩-১৯৯৩
পদত্যাগ:
৩০-০৯-১৯৯৩
মোবাইল:

হোসনে আরা বেগম ৮৫
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৯-০৩-১৯৯৩
পদত্যাগ: ১২-০৪-১৯৯৫
মোবাইল:

ইন্দ্রানী মুৎসুদ্দি ৮৬
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৭-০৪-১৯৯৩
পদত্যাগ: ২৫-০৯-১৯৯৩
মোবাইল: প্রয়াত

শাহীন মাহমুদা রাসুল ৮৭
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১৫-০৪-১৯৯৩
পদত্যাগ: ৩০-০৯-১৯৯৫
মোবাইল:

মাহমুদুল হক ৮৮
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১৫-০৪-১৯৯৩
পদত্যাগ:
মোবাইল: প্রয়াত

নাজনীন লতিফ ৮৯
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৩-০৭-১৯৯৩
পদত্যাগ: ২৯-০৯-১৯৯৩
মোবাইল:

রওশন সুলতানা ৯০
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৬-০৭-১৯৯৩
পদত্যাগ: ২৮-০২-১৯৯৮
মোবাইল: ০১৯১২১৭২২৫৭

নাজমা জলিল ৯১
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১১-১১-১৯৯৩
পদত্যাগ: ৩১-০৮-১৯৯৬
মোবাইল: ০১৭২৬০৪৭০৬৫

আফরোজা বেগম ৯২
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১৮-০৫-১৯৯৪
পদত্যাগ: ৩১-১২-১৯৯৫
মোবাইল:

ওয়াহিদা আইরিন আকতার ৯৩
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২০-০৭-১৯৯৪
পদত্যাগ: ২০-১১-১৯৯৫
মোবাইল:

শওকত আরা বেগম ৯৪
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৯-১৯৯৪
পদত্যাগ: ১৫-১১-১৯৯৬
মোবাইল:

শারমিন চৌধুরী ৯৫
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৬-০৯-১৯৯৪
পদত্যাগ: ১০-১০-১৯৯৫
মোবাইল:

শাহনাজ বেগম ৯৬
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৯-০৯-১৯৯৪
পদত্যাগ: ৩১-০৮-১৯৯৬
মোবাইল:

ডেইজি সুলতানা ৯৭
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২০-০৭-১৯৯৫
পদত্যাগ: ০৫-১০-১৯৯৬
মোবাইল:

লুৎফুন নেসা লোপা ৯৮
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২০-০৭-১৯৯৫
পদত্যাগ: ৩১-১১-১৯৯৭
মোবাইল:

মো. মিজানুর রহমান মিজু ৯৯
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৩-১১-১৯৯৬
পদত্যাগ: ৩১-১০-১৯৯৮
মোবাইল: ০১৯৭১৪৮১২৬৮

সমীক কুমার দাশ ১০০
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৩-১১-১৯৯৬
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৮১৯০৫৪৭৭৪

জোবায়দা আব্বাস ঝিনুক ১০১
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৩-১১-১৯৯৬
পদত্যাগ: ৩০-০৭-১৯৯৭
মোবাইল: ০১৮১৯৫২৪৬৭১

সৈয়দা শায়লা ফাতেমা ১০২
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৩-১১-১৯৯৬
পদত্যাগ: ২৫-০৬-১৯৯৯
মোবাইল:

মো. জসিম উদ্দিন ১০৩
সিনিয়র শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান: ২২-০৬-১৯৯৭
পদত্যাগ: ০৫-১১-২০১২
মোবাইল: ০১৮১৯৮০২৬১০

মো. আব্দুল মান্নান ১০৪
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২২-০৬-১৯৯৭
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৮১৮৫২৫০৭১

মুহাম্মদ আমানুল্লাহ ১০৫
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৬-০৬-১৯৯৭
পদত্যাগ: ২৯-০৯-১৯৯৭
মোবাইল: ০১৭১৩৬৭৪৩০০

শিরিন আকতার চৌধুরী ১০৬
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৬-১০-১৯৯৭
পদত্যাগ: ৩০-০৫-২০০০
মোবাইল: ০১৯১৩৬২৩৯৯২

মো. ফিরোজ আহমেদ ১০৭
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

যোগদান: ১৫-০৯-১৯৯৭
মৃত্যু: ২৩-০১-২০০৭
মোবাইল: প্রয়াত

মিতালী বড়ুয়া ১০৮
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান: ১১-০৩-১৯৯৮
পর্যন্ত: ৩০-০১-২০০১
মোবাইল: ০১৭৮১২৫৭৮৫০

ফজিলাতুন্নেছা ১০৯
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৯-১৯৯৯
পদত্যাগ:
৩০-০৫-২০০০
মোবাইল:

মো. ছায়েদুর রহমান খন্দকার ১১০
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৯-১৯৯৯
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১২০১২৩৭১

নাজিমুদ্দিন আহমেদ ১১১
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০৯-১৯৯৯
পদত্যাগ:
২০-০২-২০০১
মোবাইল:
০১৮১৯৯৪৭৮৮১

এইচ এম এরশাদ ১১২
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৯-০৯-১৯৯৯
পদত্যাগ:
৩০-০৬-২০০০
মোবাইল:

মো. তাহের হোসেন সেলিম ১১৩
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৭-০২-২০০০
পদত্যাগ:
২০-০৪-২০০২
মোবাইল:
০১৯৭৫১৩৮৬৫২

রোখসানা আক্তার ১১৪
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৫৬

মো. গোলাম সরোয়ার চৌধুরী ১১৫
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পদত্যাগ:
১০-০৩-২০০৬
মোবাইল:
০১৭৬৮১৩৫৫৮৩

মো. ইসমাইল চৌধুরী ১১৬
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পদত্যাগ:
২৯-০৬-২০০২
মোবাইল:
০১৭১৪৬৮৭৭৬৯

হালিমা বেগম ১১৭
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৫৭

নাজনীন আক্তার ১১৮
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পদত্যাগ:
মোবাইল:
০১৬৩১৯৮৫৯৫৩

জেসমিন আকতার ১১৯
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পদত্যাগ:
১৬-০৪-২০০৭
মোবাইল:
০১৭৭১১৬৭৩২৭

নাজনীন জাহান চৌধুরী ১২০
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পদত্যাগ:
৩০-০৯-২০০২
মোবাইল:
০১৭১৪০২৫৪০৫

১২১
দিনাজ বেগম
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পদত্যাগ:
৩১-০৭-২০০২
মোবাইল:
০১৮১৯৮৮৩২৯৮

১২২
আফিফা বেগম
জুনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পদত্যাগ:
৩০-০৯-২০০২
মোবাইল:
০১৭৯৭১০৪৪২৫

১২৩
মো. আরিফুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
২৫-০৫-২০০০
পর্যন্ত:
৩১-০৮-২০০০
মোবাইল:
০১৯১৯৩৪৯৯৮২

১২৪
মোহাম্মদ আনিছ ফারুক
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৮-১০-২০০০
পদত্যাগ:
২০-০৫-২০০২
মোবাইল:
০১৮১৯৬৪৭৫৭৪

১২৫
মো. ইমরুল কাদের ভুইয়া
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৮-০৩-২০০১
পদত্যাগ:
০৬-১২-২০০৭
মোবাইল:
০১৯১১৮৪২৫৫৫

১২৬
শাহেলা সুলতানা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৬-০৫-২০০১
পর্যন্ত:
৩০-০৪-২০০২
মোবাইল:

১২৭
মর্জিনা খানম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৪-০৯-২০০১
পদত্যাগ:
৩১-১২-২০০৩
মোবাইল:

১২৮
কাজী মোহাম্মদ রেজাউল করিম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০৬-২০০২
পদত্যাগ:
৩১-০৩-২০০৯
মোবাইল:
০১৯১১৭৮৭৮৭৫

১২৯
মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবির
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০৬-২০০২
পদত্যাগ:
০২-০২-২০০৫
মোবাইল:
০১৭১০৬৭৬৬০০

১৩০
হাসিনা বেগম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৪-০৬-২০০২
পদত্যাগ:
৩০-১১-২০০৩
মোবাইল:

১৩১
ছৈয়দ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০৬-২০০২
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১২১২৯৭৩২

১৩২
শাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০৬-২০০২
পদত্যাগ:
৩০-০৬-২০০৩
মোবাইল:

সাইয়্যেদা সেমিহা সেহেলী (১৩৩)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১৫-০৬-২০০২
পদত্যাগ: ০৯-০৩-২০০৪
মোবাইল:

মুনমুন ধর (১৩৪)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৯-০৬-২০০২
পদত্যাগ: ০২-০৪-২০০৪
মোবাইল:

সাবিহা সুলতানা খানম (১৩৫)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২০-০৭-২০০২
অদ্যাবধি:
মোবাইল: ০১৭১৬৫৬৬৯০৫

টিপু সুলতান (১৩৬)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১২-০৯-২০০২
পদত্যাগ: ৩০-০৬-২০০৩
মোবাইল:

আফছানা জাহান (১৩৭)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২৭-১০-২০০২
অদ্যাবধি:
মোবাইল: ০১৮১৬৫৩৬৯৪২

মো. সোহরাব হোসেন (১৩৮)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০২-১১-২০০২
পদত্যাগ: ৩০-০৭-২০০৩
মোবাইল:

দেওয়ান সাহানুল ইসলাম (১৩৯)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৪-১১-২০০২
পদত্যাগ: ২৮-০২-২০০৪
মোবাইল:

মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন (১৪০)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ২৫-১১-২০০২
অদ্যাবধি:
মোবাইল: ০১৮১৯৮০৯০২৪

ফাহমিনা নওরিন (১৪১)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৫-০৫-২০০৩
পদত্যাগ: ০১-১২-২০০৬
মোবাইল:

আসমা পারভীন (১৪২)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৫-০৫-২০০৩
পদত্যাগ:
মোবাইল:

এ কে এম নোমান (১৪৩)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৭-০৫-২০০৩
পদত্যাগ:
মোবাইল:

রোকসানা আরা খানম (১৪৪)
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান: ১২-০৮-২০০৩
পর্যন্ত: ৩১-১২-২০০৩
মোবাইল:

১৪৫
নলী দেবী
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১২-০৮-২০০৩
পর্যন্ত
৩১-১২-২০০৩
মোবাইল:

১৪৬
জয়শ্রী সেন গুপ্তা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০৭-০৯-২০০৩
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০০৩
মোবাইল:

১৪৭
কান্তা চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৭-০৯-২০০৩
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০০৩
মোবাইল:
০১৭১৮৬৭০১৫৫

১৪৮
নিগার সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৮-১০-২০০৩
পদত্যাগ:
মোবাইল:

১৪৯
রুমানা চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৫-১০-২০০৩
পদত্যাগ:
১০-০৭-২০০৫
মোবাইল:

১৫০
সাজিয়া আফরোজ বাবর
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১০-০১-২০০৪
পর্যন্ত:
১০-০৭-২০০৫
মোবাইল:

১৫১
জেসমিন আরা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১২-০১-২০০৪
পদত্যাগ:
২৮-০১-২০০৫
মোবাইল:
০১৮১৯০৬২৩৭৪

১৫২
কাউসার সাদিকা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৪-০১-২০০৪
পদত্যাগ:
১৩-১২-২০০৪
মোবাইল:

১৫৩
হিমাল কান্তি নাথ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০৪-২০০৪
পদত্যাগ:
৩১-০৭-২০০৬
মোবাইল:
০১৬৭৩৯০৬০৬৩

১৫৪
আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মাসুদ খান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৬-০৪-২০০৪
পদত্যাগ:
মোবাইল:

১৫৫
এম ফজলে এলাহী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১০-০৪-২০০৪
পদত্যাগ:
১৭-০২-২০০৬
মোবাইল:

১৫৬
মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৫-০৬-২০০৪
পদত্যাগ:
মোবাইল:

কাকলী বড়ুয়া (১৫৭)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ১৬-০৬-২০০৪
পদত্যাগ: ২২-১১-২০০৫
মোবাইল:

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (১৫৮)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২৬-০৬-২০০৪
পদত্যাগ: ০৮-০৭-২০০৬
মোবাইল:

ফাতেমা বেগম (১৫৯)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০৪-০২-২০০৪
অদ্যাবধি:
মোবাইল: ০১৮২২৯০৯৮৭৩

সঞ্জয় বড়ুয়া (১৬০)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০৭-০৮-২০০৪
পদত্যাগ: ১৫-০৬-২০০৫
মোবাইল: ০১৮৩১১১০৮০৪

মো. ফখরুল লতিফ (১৬১)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২০-১১-২০০৪
পদত্যাগ: ১৭-১১-২০০৮
মোবাইল:

মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক (১৬২)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ০১-০১-২০০৫
পদত্যাগ: ০১-০২-২০০৬
মোবাইল:

শম্পা বড়ুয়া (১৬৩)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০২-০১-২০০৫
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৭৫১৮৯৯০৯০

নাজনীন আরা (১৬৪)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান: ০১-০৫-২০০৫
অদ্যাবধি
মোবাইল: ০১৮২৩০২৮৩৫০

ইয়াসমিন আক্তার (১৬৫)
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান: ২১-০৭-২০০৫
পর্যন্ত: ০১-০৩-২০০৭
মোবাইল:

ফারহানা রহমান (১৬৬)
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান: ০১-০৮-২০০৫
পর্যন্ত: ০১-০৪-২০০৭
মোবাইল: ০১৭৯১৬৬৫৮০১

মোহাম্মদ আবুল হোসেন (১৬৭)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান: ২২-০২-২০০৬
পদত্যাগ: ০১-০৯-২০০৬
মোবাইল: ০১৭১০২০৪০৬১

রাশেদা আক্তার (১৬৮)
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান: ২২-০২-২০০৬
পর্যন্ত: ২২-০৮-২০০৬
মোবাইল:

১৬৯
ওবায়দা ইসমতারা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
২৫-০২-২০০৬
পর্যন্ত
৩০-০৭-২০০৬
মোবাইল:
০১৭১২৫৯২৭৭৭

১৭০
আব্দুল মান্নান
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
২৫-০২-২০০৬
পর্যন্ত:
৩০-০৫-২০০৬
মোবাইল:

১৭১
এম এ মঞ্জুর
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
২৫-০২-২০০৬
পর্যন্ত:
১৩-০৩-২০০৭
মোবাইল:

১৭২
রিফাত জাহান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৪-০৪-২০০৬
পদত্যাগ:
০৩-০৯-২০০৭
মোবাইল:
০১৭৩৮৩৪২৫৮৫

১৭৩
মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৪-০৪-২০০৬
অদ্যাবধি:
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৬৯

১৭৪
মো. তারেক নুর
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৮-০৪-২০০৬
পদত্যাগ:
০৮-০৮-২০০৮
মোবাইল:

১৭৫
মো. নজিরুল হক চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০২-০৫-২০০৬
পদত্যাগ:
৩১-০৭-২০১১
মোবাইল:
০১৫৫৪৩২৪৮৩৬

১৭৬
মেহেদী হাসান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০৫-২০০৬
পদত্যাগ:
০৮-০৮-২০০৭
মোবাইল:

১৭৭
দেবাঙ্গনা ভট্টাচার্য্য
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
১৮-০৭-২০০৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৮৬৭০৫২০

১৭৮
মাসুমা আকতার
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৯-০৬-২০০৬
পদত্যাগ:
০১-০৬-২০০৯
মোবাইল:

১৭৯
সুলতানা কোহিনুর হাছান
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২০-০৭-২০০৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৫৫৬৫২৯৯৪৯

১৮০
মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২৭-০৭-২০০৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৪৪৬০৯৬০

শামীমা ইয়াসমীন (১৮১)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
৩১-০৭-২০০৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৩৭৬৯৩৭৪

মনোজ কান্তি দাশ (১৮২)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৮-২০০৬
পদত্যাগ:
১৭-১০-২০১১
মোবাইল:
০১৮১৮৮৮৭৫২২

জান্নাত আরা বেগম (১৮৩)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২২-০৮-২০০৬
পদত্যাগ:
০৯-০৫-২০০৭
মোবাইল:
০১৮১২৩৮০৯৩৩

মুহাম্মদ আমিনুল হক (১৮৪)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০২-২০০৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৫৬২৫০০৬

শাহনাজ আক্তার (১৮৫)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৮-০২-২০০৭
পদত্যাগ:
০১-০৭-২০০৭
মোবাইল:
০১৯১৪৮৮২৫২৫

আব্দুল আলীম (১৮৬)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১০-০২-২০০৭
পদত্যাগ:
১৪-০৩-২০০৯
মোবাইল:
০১৮৬৪৬৯৩৬৪৬

পাপড়ি দত্ত (১৮৭)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
১৯-০৪-২০০৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৪৪৭১৭৪৩

মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের (১৮৮)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৮-২০০৭
পদত্যাগ:
০৩-০৫-২০০৮
মোবাইল:
০১৭১৭৮১৪১৭১

মহি উদ্দিন (১৮৯)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৮-২০০৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৮৯৮৪০৫৭

জাকিয়া সুলতানা (১৯০)
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৮-২০০৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৯১৯৫৬১৫১

আমিনুল হক (১৯১)
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

যোগদান:
০১-০৮-২০০৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮২২২৩৪৮২৫

সালমা আকতার (১৯২)
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৮-২০০৭
পদত্যাগ:
০১-০৪-২০০৮
মোবাইল:

১৯৩
মুহাম্মদ মসরুর মোর্শেদ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৮-২০০৭
পদত্যাগ:
১২-০১-২০০৯
মোবাইল:
০১৮১৯৬৩০৩৯৯

১৯৪
মো. সিরাজুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৮-০৯-২০০৭
পর্যন্ত:
১৪-০২-২০০৮
মোবাইল:

১৯৫
তাসনিমা জান্নাত
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
২৭-১০-২০০৭
পর্যন্ত
৩১-১২-২০০৭
মোবাইল:

১৯৬
শাহ মোহাম্মদ ফজলে আজিম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০০৮
পদত্যাগ:
০১-০৫-২০০৮
মোবাইল:

১৯৭
মো. আবু তারেক
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০০৮
পদত্যাগ:
০৯-০৭-২০০৯
মোবাইল:
০১৮১৮২২২৭৬৪

১৯৮
মুহাম্মদ আলী মিয়া
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০১-২০০৮
পদত্যাগ:
১৯-০৩-২০০৮
মোবাইল:
০১৮১৬৭২২৯৪১

১৯৯
মো. রুহুল কাদের
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৪-২০০৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৮৩৯৭৫১২

২০০
নাছিমা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২২-০৪-২০০৮
পদত্যাগ:
১০-০২-২০১১
মোবাইল:
০১৭৫০৪২৫৩৫১

২০১
নিশাত সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০৫-২০০৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৬৩১০৬৮০

২০২
মো. জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০৫-২০০৮
পদত্যাগ:
০১-০৭-২০১১
মোবাইল:
০১৭২৫০০৭৮০০

২০৩
মো. আবদুর রহমান চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৮-১০-২০০৮
.-
মোবাইল:

২০৪
মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
১৮-১০-২০০৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮২৩২৫৬৬৭৪

২০৫
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন ভুইয়া
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৮-১০-২০০৮
পদত্যাগ:
২৮-০২-২০০৯
মোবাইল:
০১৫৩১৭৬১৬৪৭

২০৬
তুহিন কান্তি হালদার
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
১৮-১০-২০০৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৬২৮৬৫৮৩

২০৭
প্রণধীর দাশ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২১-১০-২০০৮
পদত্যাগ:
১৫-০৬-২০০৯
মোবাইল:

২০৮
আওজিত কাওসার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
০১-০২-২০০৯
পর্যন্ত:
৩১-০৮-২০০৯
মোবাইল:

২০৯
সামিনা কবির
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১১-০২-২০০৯
পর্যন্ত:
১৩-০৬-২০০৯
মোবাইল:

২১০
নন্দিতা দেবী
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
১২-০৩-২০০৯
পর্যন্ত:
১২-০৯-২০০৯
মোবাইল:

২১১
ঊমা দাশ
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
১২-০৩-২০০৯
পর্যন্ত:
৩১-০৮-২০০৯
মোবাইল:

২১২
ফারজানা আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
১২-০৩-২০০৯
পর্যন্ত:
১৫-০৬-২০০৯
মোবাইল:

২১৩
দিলরুবা তানহা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
১৩-০৩-২০০৯
পর্যন্ত:
০১-০৬-২০০৯
মোবাইল:

২১৪
নাহিদা আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
০১-০৪-২০০৯
পর্যন্ত:
০১-১০-২০০৯
মোবাইল:

২১৫
নাদেজদা জেরীন চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৮-০৪-২০০৯
পদত্যাগ:
০১-০১-২০১৪
মোবাইল:
০১৯২০৪৯৯৮৩৮

২১৬
নাজমুন নাহার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
যোগদান:
০৬-০৬-২০০৯
পর্যন্ত:
৩১-০৮-২০০৯
মোবাইল:

২১৭
লুৎফুন্নেসা চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০৬-০৬-২০০৯
পর্যন্ত:
৩১-০৫-২০১০
মোবাইল:

২১৮
ফারহানা ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০৬-০৬-২০০৯
পর্যন্ত:
০১-০১-২০১০
মোবাইল:

২১৯
নেসারুল হক
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০৬-০৬-২০০৯
পর্যন্ত:
৩১-০৮-২০০৯
মোবাইল:

২২০
হুরে জান্নাত
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৬-২০০৯
পর্যন্ত:
৩১-০৮-২০০৯
মোবাইল:
০১৮২১৪৪৪০৮২

২২১
নিগার সুলতানা লিমা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
৩০-০৬-২০০৯
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১০
মোবাইল:

২২২
মুনছুরা বেগম
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১০-০৭-২০০৯
পর্যন্ত:
০৮-১১-২০০৯
মোবাইল:

২২৩
মো. গোলাম মাওলা চৌধুরী
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
২৯-০৭-২০০৯
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৮২

২২৪
নিলুফা আকতার
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৭-১০-২০০৯
পদত্যাগ:
০১-০১-২০১২
মোবাইল:
০১৮৬৬৯৪১৬৩৪

২২৫
মো. আনোয়ারুল কবীর
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৭-১০-২০০৯
পদত্যাগ:
১০-১২-২০১২
মোবাইল:
০১৭১৯২২২৪৩৯

২২৬
মুহাম্মদ আবদুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৭-১০-২০০৯
পদত্যাগ:
৩০-০১-২০১২
মোবাইল:

২২৭
মো. মহিউদ্দীন আহম্মদ
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৭-১০-২০০৯
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৬৩০৪০৫০

২২৮
জেসমিন আখতার
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৭-১০-২০০৯
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮২৩৪২৭৯২১

২২৯
ইয়াসমীনা হক
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৭-১০-২০০৯
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১৫৫১২০৮৭

২৩০
ফয়জুননিসা
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
১৭-১০-২০০৯
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১৯৯৯৮৭৫৯

২৩১
লুৎফুন্নেসা ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৭-০১-২০১০
পদত্যাগ:
১০-০১-২০১৫
মোবাইল:
০১৭১৩৩৬৭৮৭৯

২৩২
এ এস এম এহছানুল হক
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০১-০২-২০১০
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১৫০০৬৪৯২

২৩৩
আইনুন নাহার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০২-০৫-২০১০
পর্যন্ত:
০১-০৯-২০১০
মোবাইল:

২৩৪
তাছলিমা আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৭-২০১০
পর্যন্ত:
২৫-১২-২০১১
মোবাইল:
০১৭১১১২১৬০৮

২৩৫
খাইরুন নাহার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৭-২০১০
পর্যন্ত:
১৬-০১-২০১১
মোবাইল:

২৩৬
শাম্মী আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৭-২০১০
পর্যন্ত:
১৬-০১-২০১১
মোবাইল:

২৩৭
তাসনিফ ফারজানা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৭-২০১০
পর্যন্ত:
১৬-১০-২০১০
মোবাইল:

২৩৮
রাহেনা আকতার রায়না
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৭-২০১০
পর্যন্ত:
১৯-০৭-২০১১
মোবাইল:

২৩৯
বেলিনা নাজনীন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭১৪২৮১৮১২

২৪০
সৈয়দা বদরুন্নেসা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭৬৮৬৫৪৭৬৬

২৪১
শাজিয়া হক
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭১০২৭৫২২৫

২৪২
ফেরদৌসি সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৬৭০৪২৩৮৩৯

২৪৩
বিবি সুলতানা নিপু
সিনিয়র শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯৭৪১৪৪০৪৪

২৪৪
কারিনা সিরাজ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
পদত্যাগ:
৩০-০৯-২০১৭
মোবাইল:
০১৮১৬৪৪১১৭৯

২৪৫
মোছা. মৌসুমী আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০৫-০২-২০১১
পর্যন্ত:
০৮-০৮-২০১২
মোবাইল:

২৪৬
জান্নাত আরা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৩-২০১১
পদত্যাগ:
১২-০৪-২০১২
মোবাইল:

২৪৭
নুসরাত নাহরীন
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৩-০৬-২০১১
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১১
মোবাইল:
০১৭১৫৭০৪৪৯৮

২৪৮
জান্নাতুল ফেরদৌস লুনা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৩-০৭-২০১১
পর্যন্ত:
১২-০৭-২০১২
মোবাইল:

২৪৯
মো. সোহরাব হোসেন
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৯-০৭-২০১১
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১১
মোবাইল:
০১৭২২৫১২০২৪

২৫০
নুরশাদ জাহান
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
পর্যন্ত:
১৩-০৩-২০১২
মোবাইল:

২৫১
আসমা উল হোসনা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১১৫৯২৭৭০

২৫২
সানজিদা করিম
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১১-০৯-২০১১
পর্যন্ত:
০৪-০১-২০১২
মোবাইল:
০১৬৭২৯৮৪৪৭৬

২৫৩
মোর্শেদা জেবিন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০২-০১-২০১২
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৫৯৭

২৫৪
সাজীব সেন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৮-০১-২০১২
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১৩২৭৪৯৫৬

২৫৫
লুলু মারজান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৯-০১-২০১২
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১২৬৭৯১১৭

২৫৬
কৃষ্টি বড়ুয়া
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৯-০১-২০১২
পদত্যাগ:
০৯-০৭-২০১২
মোবাইল:
০১৭২৬৫১০১১৩

২৫৭
মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১০-০১-২০১২
পদত্যাগ:
১০-০৩-২০১২
মোবাইল:
০১৮১৫৮২২৭০৩

২৫৮
নাজনীন নাহার সুলতানা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১১-০১-২০১২
পর্যন্ত:
২৯-০৪-২০১২
মোবাইল:
০১৯১৫৯২৯৩৮৬

২৫৯
আয়েশা ছিদ্দিকা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১২-০১-২০১২
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯৩৮৮৭৪৬১৮

২৬০
মো. আমানত আলী খান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৪-০১-২০১২
পদত্যাগ:
৩০-০৯-২০১২
মোবাইল:
০১৮১৭২৪১১৯৩

২৬১
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৬-০১-২০১২
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭২০ ৫৮৫২০০

২৬২
নাদিয়া সুলতানা
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০৩-২০১২
পর্যন্ত:
১০-১০-২০১২
মোবাইল:
০১৭১৫০২৫২৩৬

২৬৩
আবদুল্লাহ আল জাভেদ
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০৩-২০১২
পর্যন্ত:
৩১-০৫-২০১৩
মোবাইল:
০১৮১৯৩৬০০০৫

২৬৪
মো. জাহিদুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৮-০৩-২০১২
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৭১৪৩৪৫৫৬৭

২৬৫
মৌসুমী রায়
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৮-০৩-২০১২
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭২৬৭৫৫৬৩৬

২৬৬
সৈয়দা দিল আফরোজ
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০৪-২০১২
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১২
মোবাইল:
০১৮১৪৪২৮৯০১

২৬৭
মো. দিদারুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০৩-০৯-২০১২
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১২
মোবাইল:
০১৮৩১৪১৮৮৮৫

২৬৮
মোছাম্মৎ আকলিমাতুন নাসরিন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
পদত্যাগ:
৩০-০৭-২০১৪
মোবাইল:
০১৭১০১৬২৭৭১

২৬৯
মোহাম্মদ গোলাম মাওলা
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
পদত্যাগ:
২৮-০২-২০১৭
মোবাইল:
০১৮১৬৬৬৪৬২১

২৭০
সাজেদা খানম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১২১৫৭০২৫

২৭১
সারু মনি ধর
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
পদত্যাগ:
০৭-০৯-২০২১
মোবাইল:
০১৮১৫৪৯৭৫৩৮

২৭২
হালিমা আফরিন লাকী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
পদত্যাগ:
৩০-০১-২০১৮
মোবাইল:
০১৮৪২৩৭৯০২৭

২৭৩
রিদওয়ানা মাহজাবিন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
পদত্যাগ:
৩০-১০-২০১৩
মোবাইল:

২৭৪
ফারহানা আলম
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
পদত্যাগ:
২৮-০৪-২০১৯
মোবাইল:
০১৮১২২৮৭৩২৯

২৭৫
মো. নাজমুল আরেফীন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৩
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৬৪৩৭৬৫০

২৭৬
মো. আতোয়ার রহমান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৩-০১-২০১৩
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭৫৩৯৬১৯৬৬

২৭৭
তানহা তাহসিন নুর
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১২-০১-২০১৩
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯২৭২৯৭৯৪০

২৭৮
রওশন জান্নাত
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
২১-০১-২০১৩
পর্যন্ত:
০১-০১-২০১৪
মোবাইল:
০১৭৬৯০০৫০১১

২৭৯
সৈয়দা নাসরিন হেনা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২৩-০১-২০১৩
অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯১৪৩৯৪৯৮৩

২৮০
হোসনে আরা আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০৬-০৪-২০১৩
পর্যন্ত:
০১-১০-২০১৩
মোবাইল:
০১৯৮৫১০২৩১৫

২৮১
নাজনীন আকতার খান
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৪-২০১৩
পর্যন্ত:
২৮-০২-২০১৫
মোবাইল:
০১৭১৫৬০৭৬০৭

২৮২
মোহাম্মদ নুরুল মোস্তফা
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১১-০৭-২০১৩
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১২৫৭৮২২৩

২৮৩
জিনিয়া আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
২৫-০৮-২০১৩
পর্যন্ত:
২৪-১১-২০১৩
মোবাইল:
০১৭২৭২৩৮৬৫৩

২৮৪
রুমা আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৯-০৮-২০১৩
পর্যন্ত:
২৯-০১-২০১৪
মোবাইল:
০১৮১৪২৬৩২২৯

২৮৫
ইয়াসমিন আকতার
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০৩-২০১৪
পর্যন্ত:
৩১-০৫-২০১৪
মোবাইল:
০১৭১৫২৬৬০৩৯

২৮৬
শাহনাজ আফরিন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৬-০৮-২০১৪
পদত্যাগ:
১৯-০৩-২০২০
মোবাইল:
০১৭১১২৭৯৯৯০

২৮৭
শাহরিকা বিনতে রশিদ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৬-০৮-২০১৪
পদত্যাগ:
৩১-০৪-২০১৭
মোবাইল:
০১৬৭৫৮২০৬৪৯

২৮৮
শারমিন আকতার
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৩-২০১৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮৪৫৫৩৬৮০৮

২৮৯
মিঠুন দাশ গুপ্ত
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০৩-২০১৫
পর্যন্ত:
৩০-০৭-২০১৫
মোবাইল:

২৯০
সাবেরা তাহসিন চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০৮-০৮-২০১৫
পদত্যাগ:
১৯-০৩-২০২০
মোবাইল:
০১৯১৫৮৬০৯০০

২৯১
তানজিলা আহমেদ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৯-২০১৫
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৬৭৫৭২৬০২৮

২৯২
সেতু বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক (নৃত্য)

যোগদান:
০৯-০১-২০১৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১৭৭১৫৬৫৩

২৯৩
মোসাম্মৎ জান্নাতুল ফেরদৌস
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান:
১৮-০১-২০১৬
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮৫০৪২৮৭৬৮

২৯৪
বীথিকা বসাক
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
১৮-০১-২০১৬
পদত্যাগ:
২২-০৬-২০২১
মোবাইল:
০১৬৭৬৮৫১৭৯০

২৯৫
মোছা. মাসুমা জাহান
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৪-০৫-২০১৬
পর্যন্ত:
৩১-১২-২০১৬
মোবাইল:
+৬১৪৫০৬৭৬০২১

২৯৬
মো. আনিসুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৪-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৮১১৫৭৯০৫৪

২৯৭
মো. বোরহান উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০২-০৫-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭৪৮৩৫৩৯৭৮

২৯৮
আব্দুল্লাহ মুনসুর
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০২-০৫-২০১৭
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯১৬৮৮৯৯০২

২৯৯
মো. আলাউদ্দিন
সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

যোগদান:
০২-০৫-২০১৭
পদত্যাগ:
২১-০৮-২০১৯
মোবাইল:
০১৬৭৬৩৪৫০৩৪

৩০০
মো. রহমত উল্লাহ
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০৬-২০১৭
পদত্যাগ:
০১-০৪-২০১৯
মোবাইল:
০১৮২৯৬৭১৭০৩

নীলুফা ইয়াসমিন ৩০১
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
১৫-০৭-২০১৭
পর্যন্ত:
১৪-০১-২০১৮
মোবাইল:
০১৭১৫৬৪৩২০২

তানজিবা সুলতানা ৩০২
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০২-১০-২০১৭
পদত্যাগ:
৩০-০৪-২০১৮
মোবাইল:
০১৮৭৫৫৩৪৮২৫

মোহাম্মদ ওমর ফারুক ৩০৩
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৭১৯৮৯৯৫৭৪

মো. শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ৩০৪
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯২০৬২৮৯৮১

সুমাইয়াতুন নাহার ৩০৫
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৮
পদত্যাগ:
০১-০১-২০১৯
মোবাইল:
০১৭৩০৪২৮০৫৫

মো. নুর ইসলাম সোহেল ৩০৬
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯১২৩৮০৮১৬

মো. কাওছার আলম ৩০৭
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৮
পদত্যাগ:
০১-০১-২০১৯
মোবাইল:
০১৬৭৫৯৯৪৩১১

মো. আনিসুল ইসলাম ৩০৮
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০২-২০১৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৯৮৩৪১৭৮৬৩

নাসরিন আকতার নিতু ৩০৯
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০৭-২০১৮
পর্যন্ত:
০১-০৭-২০১৯
মোবাইল:
০১৬৭৪৮৭৯০৫৯

মো. মোস্তাফিজুর রহমান ৩১০
সহকারী শিক্ষক (সঙ্গীত)

যোগদান:
০১-০৮-২০১৮
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৬১৯১৭০০৮১

মো. এনামুল হাসান ৩১১
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০১-০১-২০১৯
পদত্যাগ:
০১-০৫-২০১৯
মোবাইল:
০১৭১৮৭০৪২০৪

মো. মামুনুর রশিদ ৩১২
সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
৩১-০১-২০১৯
অদ্যাবধি
মোবাইল:
০১৬২০৬৯৪০০০

স্কুল শিক্ষক

মো. সাইফুল ইসলাম
৩১৩

সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
০২-০৫-২০১৯

অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৮১১১৭১২২৯

মো. জামাল হোসাইন খাঁন
৩১৪

সহকারী শিক্ষক

যোগদান:
২২-০৯-২০১৯

অদ্যাবধি

মোবাইল:
০১৯১৬৫২১৫৯৮

সুমনা রানী শীল
৩১৫

সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
৩০-০৯-২০১৯

পর্যন্ত:
৩০-১১-২০১৯

মোবাইল:
০১৯৩৮১৬৭২১২

ইফফাত জাহান পিংকি
৩১৬

সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
৩০-০৯-২০১৯

পর্যন্ত:
০৭-১২-২০১৯

মোবাইল:
০১৬৩৭৫১২৯৭২

মোসা. সুমাইয়া পারভীন
৩১৭

সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০১-২০২০

পর্যন্ত:
৩১-১২-২০২০

মোবাইল:

তাজিয়া কালাম
৩১৮

সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

যোগদান:
০১-০৩-২০২১

অদ্যাবধি:

মোবাইল:
০১৭৪২৬০৬৭৭৬

গ্রন্থনায়:

মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির, সহকারী অধ্যাপক ও হিসাব সমন্বয়কারী, কর্মকাল: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি।
শেখ মো. শাহিন আলম, প্রভাষক, কর্মকাল: ০১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে অদ্যাবধি।

কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি	যোগদানের তারিখ	অবসর/পদত্যাগের তারিখ	মন্তব্য
১.	কাজী আবদুল লতিফ	হিসাবরক্ষক	০১-০২-১৯৬৯	১৯৭৮	পদত্যাগ
২.	তালেব আলী	হিসাবরক্ষক	০১-০১-১৯৭৬	৩০-০৩-১৯৮০	
৩.	মতিউর রহমান	হিসাব করণিক	০১-০৭-১৯৭৬	০১-০১-১৯৮৪	
৪.	সিদ্দিক আহমদ খান	হিসাবরক্ষক	০১-০৭-১৯৭৬	৩০-০৪-১৯৮৪	
৫.	মো.সুলতানুল হক	হিসাবরক্ষক	১৭-০৫-১৯৮৯	৩০-০৬-১৯৯১	
৬.	মো. ইউসুফ মজুমদার	হিসাবরক্ষক	০১-০৩-১৯৯২	০১-০২-১৯৯৩	
৭.	মো. হাবিবুর রহমান	হিসাবরক্ষক	০১-০৩-১৯৯৩	৩০-০৩-১৯৯৪	
৮.	এম. এ আল হাবিবুর রহমান	হিসাব সহকারী	১৫-১১-১৯৯৩	০৬-০৬-১৯৯৫	পদত্যাগ
৯.	মো. কবীর আহমেদ	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	২৪-০৭-১৯৯৪	অদ্যাবধি	
১০.	মো. আমজাদ হোসেন	হিসাব সহকারী	১৮-০১-১৯৯৫	০২-০৪-১৯৯৭	পদত্যাগ
১১.	মো. আবদুল মান্নান	হিসাব সহকারী	২২-০৬-১৯৯৭	০১-০১-২০০৪	পদত্যাগ
১২.	মো. আবু মামুন ইকবাল	হিসাব সহকারী	০৬-০১-২০০৪	১৫-০৮-২০০৬	পদত্যাগ
১৩.	শহীদুল ইসলাম	হিসাব সহকারী	১০-০৮-২০০৬	১০-০৮-২০০৭	পদত্যাগ
১৪.	শেখ মো. বোরহান উদ্দিন	হিসাব সহকারী	১২-০৯-২০০৬	১০-০৮-২০০৭	পদত্যাগ
১৫.	মো. মাহবুবুল আলম	হিসাব সহকারী	০১-০৮-২০০৭	০৪-০২-২০০৯	পদত্যাগ
১৬.	মো. ফরহাদ হোসেন	সহকারী হিসাবরক্ষক	০৫-০৮-২০০৭	১৬-০৪-২০০৮	অব্যাহতি
১৭.	মো. জিয়াউল ইসলাম	হিসাব সহকারী	১৭-০২-২০০৮	০৯-০৩-২০০৯	পদত্যাগ
১৮.	মো. ইমরান হোসেন	সহকারী হিসাবরক্ষক	১৬-০৭-২০০৮	০৯-০৬-২০০৯	পদত্যাগ
১৯.	মো. রফিকুল ইসলাম	হিসাব সহকারী	১৩-১০-২০০৯	৩০-০৬-২০১০	পদত্যাগ
২০.	মো. আলতাফ হোসেন	হিসাব সহকারী	০৩-০৩-২০১১	অদ্যাবধি	
২১.	মো. আব্দুর রাজ্জাক	সহকারী হিসাবরক্ষক	১৬-০৩-২০১১	০১-১২-২০১৪	পদত্যাগ
২২.	খ. ম. ইমতিয়াজ হোসেন	হিসাবরক্ষক	৩০-০৩-২০১১	অদ্যাবধি	
২৩.	মো. সাইফুল ইসলাম	হিসাব সহকারী	০৫-০১-২০১৩	২৫-০৭-২০১৪	পদত্যাগ
২৪.	চৌধুরী জহির উদ্দিন মাহমুদ	হিসাব সহকারী	০১-০৪-২০১৫	০৬-০৪-২০১৭	পদত্যাগ
২৫.	মো. ফারুক আহমেদ	হিসাব সহকারী	০১-০৪-২০১৫	৩১-০৩-২০১৭	পদত্যাগ
২৬.	মো. সিরাজুল ইসলাম	হিসাব সহকারী	০১-০৬-২০১৭	অদ্যাবধি	
২৭.	মো. মাহাবুবুল আলম	হিসাব সহকারী	০২-০৫-২০১৭	অদ্যাবধি	
২৮.	সজীব কুমার দাশ	হিসাব সহকারী	০১-০২-২০১৮	অদ্যাবধি	
২৯.	জে. এন. ভট্টাচার্য্য	করণিক	০১-০২-১৯৬৯	৩১-০৯-১৯৭২	পদত্যাগ
৩০.	মো. শাহ আলম	করণিক	০১-১২-১৯৭২	৩০-০৪-১৯৭৩	পদত্যাগ
৩১.	মো. আতাউল্লাহ	করণিক	০১-০৩-২০১১	অদ্যাবধি	
৩২.	লরেঞ্জ জু পাল	টাইপিস্ট	০১-০১-১৯৭৫	৩০-১২-১৯৭৫	
৩৩.	আবদুল হাই	টাইপিস্ট	০১-০১-১৯৭৫	৩০-১২-১৯৭৫	
৩৪.	মো. জাফর আহমেদ	টাইপিস্ট	০২-১০-১৯৮৩	০১-১২-১৯৮৭	
৩৫.	আবদুল লতিফ	পিয়ন	০১-০২-১৯৬৯		
৩৬.	গিয়াস উদ্দিন	পিয়ন	০১-০১-১৯৭৫	০৭-০৯-১৯৮১	পদত্যাগ
৩৭.	আবদুল আউয়াল	পিয়ন	০১-০২-১৯৭৫	১০-১১-১৯৭৫	পদত্যাগ
৩৮.	ফজলুল হক	পিয়ন	০১-০২-১৯৭৬	০৩-০৪-১৯৭৭	পদত্যাগ
৩৯.	মো. রবিউল্লাহ	পিয়ন	০৯-০১-১৯৮০	১২-০৩-২০১৪	অবসর
৪০.	মো. আনোয়ার হোসেন	পিয়ন	০১-১১-১৯৯৩	অদ্যাবধি	
৪১.	মো. হাফিজুর রহমান	পিয়ন	২২-০৬-১৯৯৭	০১-০৮-২০০১	পদত্যাগ
৪২.	লুৎফুল করিম	পিয়ন	০৩-১১-২০০০	অদ্যাবধি	
৪৩.	মো. আবু তাহের	পিয়ন	০৫-১১-২০০১	০৭-০৮-২০০৬	অব্যাহতি
৪৪.	মো. শাহজাহান আলম	পিয়ন	০১-০৩-২০১১	অদ্যাবধি	
৪৫.	মো. রুবেল ইসলাম	পিয়ন	০১-০১-২০১৫	অদ্যাবধি	
৪৬.	শ্রী গোপাল চন্দ্র মহন্ত	পিয়ন	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
৪৭.	বাদশা মিয়া	এমএলএসএস	১৯-১০-২০০৩	অদ্যাবধি	
৪৮.	আবদুস সালাম শেখ	এমএলএসএস	০৯-০৮-২০০৬	অদ্যাবধি	
৪৯.	মো. মাসুদ রানা	এমএলএসএস	১৮-০৯-২০০৬	১৯-০৯-২০১১	পদত্যাগ
৫০.	মো. ছালাউদ্দিন	এমএলএসএস	০৬-০২-২০০৭	০৭-০৯-২০০৭	পদত্যাগ
৫১.	মো. নুর নবী	এমএলএসএস	০১-০৩-২০১২	অদ্যাবধি	
৫২.	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	এমএলএসএস	০৭-০৪-২০১২	অদ্যাবধি	
৫৩.	মো. আনোয়ার হোসেন	কম্পিউটার অপারেটর	০৮-০৭-১৯৮৫	অদ্যাবধি	
৫৪.	মুহম্মদ জহুরুল ইসলাম	কম্পিউটার অপারেটর	০৩-০৭-১৯৯৩	অদ্যাবধি	
৫৫.	তারেক মো. মাহমুদুল আলম	কম্পিউটার অপারেটর	১৯-০২-২০০১	৩১-০৮-২০০১	পদত্যাগ
৫৬.	বাসুদেব সাহা	কম্পিউটার অপারেটর	০১-০৪-২০১৫	অদ্যাবধি	
৫৭.	মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন	কম্পিউটার অপারেটর	০২-০১-২০১৬	অদ্যাবধি	
৫৮.	মো. কাওছার আলী শেখ	পিএ	২২-০৬-১৯৯৭	অদ্যাবধি	
৫৯.	ওয়া. অফি. (অব.) খন্দকার ফয়জুল ইসলাম	অফিস সুপার	০২-০৯-২০০০	৩১-০১-২০১০	পদত্যাগ
৬০.	ওয়া. অফি. (অব.) মো. রুহুল আমিন	অফিস সুপার	০৫-০৭-২০০৯	অদ্যাবধি	
৬১.	আবদুল আলীম	উচ্চমান সহকারী	০২-০৯-২০০০	অদ্যাবধি	
৬২.	মো. বিল্লাল হোসেন	আইটি টেকনিশিয়ান	০১-০৯-২০০১	অদ্যাবধি	
৬৩.	মো. মোক্তার হোসেন	অফিস সহকারী	০৭-০৭-১৯৮৫	০২-০৩-১৯৯৭	পদত্যাগ
৬৪.	কাজী আজিজ উদ্দিন	অফিস সহকারী	১৬-০২-২০০৮	অদ্যাবধি	

ক্রমিক	নাম	পদবি	যোগদানের তারিখ	অবসর/পদত্যাগের তারিখ	মন্তব্য
৬৫.	জান্নাত আরা	অফিস সহকারী	০১-০৩-২০১১	০১-০৪-২০১২	পদত্যাগ
৬৬.	খাররুল বাশার	অফিস সহকারী	০১-০১-২০১৩	১৬-০১-২০১৫	পদত্যাগ
৬৭.	মাইসিং ত্রিপুরা	অফিস সহকারী	০১-০৪-২০১৫	অদ্যাবধি	
৬৮.	মুহাম্মদ আলী হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১-০২-২০১২	অদ্যাবধি	
৬৯.	ডা. মো. আবুল কালাম	মেডিকেল অফিসার	১৬-০৫-২০০১	০১-০৮-২০১১	পদত্যাগ
৭০.	ডা. রেহেনুমা তমা	মেডিকেল অফিসার	১০-০৩-২০১৩	১০-১২-২০১৩	পদত্যাগ
৭১.	ডা. সাদিয়া আহমেদ	মেডিকেল অফিসার	০১-০১-২০১৪	০৫-০১-২০১৬	পদত্যাগ
৭২.	ডা. সাদিয়া সুলতানা	মেডিকেল অফিসার	০১-০৩-২০১৭	৩১-১২-২০১৭	পদত্যাগ
৭৩.	ডা. নাঈমা সুলতানা	মেডিকেল অফিসার	০১-০১-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮	পদত্যাগ
৭৪.	ডা. সানজিদা আকতার	মেডিকেল অফিসার	০১-১১-২০১৮	০১-০৬-২০২০	পদত্যাগ
৭৫.	ল্যান্স কর্পো. মো. আজিজ উদ্দিন	চিকিৎসা সহকারী	০১-০৩-২০১১	৩১-১০-২০১১	পদত্যাগ
৭৬.	মোসা. নাছরিন আক্তার	চিকিৎসা সহকারী	০১-০১-২০১৩	অদ্যাবধি	
৭৭.	মো. চাঁন মিঞা	ল্যাব সহকারী	০১-০১-১৯৭৫	৩১-০৫-১৯৭৫	পদত্যাগ
৭৮.	মো. সেলিম নেওয়াজ	ল্যাব সহকারী	২২-০৯-১৯৮২	অদ্যাবধি	
৭৯.	কনজ মিত্র	ল্যাব সহকারী	০১-০২-১৯৮৩	৩০-০৪-১৯৮৪	পদত্যাগ
৮০.	অভিজিৎ চৌধুরী	ল্যাব সহকারী	০১-০৯-১৯৮৪	০১-০২-১৯৮৬	পদত্যাগ
৮১.	আবদুল মনোয়ার খান	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০১-০১-১৯৭৮	০২-০৪-১৯৭৯	পদত্যাগ
৮২.	আবদুল কুদ্দুস	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০১-০৭-১৯৭৮	০৩-০৪-১৯৮০	পদত্যাগ
৮৩.	বাসুদেব গুপ্ত	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০১-০১-১৯৮৪	১৫-০৯-১৯৯৮	অব্যাহতি
৮৪.	হারাধন দে	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০১-০৮-১৯৮৬	১৬-১০-২০১৩	অবসর
৮৫.	মো. আবদুল খালেক	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০২-০৯-২০০০	অদ্যাবধি	
৮৬.	আবু আহমেদ খন্দকার	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০১-০৬-২০১৪	০৫-০৬-২০১৪	পদত্যাগ
৮৭.	রাশেদুজ্জামান	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০১-০৪-২০১৫	অদ্যাবধি	
৮৮.	মো. মিজানুর রহমান	লাইব্রেরি সহকারী	০১-০১-১৯৮১	০১-০৭-১৯৮৪	পদত্যাগ
৮৯.	মো. মুজিবুল হক	লাইব্রেরি সহকারী	২২-০৯-১৯৮২	৩০-০৬-১৯৮৩	পদত্যাগ
৯০.	মো. আবুল হাশেম	লাইব্রেরি সহকারী	০১-০১-১৯৮৪	০১-০৬-১৯৯২	পদত্যাগ
৯১.	মো. আবদুল আজিজ	লাইব্রেরি সহকারী	২২-০৮-২০০২	১৬-০১-২০১১	পদত্যাগ
৯২.	বোরহান উদ্দিন	লাইব্রেরি সহকারী	২২-০৮-২০০২	১৬-০৬-২০০৭	পদত্যাগ
৯৩.	মো. মেসবাউজ্জামান	লাইব্রেরি সহকারী	০১-০১-২০০৮	২৯-০১-২০১৪	পদত্যাগ
৯৪.	জাহিদুল আলম	লাইব্রেরি সহকারী	১৯-০২-২০০৮	১৩-১০-২০১৫	পদত্যাগ
৯৫.	মো. আবদুল হাদী	লাইব্রেরি সহকারী	০২-০১-২০১৬	অদ্যাবধি	
৯৬.	মৃত হরিমহন দাশ	ক্লিনার	০১-০২-১৯৬৯	১৬-০৯-১৯৮৮	মৃত্যু
৯৭.	নির্মল দাশ	ক্লিনার	০১-০৭-১৯৭২	৩০-০৩-১৯৭৪	পদত্যাগ
৯৮.	বিমল কান্তি দাশ	ক্লিনার	০১-০৭-১৯৭৪	১০-০৮-১৯৭৫	পদত্যাগ
৯৯.	মৃত নারায়ণ চন্দ্র দাশ	ক্লিনার	০১-০৭-১৯৭৪	২৮-০১-২০১৬	অবসর
১০০.	তপন কুমার দাশ	ক্লিনার	০১-০৭-১৯৭৬	৩০-১১-১৯৭৬	পদত্যাগ
১০১.	আঙ্গুর বালা দাশ	ক্লিনার	০১-০২-১৯৮৯	১৪-০৫-২০১১	পদত্যাগ
১০২.	মনিন্দ্র কুমার মালী	ক্লিনার	০৯-১০-১৯৯৩	২৭-০৭-২০০০	পদত্যাগ
১০৩.	নিজাম হোসেন	ক্লিনার	০৭-১০-২০০৯	০১-১২-২০১০	পদত্যাগ
১০৪.	সীমারাণী দাস	ক্লিনার	০১-০২-২০১১	অদ্যাবধি	
১০৫.	মধু কুমার নাথ	ক্লিনার	০১-০২-২০১১	অদ্যাবধি	
১০৬.	মো. কামাল গাজি	ক্লিনার	০১-০২-২০১১	অদ্যাবধি	
১০৭.	মো. তাজুল ইসলাম	ক্লিনার	০১-০২-২০১১	অদ্যাবধি	
১০৮.	জান্নাতুল ফেরদৌস	ক্লিনার	০১-০৩-২০১১	অদ্যাবধি	
১০৯.	রীনা বেগম	ক্লিনার	০১-০৩-২০১১	অদ্যাবধি	
১১০.	মো. মহিউদ্দিন আহমেদ রহিম	ক্লিনার	০১-০১-২০১২	২১-১২-২০১৪	পদত্যাগ
১১১.	মো. রিয়াজ উদ্দিন	ক্লিনার	০১-০১-২০১৩	অদ্যাবধি	
১১২.	লিমন চৌধুরী	ক্লিনার	১৩-০৪-২০১৩	৩০-১০-২০১৬	পদত্যাগ
১১৩.	আবদুল কাদের	ক্লিনার	০১-০১-২০১৫	অদ্যাবধি	
১১৪.	মাহফুজা আক্তার	ক্লিনার	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
১১৫.	সনজিৎ চন্দ্র দাশ	ক্লিনার	০১-০৪-২০১৭	১৫-০৫-২০১৯	পদত্যাগ
১১৬.	আবদুর রহিম নাজিম	ক্লিনার	০১-০৪-২০১৭	অদ্যাবধি	
১১৭.	মো. শামীম হোসেন	ক্লিনার	১৬-০৪-২০১৭	অদ্যাবধি	
১১৮.	মো. হানিফ	ক্লিনার	১৬-০৪-২০১৭	অদ্যাবধি	
১১৯.	মো. সবুজ কাঞ্চন	ক্লিনার	০৫-০৭-২০১৭	অদ্যাবধি	
১২০.	মো. আরিফুল ইসলাম	ক্লিনার	০৫-০৭-২০১৭	অদ্যাবধি	
১২১.	শাহজাহান	ক্লিনার	০১-০৯-২০১৭	অদ্যাবধি	
১২২.	সুবর্না আক্তার	ক্লিনার	০৩-০৭-২০১৮	অদ্যাবধি	
১২৩.	মোসাম্মৎ শাহীনুর আক্তার	ক্লিনার	০৩-০৭-২০১৮	অদ্যাবধি	
১২৪.	মো. ফিরোজ মিয়া	ক্লিনার	২২-১২-২০১৯	অদ্যাবধি	
১২৫.	মো. আবুল কালাম	জিডিএস	২১-০৬-১৯৮৯	৩১-০৮-২০০২	পদত্যাগ

ক্রমিক	নাম	পদবি	যোগদানের তারিখ	অবসর/পদত্যাগের তারিখ	মন্তব্য
১২৬.	মো. সুলতান আহমদ	মালী	০১-০৭-১৯৭২	০১-০৪-১৯৮৩	পদত্যাগ
১২৭.	আহমদ হোসেন	মালী	০১-০৭-১৯৭২	৩১-০৫-১৯৭৩	পদত্যাগ
১২৮.	আহমদ মিঞা	মালী	০১-০১-১৯৭৬	১০-০৯-১৯৭৮	পদত্যাগ
১২৯.	বেলায়েত হোসেন	মালী	০১-০৭-১৯৭৬	০১-০৪-১৯৭৯	পদত্যাগ
১৩০.	গোপাল চন্দ্র দাশ	মালী	০১-০৭-১৯৭৬	০১-০৪-১৯৭৯	পদত্যাগ
১৩১.	আবদুল খালেক	মালী	০১-০৭-১৯৭৮	৩০-০৯-১৯৮৩	পদত্যাগ
১৩২.	মৃত সুলতান মিঞা	মালী	০৫-০৮-১৯৭৮	০৫-০১-২০১৭	পদত্যাগ
১৩৩.	মো. হানিফ	মালী	০১-০৪-১৯৮৬	১২/০৫/১৯৯০	পদত্যাগ
১৩৪.	মো. জসিম উদ্দিন	মালী	১৬-০২-১৯৮৮	০৭/০৪/২০০২	পদত্যাগ
১৩৫.	মো. জাফর	মালী	২৮-০৪-২০০৩	অদ্যাবধি	
১৩৬.	লিপু কুমার শীল	মালী	১৯-১০-২০০৩	অদ্যাবধি	
১৩৭.	মো. নাছির উদ্দিন	মালী	০১-০১-২০১৫	অদ্যাবধি	
১৩৮.	মো. গিয়াস উদ্দিন	মালী	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
১৩৯.	মো. সুমন	মালী	০৫-০৭-২০১৭	অদ্যাবধি	
১৪০.	বীণা প্রভা আইচ	আয়া	০১-১১-১৯৭৫	০১-১১-১৯৯৬	অবসর
১৪১.	শাহাজাদী বেগম	আয়া	০২-১২-১৯৯০	১৩/০৮/২০০১	পদত্যাগ
১৪২.	রাজু বেগম	আয়া	০২-০৯-২০০০	অদ্যাবধি	
১৪৩.	পারভীন আক্তার	আয়া	২৫-০৮-২০০২	অদ্যাবধি	
১৪৪.	স্বরণিকা দেওয়ান	আয়া	০৭-১০-২০০৯	৩১-০১-২০২০	পদত্যাগ
১৪৫.	বিলকিস বেগম	আয়া	০৭-১০-২০০৯	১৯-০৭-২০১০	পদত্যাগ
১৪৬.	শিখা আক্তার	আয়া	০৭-১০-২০০৯	অদ্যাবধি	
১৪৭.	পল্লি বসু	আয়া	২৬-১০-২০০৯	অদ্যাবধি	
১৪৮.	আয়েশা আকতার সুমি	আয়া	০৩-০৩-২০১১	অদ্যাবধি	
১৪৯.	প্রণিতা চাকমা	আয়া	০১-০১-২০১২	০১-১১-২০১৩	পদত্যাগ
১৫০.	আছমা বেগম	আয়া	২৮-০৭-২০১২	অদ্যাবধি	
১৫১.	পান্না রাণী দাশ	আয়া	০১-০৬-২০১৪	অদ্যাবধি	
১৫২.	সুমি কাওছার	আয়া	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
১৫৩.	মোন্সেফ আলী	বাবুর্চি	০১-০৭-১৯৭২	৩০-০৬-১৯৭৫	পদত্যাগ
১৫৪.	মো. ইসহাক	বাবুর্চি	০২-০৭-১৯৭২	১৫-০৭-১৯৭৬	পদত্যাগ
১৫৫.	আফজাল হোসেন	বাবুর্চি	০১-০৬-১৯৭৮	৩০-০৬-১৯৮১	পদত্যাগ
১৫৬.	মো. সামশুল আলম	বাবুর্চি	০১-০৬-১৯৭৮	০১-০৫-১৯৮১	পদত্যাগ
১৫৭.	আবদুর রহিম	কুক	০১-০৭-১৯৭৪	৩০-১১-১৯৭৪	পদত্যাগ
১৫৮.	গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	কুক	০১-০১-১৯৭৫	০৭-০৯-১৯৮১	পদত্যাগ
১৫৯.	আবদুর রউফ	কুক	০১-০১-১৯৭৫	১৫-১১-১৯৭৬	পদত্যাগ
১৬০.	আবদুর ছত্তার	টেবিল বয়	০১-০৬-১৯৭৮	০১-০৬-১৯৮৪	পদত্যাগ
১৬১.	আবদুল আউয়াল	টেবিল বয়	০১-০৬-১৯৭৮	০১-১০-১৯৮৩	পদত্যাগ
১৬২.	মো. আনিছুর রহমান	বাবুর্চি	২২-১২-২০১৯	অদ্যাবধি	
১৬৩.	আবদুল আউয়াল	কেয়ার টেকার	০৬-০৮-১৯৯৩	২৮-০৩-২০০৯	পদত্যাগ
১৬৪.	কাজী আজিজুর রহমান	কেয়ার টেকার	০৬-১০-২০০১	অদ্যাবধি	
১৬৫.	মো. সুলায়মান	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০২-১৯৬৯	১৪-০৮-১৯৭৫	পদত্যাগ
১৬৬.	শেখ আহমদ	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৭-১৯৭২	৩০-০৪-১৯৭৮	পদত্যাগ
১৬৭.	আবদুল হক	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৭-১৯৭৬	০২-০২-১৯৮০	পদত্যাগ
১৬৮.	হাবিবুল্লাহ	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৭-১৯৭৭	১৫-০৩-১৯৭৮	পদত্যাগ
১৬৯.	মো. আবদুল মতিন	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৭-১৯৭৮	৩১-০৩-১৯৭৯	পদত্যাগ
১৭০.	রেনু মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৭-১৯৭৮	০১-০৪-১৯৭৯	পদত্যাগ
১৭১.	মো. আবুয়াল মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী	০৮-০৭-১৯৮৬	০৬-০৬-২০০০	পদত্যাগ
১৭২.	মৃত মো. সিরাজুল হক	নিরাপত্তা প্রহরী	২০-০৬-১৯৮৭	০১-০৪-২০০৯	পদত্যাগ
১৭৩.	মৃত আনু মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী	০৯-০৩-১৯৮৮	০৬-০৮-২০০৬	অবসর
১৭৪.	মো. জামাল হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী	০৯-১০-১৯৮৮	০৬-০৫-১৯৯৬	পদত্যাগ
১৭৫.	মো. আবদুল আলী	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৬-১৯৮৯	০৬-০৫-১৯৯৬	পদত্যাগ
১৭৬.	মৃত আজিম উদ্দিন	নিরাপত্তা প্রহরী	১৮-০১-১৯৯৫	০১-০৩-২০১৭	পদত্যাগ
১৭৭.	নাছির উদ্দিন	নিরাপত্তা প্রহরী	০২-১১-১৯৯৬	অদ্যাবধি	
১৭৮.	আমিনুল ইসলাম	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩-১১-১৯৯৬	০৬-০৬-২০০১	অব্যাহতি
১৭৯.	নুরুন্নবী	নিরাপত্তা প্রহরী	০২-০৯-২০০০	০২-০৫-২০১৫	অব্যাহতি
১৮০.	লিপন মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী	০২-০৯-২০০০	অদ্যাবধি	
১৮১.	আহসান হাবীব	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৪-২০০১	অদ্যাবধি	
১৮২.	জয়নাল আবেদীন	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩-০৪-২০০১	০১-০২-২০০৩	পদত্যাগ
১৮৩.	আরশাদ আলী খান	নিরাপত্তা প্রহরী	১৭-০৪-২০০১	০৭-০৮-২০০৩	পদত্যাগ
১৮৪.	আবদুল মজিদ	নিরাপত্তা প্রহরী	০৬-১০-২০০১	অদ্যাবধি	
১৮৫.	ছক্কু মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী	২৪-০৮-২০০১	অদ্যাবধি	
১৮৬.	মো. বাহাদুর খান	নিরাপত্তা প্রহরী	২৬-০৮-২০০২	০৮-০৬-২০১৩	পদত্যাগ
১৮৭.	মো. মাসুদ রানা	নিরাপত্তা প্রহরী	২৬-০৮-২০০২	অদ্যাবধি	
১৮৮.	মো. মুজিবুর রহমান	নিরাপত্তা প্রহরী	২৬-০৮-২০০২	অদ্যাবধি	
১৮৯.	বাবর আলী	নিরাপত্তা প্রহরী	২৬-০৮-২০০২	১২-০৩-২০০৬	পদত্যাগ

ক্রমিক	নাম	পদবি	যোগদানের তারিখ	অবসর/পদত্যাগের তারিখ	মন্তব্য
১৯০.	বাহাদুর খান	নিরাপত্তা প্রহরী	২৬-০৮-২০০২	০৮-০৪-২০১৩	পদত্যাগ
১৯১.	মতিউর রহমান	নিরাপত্তা প্রহরী	০৮-০৬-২০০৩	৩১-০৮-২০০৩	অব্যাহতি
১৯২.	মো. দেলোয়ার হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী	০৯-০৪-২০০৬	০১-০৯-২০১৮	অবসর
১৯৩.	মো. আরিফুল ইসলাম	নিরাপত্তা প্রহরী	১১-০৯-২০০৬	অদ্যাবধি	
১৯৪.	দিলীপ কুমার চাকমা	নিরাপত্তা প্রহরী	০৭-০২-২০০৭	অদ্যাবধি	
১৯৫.	বিমল কান্তি চাকমা	নিরাপত্তা প্রহরী	০৭-০২-২০০৭	৩০-০৬-২০২০	পদত্যাগ
১৯৬.	মো. এনামুল হক	নিরাপত্তা প্রহরী	২৬-১০-২০০৯	অদ্যাবধি	
১৯৭.	নিতিশ চাকমা	নিরাপত্তা প্রহরী	১৭-০২-২০১১	২০-১২-২০১৬	পদত্যাগ
১৯৮.	মো. আবদুল মালেক	নিরাপত্তা প্রহরী	২০-০২-২০১১	অদ্যাবধি	
১৯৯.	মো. আবুল হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী	২২-০২-২০১১	অদ্যাবধি	
২০০.	মো. বিপ্লব হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৩-২০১২	অদ্যাবধি	
২০১.	মো. শাহ আলম	নিরাপত্তা প্রহরী	২৮-০৭-২০১২	অদ্যাবধি	
২০২.	মো. মনিরুল ইসলাম	নিরাপত্তা প্রহরী	২৮-০৭-২০১২	২৩-০২-২০২১	পদত্যাগ
২০৩.	মো. সোলায়মান হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০১-২০১৩	অদ্যাবধি	
২০৪.	মো. জাহিদুল ইসলাম	নিরাপত্তা প্রহরী	০৯-১০-২০১৩	অদ্যাবধি	
২০৫.	ইকরামুল ইসলাম	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
২০৬.	জামাল হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
২০৭.	মং তং খ্রো	নিরাপত্তা প্রহরী	০২-০১-২০১৬	০১-০৬-২০১৬	পদত্যাগ
২০৮.	মো. আশরাফুল ইসলাম	নিরাপত্তা প্রহরী	০১-০৪-২০১৮	অদ্যাবধি	
২০৯.	মো. মঞ্জুরুল আলম চৌধুরী	নিরাপত্তা সুপারভাইজার	০১-০১-২০১২	অদ্যাবধি	
২১০.	মো. ইসলাম	ইলেক্ট্রিশিয়ান	০১-০৭-১৯৭২	৩০-০৪-১৯৭৩	পদত্যাগ
২১১.	আবুল হাশেম	ইলেক্ট্রিশিয়ান	০১-০২-১৯৭৫	০১-১০-১৯৮০	পদত্যাগ
২১২.	আবুল হোসেন	ইলেক্টিশিয়ান	০১-০৭-১৯৭৬	৩০-০৬-১৯৭৯	পদত্যাগ
২১৩.	গোলাম হোসেন	প্লাম্বার	০১-০২-১৯৭৯	০১-০১-১৯৮১	পদত্যাগ
২১৪.	মো. নুরুল আলম সিদ্দিক	ইলেক. কাম প্লাম্বার	২৯-১২-২০০৯	৩০-০৯-২০১০	অব্যাহতি
২১৫.	আবদুল মোতালেব	কার্পেন্টার	২২-০৬-১৯৯৭	অদ্যাবধি	
২১৬.	মোহাম্মদ মনজুরুল আলম	ইলেকট্রিশিয়ান	০৪-০৪-২০১১	অদ্যাবধি	
২১৭.	যুগল চন্দ্র দাশ	ইলেক. কাম প্লাম্বার	০২-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
২১৮.	মো. শরীফ হোসাইন	রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
২১৯.	মো. ফারুক আহমেদ	ড্রাইভার	২৫-০৪-১৯৬৯	৩০-০৬-১৯৭৮	পদত্যাগ
২২০.	আবদুল জলিল	ড্রাইভার	০১-০৭-১৯৭২	৩১-০৭-১৯৭২	পদত্যাগ
২২১.	মোহাম্মদ উল্লাহ	ড্রাইভার	০১-০১-১৯৭৬	৩০-১১-১৯৭৬	পদত্যাগ
২২২.	মৃত আবদুর রাজ্জাক	ড্রাইভার	০১-০৭-১৯৮৩	০১-০৯-২০২১	মৃত্যু
২২৩.	মো. আবদুল লতিফ	ড্রাইভার	০২-০৯-২০০০	অদ্যাবধি	
২২৪.	নুরুল আবছার	ড্রাইভার	০১-০২-২০০১	অদ্যাবধি	
২২৫.	সেকান্দর আলী	ড্রাইভার	২১-১০-২০০১	অদ্যাবধি	
২২৬.	আবদুল জলিল	ড্রাইভার	০৩-০৯-২০০২	২৯-০৩-২০০৪	পদত্যাগ
২২৭.	আনোয়ার হোসেন শেখ	ড্রাইভার	০১-০৪-২০০৪	অদ্যাবধি	
২২৮.	মো. মোশাররফ হোসেন	ড্রাইভার	০৭-০৩-২০০৪	১০-১০-২০০৬	পদত্যাগ
২২৯.	কামরুজ্জামান সর্দার	ড্রাইভার	০১-০৯-২০০৫	০৬-০২-২০১০	পদত্যাগ
২৩০.	মো. শাহজাহান	ড্রাইভার	০৭-০২-২০০৭	অদ্যাবধি	
২৩১.	মো. শাহ আলম	ড্রাইভার	২৬-০৭-২০০৯	অদ্যাবধি	
২৩২.	মো. ওমর ফারুক	ড্রাইভার	১৫-০৪-২০১৫	অদ্যাবধি	
২৩৩.	মো. আবদুস ছালাম	ড্রাইভার	১৫-০৬-২০১৫	অদ্যাবধি	
২৩৪.	মো. আখতার হোসেন	ড্রাইভার	০২-০১-২০১৬	অদ্যাবধি	
২৩৫.	নজরুল ইসলাম	ড্রাইভার	০২-০১-২০১৬	অদ্যাবধি	
২৩৬.	মোহাম্মদ আবদুল অদুদ মোল্লা	ড্রাইভার	০১-০৭-২০১৮	অদ্যাবধি	
২৩৭.	মো. জহির উদ্দিন	ড্রাইভার	০১-০৭-২০১৮	অদ্যাবধি	
২৩৮.	মো. হাফিজুর রহমান	ড্রাইভার	০১-০৭-২০১৮	অদ্যাবধি	
২৩৯.	জহুরুল ইসলাম	বাস হেলপার	০১-০২-২০০১	অদ্যাবধি	
২৪০.	মো. আবুল হাশেম	বাস হেলপার	২২-০৮-১৯৯৪	২৬-০৫-২০০৭	অবসর
২৪১.	মো. শফিকুল ইসলাম	বাস হেলপার	২১-১০-২০০১	অদ্যাবধি	
২৪২.	সুলাল দাশ	বাস হেলপার	২৭-০৪-২০০৩	অদ্যাবধি	
২৪৩.	মো. হাসানুর রহমান	বাস হেলপার	১৯-১০-২০০৩	অদ্যাবধি	
২৪৪.	মো. কামরুজ্জামান সরকার	বাস হেলপার	০১-০৯-২০০৫	অদ্যাবধি	
২৪৫.	মো. হানিফ	বাস হেলপার	০১-০৮-২০০৭	অদ্যাবধি	
২৪৬.	নুর হোসেন মিলন	বাস হেলপার	০১-০৯-২০০৯	অদ্যাবধি	
২৪৭.	সুমন দাশ	বাস হেলপার	০৯-০৫-২০১১	অদ্যাবধি	
২৪৮.	মো. আল আমিন	বাস হেলপার	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
২৪৯.	মো. শরিফুল ইসলাম	বাস হেলপার	০১-১০-২০১৬	অদ্যাবধি	
২৫০.	সাজু দাশ	বাস হেলপার	০১-০৭-২০১৮	অদ্যাবধি	

গ্রন্থনায়:
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির, সহকারী অধ্যাপক ও হিসাব সমন্বয়কারী, কর্মকাল: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি।
মো. কবীর আহমেদ, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কর্মকাল: ২৪ জুলাই ১৯৯৪ থেকে অদ্যাবধি।

CCPC Alumni Association
Executive Committee

Sl.	Post	Name	Batch
1	President	Mohammad Humayun Kabir (Dead)	SSC-1975
2	Vice President-1 (Act. Pres.)	Chowdhury Khaled Bin Riyadh	HSC-1987
3	Vice President-2	Roohi Safder	HSC-1987
4	Vice President-3	Monjurul Hoque	SSC-1992
5	Vice President-4	Shazzad Mohammad Chy	HSC-1994
6	General Secretary	Golam Dastagir Jony	HSC-2001
7	Additional Gen. Secretary	Kazi Dawood Raihan	SSC-1999
8	Asst. Gen. Secretary-1	Md. Raihan Sultan	HSC-2000
9	Asst. Gen. Secretary-2	Sadek Ehtesham	HSC-2002
10	Asst. Gen. Secretary-3	Staline Day	BBA-2005
11	Treasurer	Md. Jamil Hanif	HSC-2005
12	Asst. Treasurer-1	Mizanur Rahman	BBA-2005
13	Asst. Treasurer-2	Galib Shahriar	HSC-2005
14	Organising Secretary	Md Galib	HSC-2003
15	Asst. Organising Secretary-1	Cynthia Marzan Mirza	HSC-2004
16	Asst. Organising Secretary-2	Ariful Islam	Mgt-2005
17	Asst. Organising Secretary-3	Saiful Islam Chowdhury	HSC-2007
18	Public Relations Secretary	Taslim Arif	HSC-2002
19	Asst. Public Relations Secretary	Shah Yousha Ahamed	HSC-2006
20	Publication Secretary	Shahrian Alam	HSC-1998
21	Asst. Publication Secretary	Hasibun Shuhad	HSC-2008
22	Women Affairs Secretary	Tasmin Farhanaz	HSC-2004
23	Asst. Women Affairs Secretary	Sayma Jahan	HSC-2005
24	Cultural Secretary	Mustafizur Rahman	HSC-1995
25	Asst. Cultural Secretary	Md Monoar Hossan	Mgt-2013
26	International Affairs Secretary	Morshedul Alam	HSC-2001
27	Asst. International Affairs Secretary	Sajeedur Rahman	HSC-2001
28	Community Service Secretary	Amir Muhammad Monowar Hossain	HSC-1999

CCPC Alumni Association
Executive Committee

Sl.	Post	Name	Batch
29	Asst. Community Service Secretary	Mahtab Ayub	HSC-2005
30	Sports and Activities Secretary	Riad Mahmud Chy	HSC-1995
31	Asst. Sports and Activities Secretary	Ali Ekramul Haque Romy	HSC-1996
32	ICT Secretary	Iftekharul Alam Ayon	HSC-2003
33	Asst. ICT Secretary	Istiaq Nabi	SSC-2008
34	Office Secretary	Anisur Rahman	HSC-2002
35	Asst. Office Secretary	Dilruba Siddiqui	HSC-2009
36	Executive Member-1	Ali Azam	HSC-1983
37	Executive Member-2	Sajeed Bin Solaiman	HSC-1997
38	Executive Member-3	Asif Iqbal Ali	HSC-1998
39	Executive Member-4	Raisul Uddin Saikat	HSC-1999
40	Executive Member-5	Hasnat Abu Obaida Marshal	HSC-2002
41	Executive Member-6	Arif Chowdhury	Mgt-2005
42	Executive Member-7	Sajal Mostafa Jim	HSC-2012
43	Executive Member-8	Farzana Nasrin Sami	HSC-2014

Reference: **www.ccpc.edu.bd**